বিজ্ঞাপন।

রঘুবংশ ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় কবি কালিদাসের রসভাবময়ী লেখনীর মুখ হইতে বিনির্গত। "কালিদাস কীদৃশ কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন, বর্ণনা করিয়া অন্যের হৃদয়ঙ্গম করা অসাধ্য। যাহারা কাব্যশাস্ত্রের রসাস্বাদে যথার্থ অধিকারী, সেই সহৃদয় মহাশয়েরাই বুঝিতে পারেন, কালিদাস কীদৃশ কবিত্বশক্তি লইয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক, সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য, সর্ব্বোৎকৃষ্ট খণ্ডকাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। কোনও দেশের কোনও কবি, কালিদাসের ন্যায়, সর্ব্ববিষয়ে সমান সৌভাগ্যশালী ছিলেন না, এরূপ নির্দ্দেশ করিলে, বোধ হয় অত্যুক্তি-দোষে দূষিত হইতে হয় না।"

রঘুবংশই কালিদাসের সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য। ইহাতে রবিকুল তিলক ভূপালগণের জীবনবৃত্তান্ত সুচারুরূপে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থমধ্যে বর্ণনার চাতুর্য্য ও রচনার মাধুর্য্য পদে পদে প্রতীয়মান হয়। কোন স্থানে প্রকৃতিসুন্দরীর চমৎকারিণী শোভাবর্ণনা পাঠ করিয়া হৃদয়কন্দরে অনির্ব্বচনীয় আনন্দরস উচ্ছলিত হইয়া উঠে; কোন স্থানে প্রবলপরাক্রান্ত বীরগণের দর্পস্ফীত বচনচ্ছটায় শরীর রোমাঞ্চিত ও হৃদয় বিস্ফারিত হইয়া থাকে, কোন স্থানে বা মানসমোহিনী করুণরস-লহরীতে পাষাণহৃদয়ও ভাসমান হইয়া যায়। ইহার স্থানে স্থানে যে সকল চমৎকার উপমা ও স্বভাবোক্তি বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে স্পষ্টই বোধ হয়, এবিষয়ে কালিদাসের প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। এই কারণেই কোন ব্যক্তি লিখিয়া গিয়াছেন—"উপমা কালিদাসস্য"।

মহাকবি কালিদাসের বিরচিত শ্রব্য কাব্যগুলির মধ্যে রঘুবংশই সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বাগ্রে প্রণীত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। গ্রন্থরচয়িতা মাত্রেই প্রথম উদ্যমসময়ে সুধীরসমাজে বিনয় ও স্বাহঙ্কার-পরিহার করিয়া যশোলাভের প্রত্যাশায় থাকেন। কিন্তু একবার লব্ধকীর্ত্তি হইলে আর সেরূপ বিনয় স্বীকারে প্রবৃত্ত হন না। কালিদাসের বিষয়েও সেইরূপ দেখা

যাইতেছে। তিনি রঘুবংশের প্রারম্ভে অভীষ্ট দেবতার বন্দনা, স্বাহঙ্কার-পরিহার এবং সজ্জনগণের উপর নিজ কাব্যের সমালোচন-ভার অর্পণ করিয়াছেন; এবং এরূপ বিনীত ভাব প্রদর্শন করিয়াছেন, যে বোধ হয় অন্য কোনও কবি ততদূর পর্য্যন্ত করিয়াছেন কি না সন্দেহ। কিন্তু যখন তিনি কীর্ত্তিকে একবার পরিচারিণী করিয়া তুলিয়াছিলেন, তখন আর সে অভীষ্ট-দেবতার বন্দনা কিংবা বিনয়প্রার্থনা কিছুই করিতে উন্মুখ হন নাই। কুমার-সম্ভব ও মেঘদূত এই বিষয়ের উদাহরণস্থল। রঘুবংশ প্রথমপ্রণীত বলিয়াই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে। প্রণেতাদিগের প্রথম রচনাই প্রায় সমধিকযত্নগথিত ও অবধানসুরক্ষিত দেখিতে পাওয়া যায়। মেঘদূতকাব্যে কালিদাস স্বয়ং কহিয়াছেন—

"——যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ।"

বর্ত্তমান লেখকদিগের মধ্যেও ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহার যুক্তিসঙ্গত কারণও আছে। যে রচনাটী জনসমাজে রচয়িতার যশঃসুবর্ণের নিকষস্বরূপ, যাহা তাঁহার ভাবী অভ্যুদয়-মকরন্দের কুসুমকোরক স্বরূপ, এবং যাহা তাঁহার উৎসাহ-সলিলের প্রস্রবণ স্বরূপ, সেই রচনা লোকলোচনসমক্ষে নিক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে যে কীদৃশ আয়াস ও পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল, তাহা তিনি ব্যতীত আর কাহারও বোধগম্য হইবার নহে।

রঘুবংশ ঊনবিংশ সর্গে বিভক্ত। প্রথম সর্গে—রঘুকুলপ্রদীপ দিলীপ-নামা রাজর্ষির প্রজাপালন, সুদক্ষিণার পাণিগ্রহণ, ও তনয়কামনায় মহর্ষি বশিষ্ঠের তপোবনে গমন—এই বিষয়গুলি বর্ণিত হইয়াছে। রাজর্ষির মহর্ষি-তপোবনে যাত্রাকালে পথিমধ্যে যেরূপ প্রকৃতি-বর্ণন দৃষ্ট হয়, অন্য কোন কবির এতদ্বিষয়ক রচনাতে সেরূপ অবলোকিত হয় না। ভারবিকৃত কিরাতার্জ্জুনীয় কাব্যে অর্জ্জুনের ইন্দ্রনীল শৈলে যাত্রাকালে, অথবা ভট্টিকাব্যে রামচন্দ্রের বিশ্বামিত্র সহিত গমনসময়ে যেরূপ বর্ণন দেখিতে পাওয়া যায়, কালিদাসগ্রথিত দিলীপযাত্রার সহিত সেই সকল তুলনা করিলে কাদৃশ ই—ক্ষণ পরিদৃশ্যমান হইবে তাহা সহৃদয় ব্যক্তিই বুঝিতে পারিবেন। দ্বিতীয় সর্গে—রাজা ও মহিষীর সুরভিনন্দিনী নন্দিনীর সেবা, তত্প্রাবিক মায়া, এবং তুষ্ট প্রদত্ত বর, শেষে নৃপতির নিজপুরী-প্রত্যাগমন। এই সর্গে কবি প্রভু-ভক্তি এবং প্রভুপ্রাণরক্ষার্থ চেষ্টার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। তৃতীয় সর্গে—সুদক্ষিণার গর্ভ, রঘুনামা কুমারের জন্ম, তাঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞোপলক্ষে অশ্ব-রক্ষণে নির্গমন, বাসবের সহিত বিসম্বাদ, এবং শৈশবশৌর্য্যপ্রকাশ। চতুর্থে—

রঘুর সিংহাসনাধিষ্ঠান, ভারতবিজয় এবং বিশ্বজিৎযাগানুষ্ঠান। এই সর্গে কালিদাস তদানীন্তন ভূগোলজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। পঞ্চমে—বিশ্বজিৎ-সমাপনান্তে দেহমাত্রাবশিষ্ট রিক্তভাণ্ড রঘুর সন্নিধানে বরতন্তুশিষ্য কৌৎস ঋষির গুরুদক্ষিণা-প্রার্থনা ও মনোরথসিদ্ধি, রঘুকুমার অজের জন্ম এবং বিবাহার্থ ভোজরাজরক্ষিত বিদর্ভ নগরে যাত্রা। ষষ্ঠে—ইন্দুমতীস্বয়ম্বর। এই সর্গে অনেকানেক প্রাচীন রাজগণের নাম ও বংশাবলী বর্ণিত হইয়াছে। সপ্তমে—বধূবরের পুরপ্রবেশ, পরিণয়, এবং পথাবরোধী সমবেত রাজন্যগণের সহিত অজের সংগ্রাম ও বিজয়লাভ। অষ্টমে—অজের সিংহাসনারোহণ, দশরথের জন্ম, পুরোপবনে স্তবকুসুমস্পর্শে ইন্দুমতীর প্রাণত্যাগ ও রাজার বিলাপ, এবং কয়েক বৎসরান্তে স্বর্গগমন। এই সর্গে কালিদাস বিলাপসূচক অতিচমৎকার ললিত পদমালা গ্রথিত করিয়াছেন। নবম হইতে পঞ্চদশ সর্গান্ত রামায়ণকথা-বর্ণনা। মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণ নিসর্গসুন্দর কাননবৎ মনোহর, কালিদাসরচিত রামায়ণ কৃত্রিমরচনাশোভিত উপবনসদৃশ রমণীয়। বাল্মীকিরচনা স্বভাবসুন্দরী কামিনীর অনুকারিণী, কালিদাস-বাণী বিবিধ ভূষণালঙ্কৃতা বিলাসিনীর সহচারিণী। এই সকল সর্গের মধ্যে ত্রয়োদশ কালিদাসের ভাবকতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে। ষোড়শে—কুশের স্বপ্নে অযোধ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার আবির্ভাব, রাজার অযোধ্যায় পুনর্নিবেশ এবং কুমুদ্বতী পরিণয়। সপ্তদশে—অতিথির রাজ্যশাসন। অষ্টাদশে—অতিথির পুত্র অবধি সুদর্শন পর্য্যন্ত একবিংশ জন ভূপতির বংশবর্ণনা। ঊনবিংশে—অগ্নিবর্ণ রাজার সুখভোগ ও শেষে ক্ষয়রোগের আক্রমণ। এই সর্গেই রঘুবংশের সায়ংকাল।

পরিশেষে বক্তব্য, ঈদৃশ অদ্বিতীয় কবির ঈদৃশ মহাকাব্যের সমুদায় ভাবার্থ ভাষান্তরে বিবর্ত্তিত করিতে প্রবৃত্তি মাদৃশ জনের পক্ষে চাপল্য মাত্র। তথাপি পাঠক মহাশয় অনিচ্ছা করিয়াও কালিদাসীয় বলিয়া যদি একবার পাঠ করেন, তাহা হইলে কৃতার্থ হইব ইতি।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা।

বিজ্ঞাপন।

মহাকবি কালিদাসকৃত রঘুবংশের বাঙ্গালা অনুবাদ কাব্য-প্রকাশিকায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। ইহার অনুবাদের ভার শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন মহাশয়ের উপর অর্পণ করিয়াছিলাম, তিনিও যত্নের সহিত যতদূর সরল ও মূলানুসারী হওয়া অভিপ্রেত তাহা করিয়া আমাকে দিয়াছেন। এক্ষণে ইহার পাঠে পাঠকদিগের উপকার দর্শিলে আমার আয়াস ও অর্থ-ব্যয় সার্থক জ্ঞান করিব। এবং যে নিয়মে কাব্যপ্রকাশিকায় কাব্য ও নাটকাদি প্রকাশ করিতেছি, সেই নিয়মে ক্রমশঃ অন্যান্য কাব্য ও নাটক প্রকাশ করিব। এক্ষণে গ্রাহকমহাশয়দিগের উৎসাহ থাকিলেই সেই বাসনা সফল হইবার সম্ভাবনা, কিমধিকমিতি।

কলিকাতা
সন ১২৭৯ সাল
৩০শে শ্রাবণ। } শ্রীবরদাপ্রসাদ মজুমদার

রঘুবংশ।

প্রথম সর্গ

শব্দ ও অর্থে সম্যক্‌রূপ জ্ঞানলাভ করিবার উদ্দেশে, শব্দ ও অর্থের ন্যায় সুদৃঢ় সম্বন্ধ-রশ্মিতে পরস্পর আবদ্ধ জগতের মাতা পিতা-স্বরূপ ভগবতী নগেন্দ্রনন্দিনী এবং ভগবান্ ভবানীপতির চরণকমলে প্রণিপাত করিতেছি।

সুপ্রসিদ্ধ সূর্য্যবংশ অতীব বিপুল; তাহা মাদৃশ ব্যক্তির ঈদৃশ সামান্য বুদ্ধিবলে সুচারুরূপে বর্ণন করা নিতান্ত অসম্ভব; যেমন কোন অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তি ভেলার উপর আরোহণ করিয়া তরঙ্গমালাকুলিত দুস্তর জলনিধি পার হইতে অভিলাষ করে, সেইরূপ আমিও দুষ্কর সাহস-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে কামনা করিতেছি। অতি বিমূঢ়মতি হইয়াও আমি বিখ্যাতনামা কবিগণের কীর্ত্তিলাভে লোলুপ হইয়াছি; বামনে উন্নতব্যক্তি-লভ্য অত্যুচ্চশাখাবলম্বী ফল পাড়িবার লোভে হস্ত উন্নত করিলে লোকে যেরূপ উপহাস করিয়া থাকে, কবিকীর্ত্তিলাভের দুরাশাহেতু আমাকেও জনসমাজে সেইরূপ উপহাসাস্পদ হইতে হইবে, সন্দেহ নাই।

অথবা, মহর্ষি বাল্মীকি প্রভৃতি প্রধান প্রধান প্রাচীন কবিগণ সূর্য্যবংশ-প্রবেশের দ্বারস্বরূপ যে সমস্ত চিরস্মরণীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, সেই সমুদায় অবলম্বন করিয়া আমি বিশাল সূর্য্যবংশে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইব এরূপ আশা হইতেছে; কারণ, মণি যত কঠিন হউক না কেন মণিবেধক অস্ত্র দ্বারা ছিদ্র করিলে তন্মধ্যে সূত্র প্রবেশ করিতে পারে। এইরূপ আশায় প্রোৎসাহিত হইয়াই যে কেবল আমি বিপুলরঘুবংশ-বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এমত নহে, নানাগুণালঙ্কৃত রঘুবংশোদ্ভব নৃপতিগণের শ্রবণমধুর গুণপরম্পরা শ্রবণ করিয়া মনে মনে সংকল্প করিয়াছি, যে, সুললিত রচনবিন্যাসশক্তি থাকুক আর নাই থাকুক, সুবিখ্যাত রঘুবংশীয় রাজাদিগের বংশাবলী বর্ণন করিব। রঘুকুলতিলক ভূপতিগণের সমস্ত গুণ বর্ণন করা কখনই সম্ভব নহে; তাঁহারা

জন্মাবধি বিশুদ্ধাচারী এবং সমুদ্রকূলপর্য্যন্ত ধরণীর অধীশ্বর ছিলেন; যখন যে কার্য্য আরম্ভ করিতেন, তাহা শেষ না করিয়া নিবৃত্ত হইতেন না; দেবলোকেও তাঁহাদিগের রথারোহণে গতিবিধি ছিল; তাঁহারা প্রতিদিন বেদবিহিত-বিধানে অনলে আহুতি প্রদান করিতেন; যাচকেরা যে যাহা চাহিত তাহাকে তাহাই দিয়া সন্তুষ্ট করিতেন; যে ব্যক্তি যেরূপ দোষ করিত, তাহার তদনুরূপ দণ্ডবিধান করিতেন; শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট-সময়ে শয্যাত্যাগ করিতেন; বিতরণ করিবার জন্য অর্থসঞ্চয় করিতেন; মিথ্যাকথনভয়ে পরিমিতভাষী ছিলেন; যশোলাভের আশায় দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইতেন; সন্তানকামনায় দারপরিগ্রহ করিতেন। তাঁহারা শৈশবসময়ে বিদ্যাভ্যাস, যৌবনে বিষয়সুখ ভোগ এবং বৃদ্ধকালে তাপসবৃত্তি অবলম্বন করিতেন; এবং অন্তিম সময়ে জগদীশ্বরের আরাধনায় মনোনিবেশ পূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিতেন।

এক্ষণে সাধুজনগণ-সমীপে নিবেদন এই, তাঁহারা বিবিধ গুণগ্রথিত মদীয় রঘুবংশাবলী অনুগ্রহ-প্রদর্শন-পূর্ব্বক শ্রবণ করুন, এবং ইহার গুণাগুণ বিবেচনা করুন; কারণ, সুবর্ণ বিশুদ্ধ কি বিমিশ্র জানিতে হইলেই অনলেই পরীক্ষা করিতে হয়।

মনু নামে বুধজন মাননীয় সূর্য্যতনয় এক মহীপতি মেদিনীতলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। "ওঁ" শব্দ যেরূপ সমস্ত বেদের প্রথম বর্ণ, তিনিও সেইরূপ সমুদয় ভূপতিকুলের আদিপুরুষ। ক্ষীরোদধি হইতে শশাঙ্ক যেরূপ সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন, সেইরূপ অতিবিশুদ্ধ মনুবংশে দিলিপ নামে বিশুদ্ধস্বভাব এক রাজর্ষি জন্মপরিগ্রহ করেন। তাঁহার বক্ষঃস্থল অতি বিশাল, স্কন্ধদেশ বৃষস্কন্ধের ন্যায় বিপুল, আকৃতি শালতরুর ন্যায় উন্নত, এবং বাহু-যুগল আজানুলম্বিত। তাঁহার এইরূপ বীরকার্য্যোপযোগী অবয়ব অবলোকন করিয়া বোধ হইত যেন ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া রাজকুলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। দিলীপ অসামান্যপরাক্রমশালী এবং অলৌকিকতেজোপ্রভাবসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার সর্ব্বোন্নত সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন আকৃতি সুমেরুশৈলের ন্যায় যেন সমস্ত ভূমণ্ডলকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল। মহীয়সীধীশক্তি-প্রভাবে তিনি সমস্ত শাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমুদায় কার্য্যই শাস্ত্রানুযায়ী ছিল। কোন কার্য্য আরম্ভ করিলে তিনি কখন নিষ্ফল হইতেন না, বরং আশাতীত ফললাভ করিতেন। তিনি এত গম্ভীরস্বভাব ছিলেন, যে অনুচর বর্গ তাঁহাকে নক্রচক্রভীষণ সাগরের ন্যায় জ্ঞান করিয়া কোনরূপ অবমাননা বা অবজ্ঞা করিতে সাহসী হইত না, অথচ তাঁহার এরূপ মনোজ্ঞ গুণরাশি ছিল যে, সকল প্রজাই রত্নচয়পরিপূরিত রত্নাকরের ন্যায় অকুতো-

ভয়ে তাঁহার নিকট যাতায়াত করিত। তাঁহার শাসন-প্রভাবে রাজ্যমধ্যে কেহ কখন অসৎপথে পদার্পণ করিতে সাহসী হইত না, সকলেই মনুপ্রদর্শিত সদাচারপদ্ধতির অনুবর্ত্তী হইয়া চলিত, সুদক্ষ নিয়ন্তা কর্ত্তৃক পরিচালিত রথচক্রের ন্যায় অণুমাত্রও চিরাভ্যস্ত পদ্ধতির অতিক্রম করিত না। তিনি প্রজাদিগের হিতসাধন করিবার মানসেই করগ্রহণ করিতেন ; মহাত্মাদিগের এইরূপই স্বভাব দেখিতে পাওয়া যায়,—সহস্ররশ্মি দিবাকর ধরাতল হইতে যে পরিমাণে বারি আকর্ষণ করেন, তাহার সহস্রগুণ বর্ষণ করিয়া থাকেন। মহারাজ দিলীপের অক্ষৌহিণী সেনা ছত্রচামরাদির ন্যায় ভূষণমাত্র ছিল, কার্য্যসাধনবিষয়ে তাহার প্রয়োজন হইত না, শাস্ত্রালোচন-মার্জ্জিত সর্ব্বত্র অপ্রতিহত ধীশক্তি এবং মৌর্ব্বীগুণ-সংযত সারবান্ শরাসনেই তাঁহার সমুদায় কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহ হইত।

ভূপতি সচিবগণের সহিত নির্জ্জনে বসিয়া নিজরাজ্য বা পররাজ্য বিষয়ক মন্ত্রণা করিতেন। মুখের আকার অথবা ইঙ্গিত দেখিয়া কেহ তাঁহার মনোগত ভাব উন্নয়ন করিতে পারিত না। তিনি যখন যে কার্য্য আরম্ভ করিতেন প্রজারা অগ্রে তাহা কিছুই জানিতে পারিত না, অবশেষে যেরূপ পরজন্মের ফলভোগ দেখিয়া পূর্ব্বজন্মের সুকৃত বা দুষ্কৃত অনুমান করিয়া লওয়া যায়, সেইরূপ কার্য্য-ফল অবলোকন করিয়া তাহারা তাঁহার কার্য্যকলাপ যে কি নিমিত্ত আরব্ধ হইত তাহা বুঝিতে পারিত। তাঁহার ভয়ের কোন কারণ ছিল না, তথাপি আত্মাকে সতত রক্ষা করিতেন; সুস্থ বা অসুস্থ সকলপ্রকার অবস্থাতেই ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়া চলিতেন ; প্রজাগণের নিকট করগ্রহণ করিতেন, কিন্তু অর্থলাভে তাহাদিগকে উৎপীড়ন করিতেন না ; এবং দুর্জ্জয় রিপুবর্গ কর্ত্তৃক বশীভূত না হইয়া বিষয়সুখ অনুভব করিতেন। সমস্ত পরকীয় রহস্য অবগত ছিলেন, কিন্তু কখন ভ্রমেও প্রকাশ করিতেন না ; অপরাধীর সমুচিত দণ্ডবিধান করিবার ক্ষমতা থাকিতেও ক্ষমাপ্রদর্শন করিতেন ; নিরন্তর বিতরণ করিয়াও কখন আত্মশ্লাঘা করিতেন না ; ইহাতে বোধ হয় মহারাজ দিলীপের পরস্পরবিরোধী গুণসকল স্বাভাবিক বৈরভাব পরিত্যাগ করিয়া সহোদরগণের ন্যায় পরস্পর কুশলে বাস করিত।

নরপতি বিষয়সুখের অবশীভূত, সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী এবং ধার্ম্মিকদিগের অগ্রগণ্য ছিলেন। তিনি বাস্তবিক বার্দ্ধক্যদশায় উপস্থিত না হইয়াও বৃদ্ধজনসুলভ নানাগুণে ভূষিত ছিলেন। প্রজাগণের জনকেরা তাহাদের জন্মদাতা ছিল মাত্র, পরন্তু দিলীপই তাহাদিগের প্রকৃত পিতৃকার্য্য করিতেন ; তিনি পিতার ন্যায় তাহাদিগের ভরণপোষণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং নীতি-

শিক্ষা প্রদান করিতেন। লোকস্থিতিরক্ষার্থ অপরাধীদিগের সমুচিত দণ্ডবিধান করিতেন; সন্তান না হইলে বংশরক্ষা হইবে না এই ভাবিয়াই পরিণয় করিয়াছিলেন; এইরূপ সুবিবেচক ভূপতির কাম ও অর্থ উভয় বর্গও ধর্ম্মেরই পোষকতা করিত। ধর্মনিষ্ঠ মহীপতি ধরাতলের করগ্রহণপূর্ব্বক যাগযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া দেবরাজের প্রীতি উৎপাদন করিতেন, দেবরাজও ধারাবর্ষণ করিয়া মেদিনীর শস্যসম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়া দিতেন; এইরূপ আদান প্রদান করিয়া নররাজ ও সুররাজ পরমসুখে ভূলোক ও দেবলোক রক্ষা করিতেন।

তদানীন্তন সময়ে দিলীপের সমান যশস্বী, তেজস্বী ও প্রজাপালক আর কেহই ছিলেন না; কেহ তাঁহার ত্রিভুবনব্যাপী কীর্ত্তির অনুকরণ করিবেন এরূপ মনেও করিতে পারিতেন না। তাঁহার অধিকার-কালে চৌর্য্য বা তস্করবৃত্তি কেবল কথামাত্র ছিল, নতুবা কাহারও কখন অণুমাত্রও দ্রব্য অপহৃত হইত না। পীড়িত হইলে যেরূপ মহোপকারক ঔষধ কটু বা বিস্বাদ হইলেও সেবন করিতে হয়, নরপতি সেইরূপ শিষ্টব্যক্তি শত্রুতাচরণ করিলেও তাঁহাকে সমাদর করিতেন, কিন্তু দুষ্ট ব্যক্তি যদি তাঁহার অতিপ্রিয়পাত্রও হইত তথাপি তাহাকে আশীবিষক্ষত অঙ্গুলির ন্যায় পরিত্যাগ করিতেন। দিলীপের অসাধারণ পরোপকারিতাগুণ অবলোকন করিয়া স্পষ্টই বোধ হয় বিধাতা সেই সর্ব্বগুণসম্পন্ন প্রজাগণের হিতার্থী মহীপালক কোন মহাভূতের উপকরণ সামগ্রী-সমষ্টি দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। রাজা দিলীপ নিজদোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে সাগরতীর-রূপ-প্রাচীর-পরিরক্ষিত জলধি-রূপ-পরিখা-পরিবেষ্টিত সমস্ত ভূমণ্ডলের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইয়া একটী নগরীর ন্যায় অনায়াসে ধরা শাসন করিয়াছিলেন।

মগধকুলোদ্ভবা দয়াদাক্ষিণ্যাদিগুণ-সম্পন্না যজ্ঞের মূর্ত্তিমতী দক্ষিণার ন্যায় সুদক্ষিণা মহীপাল দিলীপের সর্ব্বপ্রধান মহিষী ছিলেন। অন্যান্য অনেক মহিলা থাকিতেও মহিপতি মনস্বিনী সুদক্ষিণা এবং রাজলক্ষ্মীতে প্রধান বোধে সবিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করিতেন।

মহীপতি সর্ব্বাংশে আপনার অনুরূপ সুদক্ষিণার গর্ভে বংশধর আত্মজ জন্মিবে আশা করিয়া সমুৎসুকান্তঃকরণে বহুকাল অতিবাহিত করিলেন; কিন্তু তাঁহার মনোরথ সফল হইয়া উঠিল না। অবশেষে মনোরথসিদ্ধির অধিকতর বিলম্ব দেখিয়া কি উপায় অবলম্বন করিলে পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিতে পাইবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। অনেক ভাবিয়া পরিশেষে কুলগুরু বশিষ্ঠের আশ্রমে যাওয়াই স্থির করিলেন।

অনন্তর সন্তানকামনায় নিবিষ্টচেতা মহীপতি আপনার প্রবল ভুজযুগল

হইতে গুরুতর রাজ্যভার অবতারণ করিয়া উপযুক্ত অমাত্যহস্তে সমর্পণ করিলেন, এবং মহিষী সুদক্ষিণা সমভিব্যাহারে শুদ্ধাচারে প্রজাপতির অর্চ্চনা করিয়া কুলগুরু বশিষ্ট ঋষির আশ্রমে যাইবার জন্য বহির্গত হইলেন; রাজা ও রাজ্ঞী একখানি শ্রবণ-মধুর-গভীর-নির্ঘোষশালী রথে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন; তাঁহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন ঐরাবত সৌদামিনী সহ এক খণ্ড বর্ষাকালীন পয়োধরে আরোহণ করিয়াছেন। অধিক সৈন্য সামন্ত সঙ্গে লইলে আশ্রমপীড়া জন্মিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা এই নিমিত্ত অতি অল্প সংখ্যক পরিচরবর্গ মহারাজের সমভিব্যাহারে চলিল; কিন্তু মহীপতির এরূপ তেজঃপুঞ্জ ছিল, যে, যেন কত শত সেনা তাঁহার সঙ্গে যাইতেছে এরূপ বোধ হইতে লাগিল।

পথে যাইতে যাইতে শালতরু-নির্য্যাস-গন্ধবাহী গন্ধবহ নানাবিধ-পুষ্পরেণু বহন এবং বনরাজী মন্দমন্দ কম্পিত করিয়া তাঁহাদিগের গাত্রে আসিয়া লাগিতে লাগিল, তাহার স্পর্শে ভূপতি অতি অনির্ব্বচনীয় সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। কোন স্থানে গভীর রথচক্রনির্ঘোষ শুনিয়া মেঘগর্জ্জন-সম্ভাবনায় ময়ূরগণ ঊর্দ্ধমুখে দ্বিবিধ ষড়্‌জতানে মনোহর কেকারব করিতেছে শুনিতে পাইলেন; কোথাও বা বিশ্বাসবশতঃ রথমার্গের অনতিদূরে দণ্ডায়মান হইয়া অদৃষ্টপূর্ব্ব-রথ-দর্শনে বিস্ময়ান্বিত হরিণ-হরিণী-গণের অনিমিষ নয়ন নিরীক্ষণ করিয়া রাজা ও রাজ্ঞী পরস্পরের লোচনসাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন; কোন স্থলে সারসগণ আধারস্তম্ভে অনবলম্বিত তোরণপুষ্পমালার ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গগনমার্গে উড্ডীন হইতে হইতে মধুরাস্ফুট রব করিতেছে শুনিতে পাইলেন, এবং দেখিবার নিমিত্ত ঊর্দ্ধদিকে নয়ন নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অনুকূলপবনস্পর্শে নরপতি নিজমনোরথসিদ্ধির আশা করিতে লাগিলেন; এবং তুরগখুরোত্থিত রেণুরাশি সুদক্ষিণার অলকে এবং তাঁহার উষ্ণীষে আসিয়া না লাগাতে উভয়ে সুখে গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে পথপ্রান্তে মনোহর সরোবরে বিলুলিতহিল্লোলস্পর্শে সুশীতল আপনাদিগের নিশ্বাসপবনের অনুরূপ অরবিন্দ দলের মকরন্দসৌরভ আঘ্রাণ করিয়া পরম প্রীত হইতে লাগিলেন; কোন কোন স্বপ্রদত্ত গ্রামে যাগযজ্ঞসূচক যূপ-কাষ্ঠ সকল নিখাত দেখিতে পাইলেন, এবং তথাকার যজ্ঞনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে অর্ঘ্যগ্রহণপূর্ব্বক অমোঘ আশীর্ব্বচন প্রতিগ্রহণ করিলেন; কোথাও বা সদ্যপ্রস্তুত ঘৃতগ্রহণ করিয়া উপস্থিত ঘোষবৃদ্ধদিগকে পথপ্রান্ত-বর্ত্তী অরণ্যজাত তরুগণের নামধেয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। গমনসময়ে সমুজ্জ্বলবেশধারী রাজা ও রাজ্ঞীর এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় শোভা প্রকাশ

পাইতে লাগিল, দেখিয়া বোধ হইল যেন শিশিরাপগমে ভগবান্ চন্দ্রমা চিত্রানক্ষত্রের সহিত সঙ্গত হইয়াছেন।

প্রিয়দর্শন বিচক্ষণ মহীপতি প্রিয়দয়িতা সুদক্ষিণাকে এইরূপ অপূর্ব্ব বন-শোভা ও অদ্ভুত বস্তুসকল দেখাইতে দেখাইতে কতদূর পথ অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন তাহা জানিতে পারিলেন না। অবশেষে অনন্য সাধারণকীর্ত্তিসম্পন্ন শ্রান্তবাহন নরপতি মহিষীসমভিব্যাহারে সায়ংকালে তপোনিরত মহর্ষি বশিষ্ঠ ঋষির আশ্রমে গিয়া উত্তীর্ণ হইলেন; তথায় দেখিলেন, তাপসগণ বনান্তর হইতে সমিৎ কুশ ফলমূলাদি আহরণ করিয়া আশ্রমে প্রত্যাগমন করিতেছেন, এবং নয়নপথের অগোচর বৈতানিক বহ্নি তাঁহাদিগকে সম্মান পুরঃসর প্রত্যুদ্গমন করিয়া লইতেছেন; ঋষিপত্নীদিগের তনয়তুল্য মৃগকুল নীবারধান্যমুষ্টি পাইবার আশায় কুটীরের দ্বারদেশ রুদ্ধ করিয়া শয়ান রহিয়াছে; তাপসকন্যারা আলবালে জলসেচন করিয়া সত্বর কিয়দ্দূরে গমন করিলে, তরুশাখানিবাসী বিহঙ্গমেরা বৃক্ষ হইতে নামিয়া বিশ্বস্তমনে আলবালগত সলিল পান করিতেছে; হরিণগণ আশ্রমকুটীরের অঙ্গনভূমিতে আতপতাপের অপগমহেতু একত্র রাশীকৃত নীবারস্তূপের সমীপে শয়ন করিয়া রোমন্থ করিতেছে; সায়ন্তন হোমাগ্নি হইতে সমুত্থিত আহুতিহবির্গন্ধবাহী ধূমপটলে আশ্রমাভিমুখে আগমনোন্মুখ অতিথিগণের সর্ব্বশরীর ও অন্তরাত্মা পবিত্রীকৃত হইতেছে।

অনন্তর নৃপবর সারথির প্রতি পরিশ্রান্ত বাজিদিগকে বিশ্রাম করাইবার আদেশ দিয়া প্রিয়তমা সুদক্ষিণাকে রথ হইতে নামাইলেন এবং আপনিও অবতীর্ণ হইলেন। সদাচারকুশল জিতেন্দ্রিয় ঋষিগণ ধর্ম্মপত্নী সহ সমাগত সভাজনোচিত নয়শালী নরপতিকে সমুচিত সভাজন করিলেন। মহর্ষি সায়ন্তন হোমাদি সমাপন করিয়া স্বাহা-সমেত হব্যবাহের ন্যায় অরুন্ধতী-সহিত বসিয়া আছেন, এমন সময়ে রাজা ও রাজ্ঞী আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং পাদবন্দনাদি করিলেন; কুলগুরু বশিষ্ঠ এবং গুরুপত্নী অরুন্ধতীও উভয়কে প্রীতিপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া আনন্দিত করিলেন, এবং যথোচিত অতিথিসৎকার সম্পাদন করাইলেন।

অনন্তর রথসংক্ষোভ-জনিত পরিশ্রম ক্ষণকাল-মধ্যে অপনীত হইলে, ভগবান্ মহর্ষি রাজর্ষিকে রাজ্যের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। অথর্ব্ববেদ-প্রণেতা মুনিবরের এইরূপ কুশলপ্রশ্ন শ্রবণ করিয়া, অরিপুরীনিসূদন বাগ্মী-দিগের অগ্রগণ্য মহীপতি এইরূপে সারবৎ বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন!

ভগবন্! আপনি কি দৈবী কি মানুষি সকলপ্রকার আপদেই যাহার রক্ষা-

কর্ত্তা, তাহার সপ্তাঙ্গবিশিষ্ট রাজ্যে কুশল থাকিবে তাহার আর সংশয় কি ? মন্ত্রসৃষ্টিকর্ত্তা মহাশয়ের মন্ত্রবলে আমার বিপক্ষগণ পরোক্ষেই পরাহত হইতেছে, সুতরাং আমার দৃষ্টলক্ষভেদী শর-নিকর যেন নিরাকৃত হইয়া রহিয়াছে। হে হোতৃবর! আপনি হোম-সময়ে বেদোক্তবিধানে যে হবিঃ অনলে প্রক্ষেপ করেন, সেই হবিঃপ্রভাবেই আমার রাজ্যে সুবৃষ্টি হইতেছে, শস্যশোষী অনাবৃষ্টির নামমাত্রও নাই। হে ব্রহ্মন্! আমার প্রজারা যে শতবর্ষজীবী হইয়া সদা নিঃশঙ্কে কালযাপন করিতেছে, এবং রাজ্যের কোন স্থানেও অতি-বৃষ্টি-অনাবৃষ্টি-প্রভৃতি কোনরূপ উপদ্রব নাই, ভবদীয় ব্রহ্মতেজোমহিমাই তাহার কারণ। পদ্মযোনিপ্রসূত কুলগুরু ভগবান্ সর্ব্বদা যাহার মঙ্গলচিন্তা করিতেছেন, তাহার যে কোনরূপ আপদ্ ঘটিবে না, এবং সমস্ত সম্পত্তি অব্যাহত হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি ?

কিন্তু মহাশয়ের এই পুত্রবধূগর্ভজাত অনুরূপ পুত্ররত্ন নিরীক্ষণ না করাতে রত্নগর্ভা সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরাও আমার পক্ষে অপ্রীতিকর বোধ হইতেছে। স্বর্গীয় পূর্ব্বপুরুষেরা আমার জীবনান্তে পিণ্ড প্রদান করে এরূপ কেহই নাই দেখিয়া শ্রাদ্ধসময়ে মৎপ্রদত্ত স্বধা সম্পূর্ণরূপ বেভাজন করিতেছেন না, ভবিষ্যতের নিমিত্ত কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখিতেছেন। স্বর্গত পিতৃলোকেরা আমার পরলোক হইলে সলিলাঞ্জলি পাওয়া নিতান্ত দুর্লভ হইবে মনে করিয়া তর্পণ-সময়ে মৎপ্রদত্ত নিবাপাঞ্জলি দীর্ঘনিশ্বাসে ঈষদুষ্ণ করিয়া পান করিতেছেন তাহার সন্দেহ নাই। ভগবন্! আমি যাগাদি-সম্পাদন দ্বারা পূতাত্মা হইয়াও. সন্তানাভাবে নিতান্ত বিষণ্ণ হইতেছি। ভূমণ্ডলবলয়ভূত লোকালোক পর্ব্বত যেমন অভ্যন্তরে রবিকিরণ-সম্পর্কে আলোকময় হয় এবং বাহ্যভাগে ঘোরান্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে, সেই রূপ আমিও দেবঋণ হইতে মুক্ত হইয়া এক্ষণে পিতৃঋণ-দায়ে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত উভয়ই হইয়া রহিয়াছি। দান বা তপস্যা করিলে যে পুণ্যসঞ্চয় হয় তাহা হইতে পরকালেই সুখ সচ্ছন্দ হইয়া থাকে, কিন্তু বিশুদ্ধবংশজাত সন্তান ইহকালে ও পরকালে উভয়ত্রই সুখা-বহ হয়। হে বিধাত! স্নেহবশতঃ স্বহস্তপরিবর্দ্ধিত বৃক্ষ বন্ধ্যা হইলে যেরূপ দুঃখানুভব হয়, আমাকে অপত্যসুখে বঞ্চিত দেখিয়া আপনারও কেন সেইরূপ দুঃখ হইতেছে না ? ভগবন্! বহুদিন অবগাহনবিহীন গজের পক্ষে বন্ধনস্তম্ভ যেমন ক্লেশপ্রদ হয়, আমারও সেইরূপ এই চরমঋণ-দুঃখ নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। হে গুরো! আমি যাহাতে এই দুঃখের হস্ত হইতে মুক্ত হই, আপনাকে সেইরূপ প্রতিবিধান করিতে হইবে ; কারণ, ইক্ষ্বাকু-বংশীয়দিগের দুর্লভ-অভীষ্ট—সিদ্ধি আপনারই ক্ষমতাধীন।

মহারাজ দিলীপ এইরূপে নিবেদন করিলে, ত্রিকালদর্শী মহর্ষি প্রশান্ত মীনসংক্ষোভ নিস্তব্ধ হ্রদের ন্যায় ক্ষণকাল স্তিমিতভাবে নিমীলিতলোচনে ধ্যানস্থ রহিলেন। পরে শুদ্ধান্তঃকরণ ঋষি সমাধিবলে মহীপালের সন্তান-প্রতিবন্ধের কারণ অবগত হইলেন, এবং রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ!——ইতিপূর্ব্বে কোন সময় তুমি দেবরাজের উপাসনা করিয়া মর্ত্ত্যলোকে প্রত্যাগমন করিতেছিলে, তৎকালে পথিমধ্যে কামধেনু সুরভি কল্পতরুচ্ছায়ায় শয়ন করিয়াছিলে; তুমি ঋতুস্নাতা মহিষীর ধর্ম্মলোপ-ভয়ে উদ্বিগ্নমনা হওয়াতে সর্ব্বলোকপূজনীয়া সুরভিকে প্রদক্ষিণাদি ক্রিয়া দ্বারা সমুচিত সৎকার করিয়া আইস নাই। তাহাতে সুরভি তোমাকে এই শাপ দিয়াছিলেন,—"যে হেতু আমাকে অবজ্ঞা করিলে, এই হেতু আমার গর্ভজাত সন্ততির আরাধনা ব্যতিরেকে তোমার সন্ততিলাভ হইবে না"। যখন তিনি তোমাকে এই শাপ দিলেন, তখন উদ্দাম দিগ্‌গজগণ আকাশবাহিনী মন্দাকিনীর প্রবাহে নিমগ্ন হইয়া চিৎকারশব্দ করিতেছিল, এজন্য সুরভির ঐ অভিসম্পাত তোমার বা তোমার সারথির শ্রুতিগোচর হয় নাই। অতএব সুরভির প্রতি ঈদৃশ অবজ্ঞাপ্রদর্শন করাতেই তোমার অভীষ্টসিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মিয়াছে, ইহা তুমি নিশ্চয় জানিও; কারণ যে ব্যক্তি পূজনীয় লোকের সমুচিত সম্মান না করে, তাহার কখন মঙ্গল হয় না। এক্ষণে বরুণ পাতালভূমিতে বহুকালসাধ্য এক যাগ আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহার যজ্ঞের প্রয়োজনীয়-হবির্দানার্থ সুরভিও সেখানে আছেন; তথায় যাইবার কাহারও ক্ষমতা নাই, ভীষণমূর্ত্তি ভুজঙ্গগণ পাতালের প্রবেশদ্বার সর্ব্বদা অবরুদ্ধ করিয়া আছে। সুরভির শরীরজাতা কন্যা নন্দিনী আমার আশ্রমেই আছেন; তুমি ধর্ম্মপত্নীসমভিব্যাহারে শুদ্ধাচারে সুরভির প্রতিনিধি-স্বরূপ তাঁহারই আরাধনায় তৎপর হও। তিনি প্রসন্ন হইলে সকল প্রকার অভীষ্টই সিদ্ধ করিতে পারেন।

হোতৃপ্রবর মুনিবর এই কথা বলিতে বলিতেই, আহুতিসাধন অনিন্দনীয়া নন্দিনী বন হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর নবকিসলয়-সদৃশ চিক্কণ পাটলবর্ণ; কেবল ললাটতটে সন্ধ্যাকালীন নবোদিত শশিকলার ন্যায় ঈষৎ বক্র একটী শ্বেতরোমের রেখা বিরাজমান ছিল। বৎসদর্শন হেতু কুণ্ড-প্রমাণ-পয়োধরভার হইতে অনবরত বিগলিত যজ্ঞস্নানাপেক্ষাও অধিকতর পাবন ঈষদুষ্ণ পয়ঃপ্রস্রবণে মেদিনী পরিসিক্ত হইতেছিল। তাঁহার খুরোত্থিত ধূলিপটল সমীপস্থ মহীপতি দিলীপের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্পর্শ করিয়া তীর্থস্নানজনিত পবিত্রতা সম্পাদন করিল।

পুণ্যদর্শনা নন্দিনীকে সমুপস্থিত দেখিয়া শুভাশুভলক্ষণজ্ঞ মহর্ষি প্রিয়-শিষ্য দিলীপকে পুনর্ব্বার সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! তোমার মনোরথসিদ্ধির বিলক্ষণ সম্ভাবনা দেখিতেছি; অচিরকালমধ্যেই তোমার সমস্ত মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে ইহা স্থির বলিয়া বিবেচনা কর, কারণ, দেখ, নাম করিতে করিতেই সকলকল্যাণনিধান নন্দিনী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তুমি বন্যফলমূলাহারী হইয়া অনবরত নন্দিনীর অনুবৃত্তি করিতে থাক, এবং অভ্যাসগুণে বিদ্যা যেরূপ আরাধিত হয়, সেইরূপ আরাধনা করিয়া ইহাঁকে প্রসন্ন করিতে যত্নশীল হও। নন্দিনী গমন করিলে গমন করিবে, দাঁড়াইলে দাঁড়াইবে, বসিলে বসিবে, এবং জলপান করিলে জলপান করিবে। আর, বধূ সুদক্ষিণাও প্রত্যহ প্রাতঃকালে ভক্তিভাবে নন্দিনীর অর্চ্চনা করিবেন, এবং তপোবনের প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত ইঁহার অনুগমন করিবেন; সায়াংকালেও গিয়া ইহাঁর প্রত্যুদ্গমন করিবেন। এইরূপে যত দিন নন্দিনী প্রসন্ন না হন, তত দিন ইহাঁর পরিচর্য্যায় তৎপর হও। তোমার কোন বিঘ্ন না হউক; এবং তোমাকে পাইয়া তোমার পিতা যদ্রূপ সৎপুত্রবানদিগের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন, তুমিও অচিরাৎ সৎপুত্রলাভ করিয়া সেইরূপ হইবে।

দেশকালজ্ঞ প্রিয়শিষ্য মহীপতি মহিষীসমেত বিনীতবচনে হৃষ্টান্তঃকরণে কুলগুরু বশিষ্টের আদেশ "যে আজ্ঞা" বলিয়া স্বীকার করিলেন। অনন্তর সত্যবাদী বিচক্ষণ স্বয়ম্ভুতনয় মহর্ষি রাজশ্রীভূষিত নরপতিকে রাত্রিকালে নিদ্রা যাইতে আদেশ করিলেন। তপোবনে রাজোপযোগী সুখসেব্য সামগ্রী প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা থাকিতেও, ব্রতানুষ্ঠানকুশল মহর্ষি নিয়মপালনার্থ আশ্রমসুলভ কুশাসনেই তাঁহাদিগের শয়নক্রিয়া সম্পাদন করিয়া দিলেন। মহীপতিও বিশুদ্ধাচারিণী ধর্ম্মপত্নী সহিত কুলগুরু-নির্দ্দিষ্ট পর্ণশালায় অবস্থিতি করিয়া কুশশয্যায় শয়নপূর্ব্বক যামিনী অতিবাহিত করিলেন, এবং নিশান্তে শিষ্যগণের বেদাধ্যয়ন শ্রবণ করিয়া রজনী অবসান হইয়াছে জানিতে পারিলেন।

"বশিষ্ঠাশ্রমগমন" নামক প্রথম সর্গ।

দ্বিতীয় সর্গ।

রজনী প্রভাত হইলে, রাজমহিষী সুদক্ষিণা গন্ধমাল্য দ্বারা নন্দিনীর পূজা করিলেন; পরে স্তন্যপানান্তে বৎসকে বদ্ধকরিয়া রাখিলে, যশোভিলাষী নরপতি বশিষ্ঠধেনুকে বনগমনার্থ ছাড়িয়া দিলেন। পতিব্রতাকুলের অগ্রগণ্যা নরেন্দ্রপত্নী নন্দিনীর খুরস্পর্শে পবিত্রীকৃত-ধূলি সঙ্কুল পথ অবলম্বন করিয়া শ্রুতির অনুগামিনী স্মৃতির ন্যায় তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। দয়ালুস্বভাব যশোভূষিত ক্ষিতিপতি দয়িতা সুদক্ষিণাকে ফিরিয়া যাইতে বলিয়া, সাগরচতুষ্টয়-পয়োধরবতী গোরূপধারিণী মেদিনীর ন্যায় সুরভিনন্দিনী নন্দিনীকে রক্ষাকরিতে লাগিলেন। ব্রতপালনার্থ ধেনুর অনুগামী ভূস্বামী অবশিষ্ট সমুদায় অনুচরবর্গকেও সঙ্গে আসিতে নিষেধ করিলেন; তাঁহার আত্মরক্ষার নিমিত্ত অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল না; কারণ, মনুকুল প্রসূত ভূপতিগণ আপনাদিগের শৌর্য্যবলেই আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ ছিলেন।

সম্রাট্ দিলীপ সুস্বাদ তৃণ দান করিয়া, কণ্ডূয়ন করিয়া, দংশমশকাদি নিবারণ করিয়া, এবং যথেচ্ছাগমনে ব্যাঘাত না দিয়া, নন্দিনীর আরাধনায় তৎপর হইলেন। নন্দিনী দাঁড়াইলে দাড়ান, চলিলে চলেন, বসিলে বসেন, এবং জলপান করিলে জলপান করেন; এইরূপে ছায়ারন্যায় তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন।

ছত্রচামরাদি রাজচিহ্ন না থাকিলেও নরেন্দ্র অনির্ব্বচনীয় তেজঃপ্রভাবে স্পষ্টই প্রতীয়মান রাজশ্রী ধারণ করিয়া, অন্তর্জ্জনিত-মদাবস্থ অথচ কপোলদেশে অপ্রকাশিতমদধারাযুক্ত করীন্দ্রের শোভা ধারণ করিলেন। লতাতন্তুতে কেশপাশ আবদ্ধ করিয়া এবং হস্তে সশর শরাসন ধারণপূর্ব্বক মহীপতি গহন কাননে বিচরণ করিতে লাগিলেন; দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন মহর্ষির হোমধেনু নন্দিনীর রক্ষাচ্ছলে অরণ্যবাসী শ্বাপদদিগকে বিনয়শিক্ষা দিতেই প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পার্শ্ববর্ত্তী তরুগণ উন্মদ বিহঙ্গমদিগের কলরব দ্বারা অনুচরবর্গবিহীন বরুণপ্রতিম ক্ষিতিপতির জয়ধ্বনিই যেন করিতেছে, এরূপ বোধ হইল। নবীন বনলতাসকল বায়ুভরে আন্দোলিত হইয়া, পুরকন্যারা আচারার্থে যেরূপ লাজবিসর্জন করে, সেইরূপ অনলপ্রভাব সমীপচারী অর্চ্চনীয় ভূপতির উপর কুসুমাঞ্জলি বিকীর্ণ করিতে লাগিল।

মহীপালের স্কন্ধদেশে বৃহৎ ধনুক লম্বমান থাকিলেও হরিণীগণ নিঃশঙ্কচিত্তে

তদীয় দয়ার্দ্রভাব-সূচক আকৃতি সতৃষ্ণদৃষ্টিতে অবলোকন করিয়া আপনা দিগের আকর্ণ বিস্তীর্ণ লোচন সফল মনে করিতে লাগিল। কীচকবংশের রন্ধ্রমধ্যে বায়ুপ্রবিষ্ট হওয়াতে বংশীধ্বনির ন্যায় উচ্চরিত হইতেছিল; সেই স্বরানুসারে লতাগৃহের অভ্যন্তরে বনদেবতারা তারস্বরে তদীয় যশোগান করিতেছিলেন, মহারাজ তাহা শুনিতে পাইলেন। নিয়ম-পালনার্থ ছত্রবিহীন সুতরাং আতপতাপে পরিক্লান্ত ব্রতাচরণপবিত্র মহীপতি গিরি-নির্ঝর-নিপতিত জলকণার সংস্পর্শে সুশীতল এবং ঈষৎকম্পিত তরুগণের কুসুম-গন্ধবাহী গন্ধবহ সেবন করিতে লাগিলেন। জীবের রক্ষাকর্ত্তা ভূপতি কাননে প্রবেশ করিলে, দাবানল বারিবর্ষণ ব্যতিরেকেও প্রশান্ত হইতে লাগিল; বন্যতরুলতাদির ফল ও কুসুমের পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এবং প্রবলবলশালী শ্বাপদ দুর্ব্বল প্রাণিগণের হিংসা বিসর্জন করিতে লাগিল।

বশিষ্ঠধেনু এইরূপে নানা দিগ্দেশ পাদ-সঞ্চারে পবিত্র করিয়া বিচরণ করিতেছেন, এমন সময়ে পল্লবসদৃশ রক্তবর্ণ দিনকর-প্রভা অস্তাচল নিলয়ে গমন করিতে উপক্রম করিল। পাটলবর্ণ দেহকান্তি নন্দিনীও দিনাবসান অবলোকন করিয়া আশ্রমাভিমুখে প্রত্যাগমন করিতে আরম্ভ করিলেন। মধ্যমলোক-পাল যাগক্রিয়া, শ্রাদ্ধ, ও দানাদির নিদানভূত সুরভিনন্দিনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিতে লাগিলেন। মাননীয় নরপতিকে মুনিধেনুর অনুগমন করিতে দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হইতে লাগিল, যেমন মূর্ত্তিমতী শ্রদ্ধা অনুষ্ঠান বিধির সহিত একত্র মিলিত হইয়াছে। মহীপতি আসিতে আসিতে দেখিতে পাইলেন,—বরাহকুল পল্বল হইতে উঠিতেছে; ময়ূরগণ নিজনিজ আবাস বৃক্ষের অভিমুখে গমন করিতেছে; মৃগকদম্বক নবতৃণময় শাদ্বলে শয়ন করিতেছে, এবং বনস্থলী অল্প অল্প অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া ক্রমশঃ নীলবর্ণ হইয়া আসিতেছে। সকৃৎপ্রসবিনী নন্দিনী দুর্ব্বহপয়োধরভারে মন্থর-ভাবে আসিতেছিলেন, নরপতিও গুরুতরকলেবরভারে মন্দগতি হইয়া-ছিলেন; সুতরাং প্রত্যাগমনকালে নন্দিনী ও নরপতির সুচারুগমনে তপো-বনমার্গ অলঙ্কৃত হইয়াছিল।

এদিকে সুদক্ষিণা প্রিয়তমকে তপোবনপ্রান্ত হইতে বশিষ্ঠধেনুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে দেখিয়া, এরূপ অনিমেষলোচনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, যেন তাঁহার পক্ষ্মপাতরহিত নয়নদ্বয় সমস্ত দিবসের উপবাসে সাতিশয় তৃষিত হইয়াই ভূপতিকে পান করিতে লাগিল। নন্দিনী অনুগামী নরনাথ এবং প্রত্যুদ্গমনার্থ সম্মুখবর্ত্তিনী নরনাথপত্নীর মধ্যভাগে দণ্ডায়মান হইয়া দিবস

এবং যামিনীর মধ্যবর্ত্তী সন্ধ্যার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। সুদক্ষিণা আতপতণ্ডুলাদি পূজার উপকরণসামগ্রী-বিশিষ্ট পাত্র হস্তে পয়স্বিনী নন্দিনীকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিলেন, এবং অর্থসিদ্ধির দ্বার স্বরূপ তাঁহার শৃঙ্গদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তি বিশাল ললাটপ্রদেশ অর্চনা করিলেন। বশিষ্ঠধেনু বৎসের নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়াও স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া পূজা গ্রহণ করিলেন দেখিয়া রাজা ও রাজ্ঞী মনে মনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। কারণ, ভক্তিপ্রবণ ব্যক্তিদিগের উপরি নন্দিনীসদৃশ মহৎব্যক্তির তাদৃশ প্রসাদচিহ্ন দেখিয়া অচিরাৎ ইষ্টসিদ্ধি হইবে বলিয়া বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়।

অনন্তর ভূপাল গুরু ও গুরুপত্নীর চরণগ্রহণ করিয়া সায়ংকৃত্য সমস্ত সমাপন করিলেন। পরে দোহনান্তে ভুজবল-জিতশত্রু নরপতি দুগ্ধবতী নন্দিনীর সেবায় পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন। মহীপাল দিলীপ ও রাজমহিষী নিষণ্ণা নন্দিনীর নিকট একটী প্রদীপ এবং পূজার উপকরণসামগ্রী রাখিয়া আপনারা তথায় উপবেশন করিলেন, পরে তিনি নিদ্রিতা হইলে আপনারাও গিয়া নিদ্রা যাইলেন; এবং প্রভাতে নন্দিনী নিদ্রা হইতে উঠিলে তাঁহারাও গাত্রোত্থান করিলেন।

দীনপালক যশস্বী ক্ষিতিপতি পুত্রকামনায় এইরূপ সস্ত্রীক ব্রতপালন করিতে করিতে একবিংশতি দিবস অতীত হইল। দ্বাবিংশ দিবসে অনুগামী মহারাজের ভক্তিভাব জানিবার অভিলাষে মহর্ষিধেনু গঙ্গাপ্রপাত-প্রদেশের সন্নিহিত নবদূর্ব্বাদলশোভিত গৌরীগুরু হিমালয়ের গুহায় প্রবেশ করিলেন। কোন প্রকার হিংস্র শ্বাপদ মুনিহোমধেনু নন্দিনীর অনিষ্ট করিবে এরূপ মনেও করিতে পারে না, এই বিবেচনায় নরপতি নগপতি হিমালয়ের অপূর্ব্ব শোভা একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে ছিলেন, ইত্যবসরে অকস্মাৎ এক সিংহ আসিয়া নন্দিনীকে আক্রমণ করিল। কোন্ সময় সিংহ ধেনুর উপরি পতিত হইয়াছিল, রাজা তাহা দেখিতে পান নাই। পরে গুহাভ্যন্তরে প্রতিধ্বনি-হেতু দ্বিগুণতরগম্ভীরীকৃত নন্দিনীর আর্ত্তনাদ আর্ত্তত্রাণকর্ত্তা নরেন্দ্রের নগেন্দ্র-নিহিত দৃষ্টিকে যেন রশ্মিদ্বারা সংযত করিয়াই প্রতিনিবৃত্ত করিল। ধনুর্দ্ধারী নরপতি পাটলবর্ণ মহর্ষিধেনুর পৃষ্ঠদেশে পশুরাজকে দণ্ডায়মান দেখিয়া মনে করিলেন, যেন গৌরিক-ধাতু-বিভূষিত হিমগিরির অধিত্যকায় একটী লোধ্রতরু প্রফুল্লকুসুমে সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে।

অনন্তর বলনির্জ্জিতশত্রু মৃগেন্দ্রগামী শরণপ্রদ নরেন্দ্র পরাভববোধে জাতক্রোধ হইয়া বধোদ্যুক্ত মৃগেন্দ্রের বিনাশবাসনায় তূণীর হইতে শর উদ্ধৃত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সিংহবধেচ্ছু নরপতির দক্ষিণ

হস্তের অঙ্গুলিসকল নখপ্রভা-রঞ্জিত কঙ্ক-পক্ষি-পক্ষবিশিষ্ট বাণপুঙ্খেই আসক্ত হইয়া চিত্রলিখিতের ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিল। দক্ষিণবাহু স্পন্দহীন হইল দেখিয়া তাঁহার ক্রোধ দ্বিগুণতর প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এবং নিজতেজো-বলে পুরোবর্ত্তী অপরাধী ব্যক্তির দণ্ড দিতে না পারাতে, মন্ত্রৌষধি-বলে হতবীর্য্য বিষধরের ন্যায়, রাজা মনে মনে দগ্ধ হইতে লাগিলেন।

তখন ধেনুপীড়নকারী মৃগরাজ মনুকুল-পতাকাস্বরূপ সিংহসদৃশ-বলশালী সাধুসম্মত দিলীপকে মনুষ্যবাক্যে কহিতে আরম্ভ করিল। রাজা ইতিপূর্ব্বে আত্মবাহুর স্তম্ভ দেখিয়াই বিস্মিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে সিংহের মুখে মানব-ভাষা শ্রবণ করিয়া আরও বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। কেশরী কহিল, মহীপতে! বৃথা পরিশ্রমে আর প্রয়োজন কি? আমার প্রতি শস্ত্রক্ষেপ করিলেও কোন ফল হইবে না। বেগবান্ বায়ু তরুলতাদি উৎপাটন করিতেই সমর্থ; পর্ব্বত প্রচলিত করিতে তাহার কোন ক্ষমতা নাই। আমি ভগবান্ অষ্টমূর্ত্তি মহেশ্বরের কিঙ্কর; ভূতপতি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার পৃষ্ঠদেশে পদার্পণ করিয়া কৈলাসগিরি-সদৃশ-ধবল বৃষভে আরোহণ করেন, তজ্জন্যই আমার পৃষ্ঠ পবিত্র হইয়াছে। আমি নিকুম্ভের মিত্র, আমার নাম কুম্ভোদর, ইহা তুমি বিশেষ-রূপ জানিও। এই যে পুরোভাগে দেবদারু বৃক্ষ দেখিতেছ, ইটী বৃষবাহনের কৃত্রিম পুত্র। ভগবতী পার্ব্বতী ষড়াননকে যেরূপ স্তন্যপান করাইয়া বর্দ্ধিত করিয়াছেন, ইহাকেও সেইরূপ কনককলস-দ্বারা জলসেচন করিয়া পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন। একদা এক বন্য হস্তী আসিয়া এই বৃক্ষে কপোলদেশ ঘর্ষণ করাতে ইহার ত্বক্ ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া গিরিরাজ-সুতা সুরসেনা-নায়ক কার্ত্তিকেয়ের অঙ্গে অসুরগণের অস্ত্র বিদ্ধ হইলে যেরূপ দুঃখিত হন, সেইরূপ ব্যথিত হইয়াছিলেন। সেই দিন অবধি পিনাকপাণি বনগজদিগের ভয়প্রদর্শনার্থে আমাকে সিংহরূপী করিয়া এই গিরিগুহায় নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন; এবং যে কোন জন্তু আমার ক্রোড়ে আসিয়া উপস্থিত হইবে তাহা ভক্ষণ করিয়াই আমার জীবিকা নির্ব্বাহ হইবে, এই-রূপ আদেশও করিয়াছেন। অদ্য পরমেশ্বর-নির্দ্দিষ্ট সময়ে এই গাভী আমার শোণিতভোজনের পারণা-স্বরূপ উপস্থিত হইয়াছে, সুধাকর-সুধা আস্বাদন করিয়া রাহুর যেরূপ পরিতোষ জন্মে সেইরূপ ইহার ভক্ষণে ক্ষুধার্ত্ত আমারও পর্য্যাপ্তরূপ পরিতৃপ্তি হইবে। অতএব তুমি লজ্জা পরিহার করিয়া নিবৃত্ত হও; তুমি গুরুর প্রতি যথেষ্ট শিষ্যোচিত ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছ; রক্ষণীয় বস্তু শস্ত্র দ্বারা রক্ষার অসাধ্য হইলে শস্ত্রধারী রক্ষকের যশের হানি হয় না।

নররাজ মৃগরাজের এইরূপ প্রগল্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ ভূত-

নাথের প্রভাবেই অস্ত্রশক্তি প্রতিহত হইয়াছে মনে করিয়া আপনার প্রতি অকর্ম্মণ্য বলিয়া যে অবজ্ঞা জন্মিয়াছিল তাহা পরিত্যাগ করিলেন। বজ্র-নিক্ষেপ-সময়ে দেবদেব ত্রিলোচনকে সন্দর্শন করিয়া বজ্রপাণি দেবরাজ যেরূপ স্তম্ভীকৃত হইয়াছিলেন, সেইরূপ স্পন্দহীন নরপতি তৎপূর্ব্বে চিরকাল অপ্রতিহত শরক্ষেপ-কার্য্যে এক্ষণে বিফলপ্রয়াস হইয়া মৃগপতিকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। হে মৃগেন্দ্র! স্পন্দহীন আমি যে কথা বলিতে ইচ্ছা করিতেছি, তাহা সম্যক্‌রূপ উপহাসাস্পদ হইতে পারে, কিন্তু তুমি শৈবশক্তি-প্রভাবে প্রাণিগণের সমস্ত মনোগত ভাব অবগত হইতে পার,এই জন্যই বলিতেছি। সেই সৃষ্টি স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা চরাচর-পতি মহাদেব আমার মাননীয় বটেন; কিন্তু আহিতাগ্নি কুলগুরু বশিষ্ঠের এই গোধনটী সম্মুখে নষ্ট হইবে, ইহা আমার উপেক্ষা করা উচিত নহে। অতএব তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, মদীয় দেহ আহার করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ কর; দেখ, যত দিনাবসান হইয়া আসিতেছে ততই এই মহর্ষিধেনুর বালক বৎসটী উৎকণ্ঠিত হইতেছে, অতএব ইহাকে ছাড়িয়া দাও।

অনন্তর ভূতনাথ ভবানীপতির অনুচর ঈষৎ হাস্য করিয়া বিকট দংষ্ট্রা-কিরণে গিরিগুহা মধ্যবর্ত্তি অন্ধকার দূরীকৃত করিয়া মহীপতিকে পুনর্ব্বার বলিল, মহারাজ! এই ভূমণ্ডলের একাধিপত্য, এই নব যৌবন, এই মনোহর শরীর,—অল্পের নিমিত্ত এই সমুদায়ই হারাইতে ইচ্ছা করাতে, তোমাকে আমার নিতান্ত অবিবেচক বলিয়া বোধ হইতেছে। হে প্রজানাথ! প্রাণি-দিগের প্রতি অনুকম্পাবশতঃ নিজশরীর বিসর্জন দিলে কেবল এই গাভী-টীই জীবিত থাকে; কিন্তু তুমি স্বয়ং জীবিত থাকিলে পিতার ন্যায় প্রজা-বর্গকে নানা উপদ্রব হইতে সর্ব্বদা রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। আর যদি, একমাত্র-ধেনু-বিশিষ্ট অগ্নিকল্প গুরু অপরাধ দর্শনে ক্রোধান্বিত হই-বেন ভাবিয়া, মনে ভয় জন্মিয়া থাকে, তবে ঘটপ্রমাণ-পয়োধরবতী কোটি কোটি পয়স্বিনী বিতরণ করিয়া তাঁহার সেই রোষ শান্ত করিতে সমর্থ হইবে। অতএব মঙ্গলপরম্পরার উপভোগ সাধন এই তেজঃপুঞ্জ দীপ্যমান আত্মদেহ রক্ষা কর; কারণ, পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, নররাজত্ব ও দেব-রাজত্ব এই উভয় পদ প্রায়ই তুল্য, কেবল একটী ভূলোকে ও অপরটী দেবলোকে—এই মাত্র প্রভেদ।

এই কথা বলিয়া মৃগেন্দ্র বিরত হইলে, সিংহনাদে গুহা প্রতিধ্বনিত হইল; ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইল যেন শৈলরাজ হিমালয়ও প্রীতমনে ক্ষিতি-পালকে সিংহকথিত সমুদয় বাক্যই পুনর্ব্বার বলিল। নন্দিনী সিংহের

আক্রমণে অতিকাতরভাবে মহীপতির দিকে বারংবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, দেখিয়া নৃপতি দয়ার্দ্রচিত্ত হইলেন, এবং মহেশ্বরানুচর কেশরীর বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার তাহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন। বিপদ্ হইতে উদ্ধার করে বলিয়াই উন্নত "ক্ষত্রিয়" শব্দ ভূমণ্ডলে এত প্রথিত হইয়াছে; অতএব যে ক্ষত্রিয় বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে না পারে অথবা উদ্ধার না করে, তাহার রাজ্যশাসন করিয়াই বা ফল কি? এবং কলঙ্ক-কলুষিত জীবনভার ধারণ করিবারই বা প্রয়োজন কি? আর যে বলিয়াছ, কোটি কোটি পয়স্বিনী বিতরণ করিয়া মহর্ষি বশিষ্ঠের রোষশান্তি করিতে পারিব, তাহাই বা কি রূপে সম্ভবে। এই দেব সুপ্রসিদ্ধ কামধেনু সুরভির নন্দিনী, তাঁহার অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন, তবে তুমি কেবল ভগবান্ রুদ্রের তেজঃপ্রভাবেই ইহাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইয়াছ, নতুবা ইহাঁকে পরিভব করা যে কোন জন্তুর ক্ষমতা নাই। অতএব নিষ্ক্রয়স্বরূপ স্বদেহ অর্পণ করিয়া, এই মহর্ষিধেনু নন্দিনীকে তোমার হস্ত হইতে মুক্ত করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য; তাহা হইলে তোমার পারণারও কোন ব্যাঘাত ঘটিবে না, এবং মহর্ষির যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াও নিরাপদ হইবে। দেখ, মৃগেন্দ্র! তুমিও ত পরাধীন এই দেবদারু বৃক্ষের উপর তোমার সাতিশয় যত্ন আছে; অতএব তুমি ইহা বিলক্ষণ অনুভব করিতে পার যে, রক্ষণীয় বস্তু নষ্টকরিয়া স্বয়ং অক্ষতশরীরে নিয়োগকর্ত্তা প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইতে কোন মতেই পারা যায়না। হে মৃগরাজ! যদি তুমি আমাকে একান্তই বধ করিতে ইচ্ছা না কর, তবে কৃপা করিয়া আমার এই ভৌতিক দেহ ভক্ষণ করিয়া আমার যশঃশরীরকেই রক্ষা কর; কারণ, অবশ্যবিনাশী পঞ্চভূতময় মাংসপিণ্ডে মাদৃশজনের কোন আস্থা নাই। হে ভূতনাথানুচর! পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, পরস্পর সম্ভাষণ হইলেই বন্ধুতা জন্মিয়া থাকে; তদনুসারে বনদেশে পরস্পর-মিলিত তোমার এবং আমার বন্ধুতা জন্মিয়াছে। অতএব বন্ধুর এই প্রার্থনা অবহেলা করা তোমার উচিত হয় না।

সিংহ নরসিংহের এইরূপ বাক্যে 'তথাস্তু' বলিয়া সম্মত হইলে, মহারাজ দিলীপ তৎক্ষণাৎ প্রতিবন্ধ হইতে বিমুক্ত-বাহু হইয়া অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমিষপিণ্ডের ন্যায় আত্মদেহ সিংহসম্মুখে সমর্পণ করিলেন। প্রজাপালক নরনাথ প্রচণ্ড সিংহপতন মনে ভাবিতে ভাবিতে অধোমুখে আছেন, এমত সময়ে তাঁহার মস্তকোপরি বিদ্যাধর-হস্ত-মুক্ত পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল।

"বৎস! গাত্রোত্থান কর" হঠাৎ এই অমৃতায়মান বচন শ্রবণ মাত্র গাত্রোত্থান করিয়া দিলীপ দেখিলেন, সে সিংহ নাই, দুগ্ধধারাপ্রস্রবিণী

নন্দিনী নিজজননীর ন্যায় তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান আছেন। তখন নন্দিনী বিস্ময়াবিষ্ট ভূপতিকে কহিলেন, হে সাধো! আমি মায়া উদ্ভাবন করিয়া তোমার ভক্তিপরীক্ষা করিলাম; মহর্ষি-প্রভাবে, অন্যান্য হিংস্র শ্বাপদের কথা দূরে থাকুক, যমরাজও আমার প্রতি কোন অনিষ্ট করিতে সাহসী হন না। তোমার প্রগাঢ় গুরুভক্তি এবং আমার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করাতে আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি; তুমি বর প্রার্থনা কর, তুমি আমাকে কেবল দুগ্ধদায়িনী মনে করিও না। আমি প্রসন্ন হইলে অভীষ্টসিদ্ধি করিতে পারি, তাহাও জানিও।

নন্দিনী এই কথা বলিলে, বীরপ্রধান বদান্য মহীপাল কৃতাঞ্জলিপুটে সুদক্ষিণাগর্ভজাত বংশপ্রবর্ত্তয়িতা অনন্তকীর্ত্তি সন্তান প্রার্থনা করিলেন। পয়স্বিনী মহর্ষিধেনু "তথাস্তু" বলিয়া তনয়াভিলাষী রাজর্ষির অভীষ্টসিদ্ধি করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, মহারাজকে এই আদেশ করিলেন, "বৎস! পত্রপুটে মদীয় দুগ্ধ দোহন করিয়া পান কর"। নরপতি কহিলেন, মাতঃ! আমি মহর্ষি বশিষ্ঠের অনুমতি লইয়া সুশাসিত মেদিনীর ষষ্ঠাংশের ন্যায় বৎসের পীতাবশিষ্ট এবং হোমপ্রয়োজনীয় দুগ্ধের অবশিষ্ট পান করিতে ইচ্ছা করি।

ক্ষিতিপতি এইরূপে বিজ্ঞাপন করিলে, বশিষ্ঠধেনু পূর্ব্বাপেক্ষা আরও প্রীত হইলেন। এবং হিমালয়ের গুহাভ্যন্তর হইতে বহির্গত হইয়া মন্দ মন্দ গমনে অনায়াসে আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিলেন। প্রসন্নবদন প্রজানাথ কুলগুরু মহর্ষির নিকট নন্দিনী অনুগ্রহের কথা নিবেদন করিলেন। প্রিয়া সুদক্ষিণা মহীপালের মুখ প্রসন্ন দেখিয়াই অভিলষিতসিদ্ধি অনুমান করিয়াছিলেন, সুতরাং রাজা যখন তাঁহাকে তাবৎ বৃত্তান্ত অবগত করাইলেন, তখন তাঁহার বাক্য যেন দ্বিরুক্তের ন্যায় হইল। পরে অনিন্দনীয়চরিত্র সাধুজনবৎসল দিলীপ মহর্ষি বশিষ্ঠের আজ্ঞানুসারে বৎসের পানান্তে হোমোপযুক্ত দুগ্ধ গৃহীত হইলে মূর্ত্তিমান্ নিজ শুভ্র যশের ন্যায় নন্দিনীর স্তনদুগ্ধ সতৃষ্ণভাবে পান করিলেন।

পরদিবস প্রাতঃকালে জিতেন্দ্রিয় মহর্ষি বশিষ্ঠ পূর্ব্ববর্ণিত গোচারব্রতের পারণা সম্পাদনান্তে প্রস্থানকালোচিত আশীর্ব্বাদ করিয়া রাজা ও রাজ্ঞীকে নিজ রাজধানীতে গমনার্থ পাঠাইয়া দিলেন। নরপতি হোমাগ্নিকে প্রদক্ষিণ করিয়া পরে গুরু বশিষ্ঠ এবং গুরুপত্নী অরুন্ধতীকেও প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিলেন; এবং সবৎসা নন্দিনীকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক মঙ্গলক্রিয়া দ্বারা তীব্রতর-তেজঃপুঞ্জ হইয়া প্রস্থান করিলেন। ব্রতদুঃখসহিষ্ণু মহারাজ

ধর্ম্মপত্নী সমভিব্যাহারে নিজ পূর্ণমনোরথের ন্যায় শ্রবণমধুর-ধ্বনি-বিশিষ্ট রথোপরি আরোহণ করিয়া অবন্ধুর মার্গে সুখে গমন করিতে লাগিলেন। বহুকাল অদর্শনে দর্শনোৎসুক প্রজাগণ সন্তানার্থে ব্রতাচারণহেতু কৃশকলেবর নরপতিকে নবোদিত নিশানাথের ন্যায় অপরিতৃপ্ত-লোচনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। পুরন্দর-সুন্দর নৃপবর পতাকা-মালা-সুশোভিত নিজপুরী প্রবেশ পূর্ব্বক পৌরজন কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া ভুজগরাজ-সদৃশ-বলশালী ভুজ-যুগলে পুনর্ব্বার ভূভার অর্পিত করিলেন।

অনন্তর অন্তরীক্ষ যেরূপ অত্রিমুনির নয়ন-সমুৎপন্ন জ্যোতিঃ চন্দ্রমাকে ধারণ করিয়াছে, এবং স্বর্ণদা মন্দাকিনী যেরূপ হুতাশননিহিত মহেশ্বরবীর্য্য ধারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ রাজমহিষী সুদক্ষিণা মহারাজ দিলীপের কুলের মঙ্গল সাধনার্থ লোকপালগণের প্রবল-বীর্য্যসম্ভূত গর্ভ ধারণ করিলেন।

"নন্দিনী-বর-প্রদান" নামক দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয় সর্গ।

অনন্তর রাজমহিষী সুদক্ষিণা মহারাজের চিরবাঞ্ছিত ইক্ষ্বাকুবংশের চির-স্থায়িতার নিদানস্বরূপ গর্ভলক্ষণ সকল ধারণ করিলেন। সখীগণ তাহা অবলোকন করিয়া, চন্দ্রিকা-দর্শনে লোকে যেরূপ প্রীত হয়, সেইরূপ অপার আনন্দসাগরে মগ্ন হইল। সুদক্ষিণার শরীরযষ্টি ক্রমে অবসন্ন ও দুর্ব্বল হইতে লাগিল, এবং বদনমণ্ডল লোধ্রপুষ্পের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি দুর্ভর আভরণ গুলি পরিত্যাগ করিয়া দু এক খানি সামান্য অলঙ্কার পরিধান করিলেন। এই প্রকার অবস্থা হেতু সুদক্ষিণা প্রভাতসময়ে অল্পসংখ্যক-তারা-বিশিষ্ট পাণ্ডুবর্ণশশাঙ্ক-ধারিণী যামিনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

নিদাঘকাল অবসান হইলে নবজলধরের জলবিন্দুতে অভিষিক্ত বনরাজি-মধ্যগত পল্বলের সুরভি গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া বনকরী যেরূপ পরিতৃপ্ত হয় না, সেইরূপ ক্ষিতিপতি বিরলে বসিয়া সুদক্ষিণার মৃত্তিকার গন্ধবিশিষ্ট রমণীয়

আনন চুম্বন করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিলেন না। "দেবরাজ যেরূপ সুরলোক-রাজ্য ভোগ করিতেছেন, সেইরূপ তাঁহার তনয়ও ভূমণ্ডলের একাধিপতি হইয়া পৃথিবী ভোগ করিবে," মনে মনে এইরূপ অভিলাষ করিয়া মহিষী অন্যান্য ভোগ্য বিষয়ে স্পৃহা পরিহার পূর্ব্বক প্রথমেই মৃত্তিকাভক্ষণে অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। "সুদক্ষিণা লজ্জাবশতঃ আমার নিকট কিছুই ব্যক্ত করেন না, অতএব কোন্ বস্তুতে তাঁহার অভিলাষ হয় তাহা আমি অবগত হইতে পারি না, তোমরা ভালরূপ জানিয়া আমাকে কহিও," মহীপতি মহিষীর সখীদিগেকে এই কথা আদর পূর্ব্বক অনুক্ষণ জিজ্ঞাসা করিতেন। গর্ভক্লেশখিন্না রাজমহিষী যখন যাহা অভিলাষ করিতেন, তখন তাহাই সম্মুখে প্রস্তুত দেখিতেন; কোন বস্তুরই অপ্রতুল ছিল না; এমন কি, ভূপতির বাহুবলে স্বর্গীয় বস্তুও তাঁহার অপ্রাপ্য ছিল না।

ক্রমে ক্রমে গর্ভজনিত নানাবিধ কষ্ট ভোগ করিয়া রাজ্ঞী হৃষ্ট পুষ্ট ও নবীনলাবণ্যবিশিষ্ট হইতে লাগিলেন। পুরাতন পত্রসকল পতিত হইয়া নূতন রমণীয় পল্লব উদ্ভিন্ন হইলে লতা যাদৃশ শোভমান হয়, সুদক্ষিণার অঙ্গলতাও তদ্রূপ মনোহারিণী হইয়া উঠিল। কিছুদিন পরে তাঁহার পীনপয়োধর-যুগলের অগ্রভাগ ঈষৎ নীলবর্ণ হওয়াতে ভ্রমরচুম্বিত সুজাত কমলমুকুলের শোভা পরাজয় করিল। নরপতি গর্ভবতী মহিষীকে রত্নগর্ভা বসুমতীর ন্যায়, অন্তর্দেশে পাবকশালিনী শমীলতার ন্যায়, এবং অন্তঃসলিলা সরস্বতী নদীর ন্যায় মনে করিতে লাগিলেন। ধীরস্বভাব ভূপতির যেমন মনের ঔদার্য্য ও ভুজোপার্জ্জিত অতুল ঐশ্বর্য্য ছিল, যেমন প্রিয়ার প্রতি অনুরাগ, এবং যাদৃশ অপরিসীম সন্তোষ জন্মিয়াছিল, মহিষীর পুংসবনাদি কার্য্যও তদনুরূপসমারোহে একে একে সম্পন্ন করিলেন। মহীপতি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে সুদক্ষিণা তাঁহার অভ্যর্থনার্থ অতি কষ্টে আসন হইতে উঠিতেন, এবং খিন্ন হস্তে অঞ্জলী বন্ধন পূর্ব্বক তাঁহার সমাদর করিতেন; তৎকালে মহিষীর পারিপ্লব নয়ন-যুগল অবলোকন করিয়া মহারাজ মনে মনে সাতিশয় প্রীত হইতেন।

এইরূপে দশম মাস পরিপূর্ণ হইলে বালচিকিৎসায় সুনিপুণ ভিষক্গণ আসিয়া সমুচিত গর্ভপোষণাদি কার্য্য অনুষ্ঠান করিল। গ্রীষ্মকালের অবসানে আকাশে মেঘবৃন্দ দেখিয়া কৃষিলোকে যেরূপ জলাগম আসন্ন বোধে আনন্দিত হয় রাজাও সেইরূপ প্রিয়তমার প্রসব-সময় উপস্থিত দেখিয়া পরমাহ্লাদে পুলকিত হইলেন। অনন্তর ত্রিসাধন (অর্থাৎ প্রভাব উৎসাহ ও মন্ত্রণা এই তিন হইতে উৎপন্ন) শক্তি যেরূপ অক্ষয় অর্থ সাধন করে, সেইরূপ

শচীসমা রাজমহিষী যথাসময়ে পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। তাঁহার জন্মকালে পাঁচটী গ্রহ জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত তুঙ্গস্থানে অবস্থিত ছিল, এবং কোনটাই অস্তগত হয় নাই; ইহা দেখিয়া দৈবজ্ঞেরা, রাজকুমার অতুলসৌভাগ্যশালী হইবেন, ইহা বলিতে লাগিল, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে, দশ দিক্ প্রসন্ন হইল, সুখসেব্য পবন বহিতে লাগিল, স্বস্ত্যয়ন হোমাদি হইতে লাগিল, বহ্নি অনুকূল শিখাজালে হবিরাহুতি গ্রহণ করিতে লাগিলেন; সে সময় সমুদায় বস্তুই শুভসূচক চিহ্ন প্রকাশ করিতে লাগিল। এইরূপ হইবে তাহারই বা বিচিত্র কি? কারণ, তাদৃশ মহাপুরুষদিগের জন্মপরিগ্রহ কেবল লোকগণের হিতার্থই হইয়া থাকে। সুজন্মা রাজকুমারের নৈসর্গিক তেজঃপুঞ্জে সূতিকাগার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; প্রদীপসকল সহসা প্রতিভাশূন্য হইয়া চিত্রশিখিতের ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিল। অন্তঃপুরবাসী পরিচারক পুত্রোৎপত্তির অমৃতায়মান সংবাদ মহারাজের সমীপে নিবেদন করিলে, তাঁহার শশাঙ্কসদৃশ শুভ্র ছত্র এবং চামরযুগল ব্যতীত আর কোন সামগ্রীই অদেয় হয় নাই। তিনি নির্ব্বাতপ্রদেশের পদ্মের ন্যায় নিশ্চললোচনে কুমারের পরমরমণীয় মুখকমল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ইন্দুদর্শনে সাগরের জলরাশি যেরূপ উদ্বেলিত হয়, সেইরূপ পুত্রমুখ-দর্শনজনিত অপরিসীম আনন্দ তাঁহার অন্তঃকরণে সমুচিত স্থান প্রাপ্ত হইল না।

অনন্তর পুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠ তপোবন হইতে আগমন করিয়া রাজপুত্রের জাতকর্ম্মাদি সমাধা করিলেন। কুমার কৃতসংস্কার হইয়া খনিসম্ভূত শাণিত মণির ন্যায় সমধিক শোভা ধারণ করিলেন। রাজবাটীর সর্ব্বত্র শ্রবণসুখকর মঙ্গলসূচক তূর্য্যধ্বনি হইতে লাগিল, এবং বারবনিতারা মহানন্দে নৃত্য গীত করিতে লাগিল। কেবল রাজপ্রাসাদেই যে এইরূপ হইতে লাগিল, এরূপ নহে, আকাশেও দেবদুন্দুভি ধ্বনিত হইতে লাগিল। সুশাসনপ্রভাবে মহারাজ দিলীপের কারাগারে বন্দিমাত্র ছিল না, সুতরাং পুত্রজন্মজনিত আনন্দ হেতু কাহাকে মোচন করিবেন, কেবল স্বয়ংই পিতৃঋণরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন।

অর্থবিৎ পৃথিবীশ্বর ভাবিলেন এই বালকটী সর্ব্বশাস্ত্রের পারগামী এবং সমরস্থলে শত্রুবলের অন্তগামী হইবে, অতএব তিনি গমনার্থ রঙ্ঘ ধাতুর অর্থগ্রহণপূর্ব্বক নিজ তনয়ের নাম 'রঘু' রাখিলেন। দিনকর-কিরণের অনুপ্রবেশ হেতু শশিকলা যেরূপ ক্রমশঃ প্রবৃদ্ধ হয়, রাজকুমারও সেইরূপ ঐশ্বর্য্যশালী মহীপতির প্রযত্নে দিনে দিনে প্রচীয়মান ও সৌন্দর্য্যসম্পন্ন হইতে লাগিলেন। হরপার্ব্বতী যেমন ষড়াননকে পাইয়া, এবং শচীপুরন্দর যেমন জয়ন্তকে

পাইয়া, প্রীত হইয়াছেন, রাজা দিলীপ ও মগধরাজদুহিতাও ষড়ানন ও জয়ন্তের সদৃশ তনয় প্রাপ্ত হইয়া তাদৃশ সম্প্রীত হইলেন। চক্রবাক ও চক্রবাকীর ন্যায় রাজা ও রাজ্ঞীর যে অনুরাগ পূর্ব্বে পরস্পরের উপর নিহত ছিল, এক্ষণে সেই পরস্পরানুরাগ পুত্রের উপরি বিভক্ত হইলেও পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিকতর প্রগাঢ় হইয়া উঠিল। বালক রঘু ধাত্রীর প্রথম উপদিষ্ট বাক্যগুলি উচ্চারণ করিতে শিখিলেন, তাহার অঙ্গুলি ধারণপূর্ব্বক দু এক পা চলিতে আরম্ভ করিলেন, এবং প্রণাম করিতে শিখিয়া দেব দেবী ও গুরুজন সমক্ষে অবনতমস্তক হইতেন; এই প্রকারে নৃপতির অপার আনন্দ সমুৎপাদন করিতে লাগিলেন। ভূপতি রঘুকে ক্রোড়ে করিয়া অর্দ্ধনিমীলিত-লোচনে অনেক সময় অমৃতবর্ষণসদৃশ তনয়ের অঙ্গ-স্পর্শ-সুখ অনুভব করিতেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা আপনার অন্যতম সত্ত্বগুণাধান বিষ্ণু দ্বারা যেরূপ জগৎসৃষ্টি সুপ্রতিষ্ঠিত বিবেচনা করিয়াছেন, মর্য্যাদাপালক ক্ষিতিপতিও সেইরূপ সুজন্মা আত্মজ দ্বারা আপনার বংশ প্রতিষ্ঠান্বিত বোধ করিলেন।

পরে ভূপতি পুত্রের চূড়াকরণ সম্পন্ন করিলেন। রঘু শিখণ্ডধারী সমবয়স্ক সচিবতনয়দিগের সহিত প্রথমে বর্ণমালা সম্যক্‌রূপ শিক্ষা করিয়া, মকর কুম্ভীর প্রভৃতি জলজন্তুগণ যেরূপ নদীমুখ দিয়া সমুদ্রে প্রবেশ করে, সেইরূপ সমস্ত শাস্ত্রসাগরে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর গর্ভৈকাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে রঘুর উপনয়নক্রিয়া বেদোক্তবিধানে নির্ব্বর্ত্তিত হইল। বিচক্ষণ গুরুগণ যথেষ্ট যত্ন-সহকারে তাঁহাকে শিক্ষাপ্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের সেই শিক্ষাপ্রদান-যত্ন নিষ্ফল হইল না; কেনই বা হইবে, সৎপাত্রে শিক্ষাদান করিলে অবশ্যই সফল হয়। দিক্‌পতি দিবাকর পবনাতিগবেগশালী বাজিরাজি সাহায্যে যেরূপ দিগন্তদেশে উত্তীর্ণ হন, অসামান্যধীশক্তিসম্পন্ন রঘুও সেইরূপ শ্রবণ, ধারণ, মনন প্রভৃতি মনীষাগুণে ক্রমে ক্রমে চতুঃসমুদ্রসদৃশ বিপুল—আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি—এই চারিপ্রকার বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। শাস্ত্রবিদ্যা সমাপন হইলে, পবিত্র কৃষ্ণসারচর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক পিতার নিকটেই সমন্ত্রক শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিলেন। তাঁহার পিতা কেবল অদ্বিতীয় ভূপাল ছিলেন এমত নহে, তিনি ভূমণ্ডলে অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধরও ছিলেন।

বৎসতর যেমন বলীবর্দ্দের অবস্থায় উপস্থিত হয়, কলভশাবক যেমন গজেন্দ্রভাব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ নৃপকুমার ক্রমে ক্রমে বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া যৌবনদশায় উপনীত হইলেন। তাঁহার শরীর গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া অতিমনোহর হইয়া উঠিল। নরপতি পুত্রের কেশচ্ছেদনসংস্কার

সম্পন্ন করিয়া তাঁহার বিবাহবিধি নির্ব্বাহ করিলেন। দক্ষকন্যারা তিমিরনাশী শশীকে পাইয়া যাদৃশ শোভমান হইয়াছিল, রাজকন্যাগণ সর্ব্বগুণান্বিত পতি লাভ করিয়া তাদৃশ রমণীয় শোভা ধারণ করিল। যৌবনোদ্ভেদ হেতু রঘুর বাহুযুগল যুগকাষ্ঠের ন্যায় আয়ত, অংসস্থল উন্নত, বক্ষঃস্থল কবাটসদৃশ বিশাল, এবং গ্রীবাদেশ বিপুলবিস্তৃত হইয়া উঠিল, সুতরাং তিনি শরীরসৌন্দর্য্যে তাঁহার পিতাকে পরাজিত করিয়াও বিনয়প্রযুক্ত নিতান্ত অনুন্নত প্রতীয়মান হইতেন।

অনন্তর নরপতি চিরধৃত গুরুতর রাজ্যভার কিঞ্চিৎ শিথিল করিবার মানসে, নৈসর্গিক সংস্কার বশতঃ বিনীতস্বভাব পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। গুণপক্ষপাতিনী রাজলক্ষ্মী পুরাতন কমল হইতে নবপ্রস্ফুটিত উৎপলের ন্যায় মূলাধার নরপতি দিলীপের নিকট হইতে নবযুবরাজ রঘুকে আংশিক আশ্রয় করিলেন। বায়ুসহকৃত হুতাশন, মেঘাবরণবিমুক্ত অংশুমালী এবং মদজল-ক্ষরণকালে হস্তী যেমন অনন্যতেজঃশালী হইয়া উঠে, মহারাজ দিলীপও তদ্রূপ কুমারের সহায়তায় অতি দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিলেন।

দেবরাজসদৃশ মহীপতি কতিপয় রাজপুত্র সমভিব্যাহারে ধনুর্দ্ধারী রঘুকে হোমতুরঙ্গরক্ষণে নিযুক্ত করিয়া ক্রমে ক্রমে একোন শত অশ্বমেধ যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সমাপন করিলেন। পরে শততম যজ্ঞ সম্পাদনার্থে যাগদীক্ষিত ভূপতি অশ্ব ছাড়িয়া দিলেন। অশ্ব স্বেচ্ছানুসারে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। ইত্যবসরে দেবরাজ ইন্দ্র অদৃশ্য কলেবর ধারণ পূর্ব্বক সম্মুখ হইতেই অশ্বটী অপহরণ করিলেন। অকস্মাৎ অশ্বের অদর্শনজনিত বিষাদহেতু ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় কুমারসৈন্য বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া রহিল। সেই সময়ে বিখ্যাত প্রভাবা মহর্ষি বশিষ্ঠের ধেনু নন্দিনীও যদৃচ্ছাক্রমে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সাধুপূজিত নৃপনন্দন পিতার নিকট নন্দিনীর মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছিলেন, সুতরাং তাহাকে দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন; এবং তাঁহার অঙ্গনিঃসৃত পবিত্র জলে (অর্থাৎ মূত্রে) স্বীয় লোচনদ্বয় ধৌত করিয়া মানবীয় দর্শনেন্দ্রিয়ের অগোচর পদার্থও দর্শন করিতে সমর্থ হইলেন। নরদেবকুমার পূর্ব্বদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, পর্ব্বতপক্ষচ্ছেদী দেবরাজ ইন্দ্র অশ্বকে রথরজ্জুতে বন্ধনপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন, এবং তাঁহার সারথি বারংবার তাহার চপলতা নিবারণ করিতেছে। যুবরাজ তাঁহার নিমেষশূন্য সহস্র লোচন এবং হরিতবর্ণ অশ্বগণ অবলোকন করিয়া তাঁহাকে দেবরাজ বলিয়া স্থির করিলেন, এবং গগনস্পর্শী গভীর স্বরে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে দেবরাজ! পণ্ডিতেরা আপনাকে যজ্ঞভাগভোক্তা

দেবগণের অগ্রগণ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; তবে আপনি নিরন্তর যাগক্রিয়ায় দীক্ষিত পিতার যজ্ঞব্যাঘাত করিতে কেন প্রবৃত্ত হইয়াছেন? ত্রিলোকাধিপতি আপনি দিব্যচক্ষুবলে কোথায় যজ্ঞবিঘ্নকারীদিগের দমন করিবেন, তাহা না করিয়া আপনিই যদি ধর্ম্মচারীদিগের ধর্ম্মক্রিয়ার অন্তরায় হন, তাহা হইলে জগতে সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্ম একবারে উচ্ছিন্ন হয়। অতএব অশ্বমেধের প্রধান অঙ্গ এই তুরঙ্গটী ছাড়িয়া দিন। ভবাদৃশ সৎপথপ্রদর্শক মহাপুরুষেরা কখনই অসন্মার্গ অবলম্বন করেন না।

দেবরাজ যুবরাজের এইরূপ প্রগল্‌ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং রথ নিবৃত্ত করিতে কহিয়া প্রত্যুত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন। হে ক্ষত্রিয়কুমার! তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সত্য বটে, কিন্তু যশোধন ব্যক্তিগণের শত্রু হইতে যশোরক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তোমার পিতা আমার সেই জগদ্বিখ্যাত কীর্ত্তি যাগক্রিয়া দ্বারা সম্পূর্ণরূপে উল্লঙ্ঘন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। "পুরুষোত্তম" শব্দ যেমন বিষ্ণুমাত্রকে বুঝায়, এবং "মহেশ্বর" শব্দ যেমন শিবকেই বুঝায় অপরকে বুঝায় না, তেমনি মুনিগণ "শতক্রতু" শব্দে কেবল আমাকেই নির্দ্দেশ করেন; আমাদিগের এই শব্দত্রিতয় কদাচ দ্বিতীয়গামী নহে। এই নিমিত্ত, কপিল মহর্ষি যেমন সগররাজার অশ্ব অপহরণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমিও তোমার পিতার যজ্ঞীয় অশ্ব হরণ করিয়াছি। তুমি নিবৃত্ত হও, কেন বৃথা চেষ্টা করিতেছ? দেখিও, যেন সগররাজার সন্তানদিগের পথে পদার্পণ করিও না।

অনন্তর অশ্বরক্ষক যুবরাজ ঈষৎ হাস্য করিয়া নির্ভয়চিত্তে দেবরাজকে পুনর্ব্বার কহিলেন, হে দেবরাজ! যদি আপনি একান্তই অশ্ব পরিত্যাগ করিবেন না নিশ্চয় করিয়া থাকেন, তবে অস্ত্রগ্রহণ করুন; রঘুকে পরাজয় না করিয়া আপনাকে কৃতকার্য্য মনে করিবেন না।

দেবরাজকে এই কথা কহিয়া যুবরাজ শরাসনে শরসন্ধান করিলেন; এবং ঊর্দ্ধমুখ হইয়া আলীঢ় নামক * বীরোচিত সংস্থানানুসারে উপবেশন পূর্ব্বক অবয়বের ঔন্নত্য হেতু পিনাকপাণির শোভা হরণ করিলেন। অনন্তর ভল্লাকার এক শর নিক্ষেপ করিয়া ইন্দ্রের হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। পর্ব্বতভেদী বজ্রপাণি শরাঘাতে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া নবনীরদের ক্ষণকালস্থায়ী ভূষণস্বরূপ

---

* ধনুর্দ্ধারী ব্যক্তিদিগের পাঁচপ্রকার উপবেশন-স্থান বর্ণিত হইয়াছে—যথা; বৈশাখ, স্থিবিত, মণ্ডল, আলীঢ় এবং প্রত্যালীঢ়। তন্মধ্যে বামপদ আকুঞ্চিত করিয়া দক্ষিণ পদ অগ্রসর করাকেই আলীঢ় কহিয়া থাকে।

সুবিখ্যাত ধনুকে এক অমোঘ শর সন্ধান করিলেন। ইন্দ্রশর নৃপনন্দনের বিশাল বক্ষঃস্থলে প্রবেশ করিয়া ক্ষণকাল রহিল, দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, দেবরাজের শর সর্ব্বদা ভীষণমূর্ত্তি অসুরগণের শোণিত পান করিয়া থাকে, ইতিপূর্ব্বে কখন নরশোণিত পান করে নাই, বুঝি সেই নিমিত্তই সাতিশয় কৌতূহলে নরশোণিত পান করিতেছে। ষড়াননসদৃশ-বলশালী রঘুও ঐরাবতের আস্ফালন হেতু কঠিনীকৃত-অঙ্গুলিবিশিষ্ট, শচীবিরচিত পত্ররচনায় অলঙ্কৃত ইন্দ্র-বাহুতে এক স্বনামাঙ্কিত শর নিখাত করিলেন। এবং অপর এক শর দ্বারা তাঁহার প্রবল বজ্রধ্বজ দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সুররাজ বলপূর্ব্বক সুরলক্ষ্মীর কেশচ্ছেদের ন্যায় অপমান বোধ করিয়া রঘুর প্রতি সাতিশয় কুপিত হইলেন।

এইরূপে দুইজনে তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। রঘুর সৈনিক পুরুষেরা এবং দেবরাজের পক্ষীয় সিদ্ধগণ তটস্থ হইয়া দণ্ডায়মান রহিল। পক্ষযুক্ত বিষধরের ন্যায় ভীষণদর্শন শরনিকর ঊর্দ্ধমুখে ও অধোমুখে যাতায়াত করিতে লাগিল। পরস্পরেরই জয়ী হইবার ইচ্ছা, কিন্তু কেহ কাহাকেও পরাজয় করিতে পারিতেছেন না। পুরন্দর দুঃসহতেজস্বী রাজকুমারের উপরি নিরন্তর শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, কিন্তু জলধর যেরূপ জলধারা বজ্রসমুৎপন্ন বহ্নি নির্ব্বাপিত করিতে পারে না, সেইরূপ তিনিও রঘুর তেজোরাশি কিছুতেই নির্ব্বাণ করিতে পারিলেন না। অনন্তর কুমার অর্দ্ধচন্দ্রমুখ বাণ দ্বারা দেবরাজের হরিচন্দনাক্ত মণিবন্ধে শোভমান, সমুদ্রমন্থন-ধ্বনির ন্যায় গম্ভীর-নিনাদী ধনুর্গুণ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। দেবরাজ ছিন্ন ধনুঃ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া প্রভূতবলশালী শত্রুর বিনাশার্থে পর্ব্বতপক্ষচ্ছেদক প্রভামণ্ডলবেষ্টিত বজ্রাস্ত্র গ্রহণ করিলেন; এবং উহা রঘুর বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। রঘু বজ্রাঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িলেন। তাঁহার সৈন্যগণ রোদন করিয়া উঠিল। রঘু নিমেষমাত্রেই ভয়ঙ্কর বজ্রাঘাত-ব্যথা সংবরণ করিয়া উঠিলেন। তখন তাঁহার সৈন্যদল হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল।

এইরূপে বজ্রাহত হইয়াও রঘু বৈরভাব হইতে বিরত হইলেন না, পুনর্ব্বার শস্ত্রধারণরূপ নিষ্ঠুর কার্য্যে উদ্যত হইলেন। বৃত্রবৈরী দেবরাজ রাজকুমারের অলোকসামান্য পরাক্রম অবলোকন করিয়া সাতিশয় প্রীত হইলেন। কারণ, গুণবান্ ব্যক্তির কোন একটী অসামান্য গুণ দেখিলে সকলেই প্রশংসা করিয়া থাকে, এমন কি, তাঁহার শত্রুরাও কখন কখন পরম পরিতুষ্ট হয়। দেবরাজ কহিলেন, রাজপুত্র! আমার এই বজ্রের এরূপ সারবত্তা যে ইহা বড় বড় পর্ব্বতকেও চূর্ণ করিয়া ফেলে, কুত্রাপি প্রতিহত হয় না। ইহার

আঘাত সহ্য করে এমত লোক ত্রিলোকে লক্ষিত হয় নাই। কিন্তু তুমি ঈদৃশ ভয়ঙ্কর প্রহার সহ্য করিলে, ইহাতে আমি তোমার প্রতি যৎপরোনাস্তি প্রসন্ন হইয়াছি, ইহা তুমি বিলক্ষণরূপে জানিও। এক্ষণে তুরঙ্গম ব্যতিরেকে আর কি অভিলাষ কর তাহা আমাকে বল

অনন্তর প্রিয়ম্বদ নরেন্দ্রকুমার সুবর্ণপক্ষবিশিষ্ট দীপ্তিশালী যে শরটী তূণীরমুখ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছিলেন, তাহা পুনর্ব্বার তন্মধ্যে সংস্থাপন করিয়া সুরপতিকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। হে প্রভো! যদি অশ্বকে নিতান্তই অমোচ্য বলিয়া স্থির করিয়া থাকেন, তবে যাহাতে আমার যজ্ঞদীক্ষিত পিতার যাগক্রিয়া বিধিবৎ সম্পন্ন হয়, এবং তিনিও অশ্বমেধের সম্পূর্ণ ফলভাগী হন, এমন করিয়া দিউন। হে ত্রিলোকনাথ! মদীয় পিতা মহীপতি এক্ষণে দেবদেব মহাদেবের অষ্টমূর্ত্তির অন্যতম যজমানমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সভাগৃহের অভ্যন্তরে আসীন আছেন. তথায় মাদৃশ জনের গতায়াতের উপায় নাই। অতএব যাহাতে আপনার কোন বার্ত্তাবহ দূত যাইয়া তাঁহাকে এই বৃত্তান্ত বলিয়া আইসে একপও বিধান করুন।

দেবরাজ "তথাস্তু" বলিয়া রঘুর প্রার্থনাপরিপূর্ণার্থ প্রতিশ্রুত হইলেন; এবং মাতলিকে রথ চালাইতে আদেশ করিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন, সুদক্ষিণাতনয় রঘুও বিজয়লাভ হইলেও অশ্বলাভ হইল না ভাবিয়া কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধচিত্তে নরপতির সভাগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। প্রজানাথ রঘুর আগমনের পূর্ব্বেই ইন্দ্র-প্রেরিত সন্দেশহরের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন; সম্প্রতি তাঁহাকে উপস্থিত দেখিয়া হর্ষহেতু জড়ীভূত করতলে তদীয় কুলিশব্রণাঙ্কিত কলেবর পরামর্শপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিনন্দন করিলেন।

অলঙ্ঘ্যশাসন ক্ষিতীশ্বর দিলীপ জীবনান্তে স্বর্গে আরোহণ করিবার বাসনায় এইরূপে একোন শত অশ্বমেধ যজ্ঞ বিধিবৎ সম্পন্ন করিয়া (এবং শততম অশ্বমেধ সমাপন না করিয়াও তাহার ফলভাগী হইয়া) স্বর্গের সোপানপরম্পরাই যেন নির্ম্মাণ করিলেন। অনন্তর তিনি বিষয়বাসনা হইতে মনকে বিরত করিয়া যুবরাজ তনয়কে শ্বেতচ্ছত্র চামরাদি রাজচিহ্ন প্রদান করিলেন; এবং সস্ত্রীক বানপ্রস্থ অবলম্বন পূর্ব্বক তপোবনতরুর ছায়ায় গিয়া আশ্রয় লইলেন।

"রঘুরাজ্যাভিষেক" নামক তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থ সর্গ।

সায়ংকালে সূর্য্যসমর্পিত তেজঃপুঞ্জ ধারণ করিয়া হুতাশন যেরূপ অধিকতর প্রদীপ্ত হয়, যুবরাজ রঘুও সেইরূপ পিতৃদত্ত রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক দীপ্তিমান্ হইয়া উঠিলেন। সম্রাট্ দিলীপের রাজত্বকালেই তাঁহার শত্রুপক্ষীয় রাজাদিগের হৃদয়ে সন্তাপানল প্রধূমিত হইয়াছিল, সম্প্রতি তাঁহার পর তৎপুত্র রঘু তদীয় রাজ্যে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন শুনিয়া তাহাদিগের সেই সন্তাপানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। রাজ্যের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই ইন্দ্রধ্বজের * ন্যায় সমুত্থিত রঘুর নব অভ্যুদয় উল্লসিতলোচনে নিরীক্ষণ করিয়া পরম আনন্দিত হইল। কুঞ্জরগামী যুবরাজ পৈতৃক সিংহাসন এবং নিখিল শত্রুমণ্ডল উভয়ই এককালে আক্রমণ করিলেন। সিংহাসনারোহণ-কালে নৃপতির এরূপ অলৌকিক তেজোমণ্ডল লক্ষিত হইতে লাগিল, যে সকলেই অনুমান করিল, রাজলক্ষ্মী স্বয়ং প্রচ্ছন্নবেশে আসিয়া তাঁহার মস্তকে পদ্মাতপত্র ধারণ করিয়াছেন। সরস্বতীও সমুচিত সময়ে বন্দিগণের কণ্ঠে অধিষ্ঠান করিয়া সারবৎ স্তুতিপাঠ দ্বারা মাননীয় নরপতির উপাসনা করিতে লাগিলেন। রঘুর পূর্ব্বে মনুপ্রভৃতি অনেকানেক মান্য মহীপতি বসুন্ধরার অধিপতি হইলেও, তাঁহার সময় যেন অনন্যপূর্ব্বা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

মহারাজ রঘু যথাবিধি রাজ্যশাসন দ্বারা নাতিশীতোষ্ণ মলয়ানিলের ন্যায় সমস্ত প্রজাবর্গের মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন। আম্র ফলিত দেখিলে লোকে যেরূপ আম্রমুকুলের নিমিত্ত উৎসুক হয় না, সেইরূপ পিতা অপেক্ষা অধিক গুণসম্পন্ন রঘুকে প্রাপ্ত হইয়া প্রজাগণ দিলীপের বিয়োগ হেতু কিছুমাত্র অনুতাপ অনুভব করিল না। রাজনীতি-বিশারদ অমাত্যবর্গ অভিনব ভূপতিকে সৎ ও অসৎ উভয় পক্ষই প্রদর্শন করিলেন। রঘু অসৎপক্ষ পরিহার পূর্ব্বক সৎপক্ষই অবলম্বন করিলেন। অভিনব ভূপতি মহীপালন করিতে

---

* পূর্ব্বকালে রাজগণ বৃষ্টিকামনায় রাজবাটীর দ্বারদেশে চতুরস্র এক ধ্বজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার পূজা করিতেন। এইরূপ করিলে ইন্দ্র প্রীত হইয়া রাজ্যে বহুল বৃষ্টি প্রদান করিবেন, তাঁহাদের এই সংস্কার ছিল।

আরম্ভ করিলে, ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের গন্ধাদি গুণসমূহ অধিকতর উৎকৃষ্ট হইয়া উঠিল। তাঁহার রাজত্বকালে জগতের সমস্ত বস্তুই যেন নবীন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। চন্দ্র যেমন লোকলোচনের আহ্লাদ জন্মাইয়া, এবং তপন তাপদান করিয়া আপন আপন নামের সার্থকতা লাভ করিয়াছেন, রঘুও সেইরূপ প্রজারঞ্জন করিয়া স্বকীয় "রাজা" নামের সার্থকতা লাভ করিলেন। তাঁহার আকর্ণবিসারি বিশাল লোচনদ্বয় ছিল বটে, কিন্তু কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেকের উপায়স্বরূপ শাস্ত্রই তাঁহার প্রকৃত চক্ষুঃ ছিল।

এইরূপে মহারাজ রঘু রাজ্যের শান্তি-সংস্থাপন করিয়া সুস্থিরতা-সুখ অনুভব করিতেছেন, এমত সময় কমলচিহ্নধারিণী শরৎ দ্বিতীয় রাজলক্ষ্মীর ন্যায় আসিয়া উপস্থিত হইল। মেঘগণ বারিবর্ষণ হেতু লঘুতর হইয়া আকাশমার্গ পরিত্যাগ করিল, সুতরাং মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড কিরণ অসহ্য হইয়া উঠিল, এবং সহসা দশ দিক্ ব্যাপ্ত করিল। সঙ্গে সঙ্গেই রঘুরও প্রতাপ দিগ্‌দেশান্তরে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। দেবরাজ স্বকীয় বর্ষাকালীন ধনুঃ সংহার করিলেন। রঘুও জয়সাধন শরাসন ধারণ করিলেন। এইরূপে দেবরাজ ও নররাজ উভয়েই পর্য্যায়ক্রমে ধনুক ধারণ করিয়া প্রজাবর্গের হিতসাধন করিয়া থাকেন। পুণ্ডরীকরূপ সিত আতপত্র এবং প্রফুল্ল কাশকুসুম রূপ চামর ধারণ করিয়া শরৎকাল মহারাজ রঘুর শোভার অনুকরণ করিতে চেষ্টা পাইল কিন্তু কোন অংশেই তদীয় অলৌকিক কান্তি লাভ করিতে পারিল না। অভিনব ভূপালের প্রসন্ন বদন এবং নির্ম্মল চন্দ্রমণ্ডল সন্দর্শন করিয়া চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিমাত্রেরই সমান প্রীতি সমুৎপন্ন হইয়াছিল। মরালশ্রেণী, তারকা, এবং কুমুদভূষিত সলিল,—সর্ব্বত্রই ধবল বর্ণ লক্ষিত হইতে লাগিল। দেখিয়া বোধ হইল, যেন ভূপতির যশঃসম্পৎ স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। কৃষককামিনীরা ধান্যরক্ষার্থ ইক্ষুচ্ছায়ায় উপবেশন করিয়া প্রজাপালক নরপতির কৌমার কাল হইতে সমুদায় গুণসমূহ উল্লেখ পূর্ব্বক তাঁহার যশোগান করিতে লাগিল। তেজস্বী কুম্ভসম্ভূত অগস্ত্য মুনির উদয় হেতু সলিল নির্ম্মল ও প্রশান্ত হইল। কিন্তু মহাপ্রতাপশালী রঘুর উদয় দেখিয়া বিপক্ষগণের মন কলুষিত ও পরাভব-আশঙ্কায় নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইল। মদোদ্ধত উন্নত-ককুদ্-বিশিষ্ট বৃষভগণ লীলাচ্ছলে শৃঙ্গদ্বারা নদীকূল উৎপাটিত করিয়া রঘুরাজের বিক্রমের অনুকরণ করিতে লাগিল। রাজকীয় মদমত্ত মতঙ্গজগণ সপ্তপর্ণকুসুমের মদগন্ধসদৃশ মধুগন্ধে একান্ত উত্তেজিত হইয়া ঈর্ষাবশতঃই যেন সপ্তাবয়ব হইতে সপ্তধারায় মদক্ষরণ করিতে লাগিল।

বেগবতী নদীসকল প্রশান্ত ও সুপ্রসন্ন হইল। পথের কর্দ্দম প্রায় শুষ্ক

হইয়া আসি[illegible]সুতরাং যুদ্ধযাত্রার উপযুক্ত সময় দেখিয়া শরৎকাল যেন স্বয়ং রঘু[illegible]কে জয়[illegible]গমনে প্রোৎসাহিত করিল। গজবাজিগণের "নীরাজনা" নামক মঙ্গলকার্য্য অনুষ্ঠানকালে প্রদীপ্ত হুতাশনে যথাবিধানে আহুতি প্রদান করিলে অগ্নিশিখা দক্ষিণাভিমুখী হইল; দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হইল, যেন ভগবান্ হুতাশন শিখাচ্ছলে দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া রঘুরাজকে জয় প্রদান করিলেন। রঘু নিজরাজধানী ও রাজ্যের প্রান্তবর্ত্তী দুর্গসকল সম্যক্‌রূপে সুরক্ষিত করিলেন; এবং পার্শ্ববর্ত্তী বিপক্ষ ভূপালদিগকে সমূলে উন্মূলিত করিলেন। অনন্তর দৈবের অনুকূলতা সন্দর্শন করিয়া ষড়্‌বিধ (মৌল, ভৃত্য, সুহৃৎ, শ্রেণী, দ্বিষৎ ও আটবিক) সৈন্য সমভিব্যাহারে দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিলেন। সমুদ্রমন্থন-সময়ে ক্ষীরসাগরের বীচিমালা যেরূপ মন্দরশৈলোৎক্ষিপ্ত জলকণাবর্ষণে নারায়ণকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, সেইরূপ যাত্রাকালে প্রাচীন পুরবাসিনীরা তাঁহার উপরি লাজবর্ষণ করিতে লাগিল।

দেবরাজসদৃশ রঘুরাজ প্রথমতঃ পূর্ব্বদেশে যাত্রা করিলেন। বায়ুবেগে ধ্বজপতাকা সকল সঞ্চালিত হইতে লাগিল; তদ্দারা তিনি বিপুদিগকে যেন তর্জ্জন করিতে লাগিলেন। রথচক্রদ্বারা সমুত্থিত রজোরাশিতে এবং নীরদসদৃশ প্রকাণ্ডশরীর ধূম্রবর্ণ গর্জ্জনকারী দ্বিরদশ্রেণীতে ভূতলকে যেন গগনতল, এবং গগনতলকে ভূতল করিয়া তুলিল। অগ্রে প্রতাপ, তৎপশ্চাৎ শব্দ, তদনন্তর সৈন্যরেণু, তৎপরে রথ বাজি প্রভৃতি চতুরঙ্গ সেনা চলিতে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন রঘুসেনা চতুর্ব্যূহে বিভক্ত হইয়া যাইতেছে। প্রতাপশালী রঘুরাজ মরুস্থলীতে জলাশয় খনন করিয়া, নৌতার্য্য তরঙ্গিণীসকল অনায়াসে তরণযোগ্য করিয়া, এবং গহন কানন সকল ছেদন দ্বারা প্রকাশিত করিয়া চলিলেন। রঘুর সেনালহরী পূর্ব্বসাগরের দিকে যাইতে-লাগিল, তিনি তাহার অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন; দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন ভগীরথ হরজটাভ্রষ্ট সুরধুনীকে পূর্ব্বসাগরে লইয়া যাইতেছেন। দুর্দ্দান্ত দন্তী যেরূপ পথিমধ্যবর্ত্তী বৃক্ষসকলকে উৎপাটিত, ছিন্ন ও ফলহীন করে, রাজা রঘুও গমনকালে কোন [illegible] ভূপতির ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিলেন, কতকগুলিকে পদচ্যুত করিলেন, কাহাকেও বা যুদ্ধে পরাজিত করিলেন। এই প্রকারে তাঁহার পথ পরিষ্কৃত হইল।

বিজয়ী রঘু এইরূপে ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বদেশীয় সমস্ত জনপদ পরাজয় করিয়া পরিশেষে পূর্ব্ব মহাসাগরের তালীবনশ্যাম উপকণ্ঠে উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি উদ্ধতদিগের উচ্ছেদকর্ত্তা, ইহা জানিয়া সুহ্মদেশীয় ভূপালগণ তাঁহার নিকট বিনীতভাব অবলম্বন করিয়া আত্মরক্ষা করিল। বলবান্ শত্রুর সহিত এরূপ

ব্যবহার যুক্তিযুক্ত বটে, কারণ, প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়, প্রবল নদীবেগে যে সকল বেতস নম্র হইয়া পড়ে তাহাদিগের আর ভঙ্গের ভয় থাকে না। সেনানায়ক রঘুরাজ রণতরি আরোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত বঙ্গবাসী ভূপালদিগকে বলপূর্ব্বক পরাজয় করিলেন, এবং গঙ্গাতরঙ্গের মধ্যস্থিত দ্বীপ-পুঞ্জে জয়স্তম্ভ সকল নিখাত করিলেন। বঙ্গবাসী নরপতিগণ পরাজিত হইয়া রঘুর পদতলে আসিয়া শরণাপন্ন হইল, সুতরাং কলমধান্য যেরূপ একবার উত্তোলিত করিয়া পুনর্ব্বার রোপণ করিলে ফল প্রদান করে, সেইরূপ তিনিও তাহাদিগকে প্রথমতঃ উচ্ছিন্ন করিয়া পুনর্ব্বার স্ব স্ব পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, এবং তাহারাও তাঁহাকে ভূরি ভূরি অর্থ প্রদান করিল।

অনন্তর রঘু গজময় সেতু দ্বারা কপিশানদী পার হইয়া উৎকল দেশে উপনীত হইলেন। তথাকার ভূপতিরা তাঁহার পথপ্রদর্শক হইল। তিনি তথা হইতে কলিঙ্গদেশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। যেরূপ হস্তিপালক গম্ভীরবেদী* মাতঙ্গের মস্তকে তীক্ষ্ণ অঙ্কুশ বিদ্ধ করে, সেইরূপ রঘুও মহেন্দ্রশৈলের শিখরদেশে স্বকীয় দুঃসহ প্রতাপ নিবেশিত করিলেন। যেমন পর্ব্বতগণ শিলাবর্ষণ পূর্ব্বক পক্ষচ্ছেদোদ্যত বজ্রপাণিকে আক্রমণ করিয়াছিল, কলিঙ্গদেশীয় ভূপালও সেইরূপ গজসৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া অস্ত্রবর্ষণ পূর্ব্বক রঘুকে প্রত্যুদ্গমন করিল। ককুৎস্থকুলতিলক রঘু সেই স্থানে ক্ষণকাল শত্রুগণের বাণবর্ষণ সহ্য করিয়া পরিশেষে মঙ্গলার্থ অভিষিক্ত হইয়াই যেন জয়লক্ষ্মী প্রাপ্ত হইলেন। তদীয় সৈনিক পুরুষেরা মহেন্দ্রনগেন্দ্রের অধিত্যকায় পানভূমি রচনা করিয়া তাম্বুলদল-নির্ম্মিত পত্রপুট দ্বারা নারিকেল-মদিরা পান করিল, এবং তৎসঙ্গেই রিপুগণের কীর্ত্তিও পান করিল (অর্থাৎ হরণ করিল)। ধর্ম্মপথাবলম্বী বিজেতা রঘু মহেন্দ্রনাথকে বন্দী করিয়াছেন, কিন্তু অবিলম্বেই মুক্ত করিয়া তদীয় রাজ্য প্রদান করিলেন। তিনি মহেন্দ্রপতির রাজশ্রীমাত্র হরণ করিলেন, রাজত্ব হরণ করিলেন না।

অনন্তর অযত্নসিদ্ধ-জয়শালী ভূপতি ফলভরাক্রান্ত পূগতরুমালায় বিভূষিত সাগরতীর দিয়াই অগস্ত্যপূত দক্ষিণ দিকে গমন করিতে লাগিলেন। তদীয় সেনাগজেরা কাবেরী নদীর জলে নিমগ্ন হওয়াতে তাহার জল মদ্য-গন্ধবিশিষ্ট হইয়া উঠিল, এবং সৈনিকেরা যথাসুখে তাহা উপভোগ করিতে লাগিল। এইরূপ সৈনিকসম্ভোগে কাবেরী নদী সরিৎপতি সাগরের অবিশ্বাসের পাত্র হইয়া উঠিলেন। বিজিগীষু নরপতি এইরূপে অনেক দূর অতিক্রম করিলেন।

* যে হস্তীর চর্ম্ম খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলে কিম্বা সহস্র ধারায় রক্তপাত করিলেও, কিঞ্চিন্মাত্র চৈতন্য হয় না, তাহাকে গম্ভীরবেদী হস্তী কহিয়া থাকে।

পরে তাঁহার সৈনিকেরা মলয়পর্ব্বতের উপত্যকায় উপস্থিত হইয়া তথায় শিবিরসন্নিবেশ করিল। মলয়গিরির উপত্যকায় অনেক মরীচবন ছিল, তথায় হারীত পক্ষিগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিত। অশ্বগণের খুরাঘাতে এলালতা সকল পিষ্ট হওয়াতে তদীয় ফলরেণুরাশি উড়িয়া মদমত্ত কুঞ্জরদিগের মদগন্ধ-বিশিষ্ট কপোলদেশে গিয়া সংসক্ত হইতে লাগিল। করিগণের পাদবন্ধন শৃঙ্খল ছিন্ন হইলেও, চন্দনতরুর স্কন্ধদেশে সর্পদিগের বেষ্টন হেতু নিম্নীভূত স্থানে সম্বদ্ধ গলবন্ধন-রজ্জু স্রস্ত হইয়া পড়িল না। দিবাকর দক্ষিণাভিমুখে গমন করিলে, তাহারও তেজঃ মন্দীভূত হইয়া আইসে, কিন্তু সেই দক্ষিণ দিকেই পাণ্ডুদেশীয় নরপতিরা রঘুর দুর্বিষহ প্রতাপ সহ্য করিতে পারিল না। তাহারা রঘুরাজের চরণে প্রণিপাত পুরঃসর, তাম্রপর্ণী * ও মহাসাগরের সঙ্গমস্থান-জাত চিরসঞ্চিত মুক্তারাশি স্বকীয় যশের ন্যায় উপহার প্রদান করিতে লাগিল।

অসহ্যবিক্রমশালী মহীপতি, সানুদেশে চন্দনতরু-কানন প্ররূঢ় হওয়াতে ঈষৎ নীলবর্ণ শোভা যুক্ত, দক্ষিণ দিক্ বধূর পয়োধরযুগলের সদৃশ, মলয় ও দর্দ্দুর নামক দুই পর্ব্বতে সুখে বিহার করিলেন। পরে মেদিনীর বিগলিত-বসন নিতম্বদেশের ন্যায় সমুদ্রের কিয়দ্দূরে অবস্থিত সহ্যগিরি আক্রমণ করিয়া তাহা অতিক্রম করিলেন। তাঁহার সৈন্যসাগর পাশ্চাত্য ভূপালদিগকে পরাজয় করিবার বাসনায় সহ্যশৈলের সন্নিহিত সাগরাংশভূত ভূভাগ আচ্ছন্ন করিয়া চলিল; দেখিয়া বোধ হইল যেন সমুদ্র পূর্ব্বে পরশুরামের বাণ দ্বারা উৎসারিত হইয়াও পুনরায় সহ্যপর্ব্বতের সহিত সংলগ্ন হইয়াছে। কেরল দেশীয় অবলাগণ রঘুর আক্রমণভয়ে ভীত হইয়া বিভূষণাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল; সৈনিকেরা তৎপশ্চাৎ ধাবমান হওয়াতে রেণুরাশি উত্থিত হইয়া তাহাদিগের অলকে পতিত হইতে লাগিল এবং কুঙ্কুমাদি গন্ধচূর্ণের শোভা ধারণ করিল। মুরলানদীর তীরস্থ কেতকীকুসুমের পরাগসকল মুরলার পবনবেগে উদ্ধূত হইয়া রঘুর সৈনিকগণের কঞ্চুকে অযত্নলব্ধ গন্ধচূর্ণস্বরূপ পতিত হইতে লাগিল। নানারঙ্গে সঞ্চারী ব্যক্তিদিগের

---

*রঘুবংশের টীকাকার মল্লিনাথ তাম্রপর্ণী একটী নদী বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাম্রপর্ণী সিংহলদ্বীপের অপর একটী নাম বলিয়া বোধ হয়। তাহার দুই কারণ পাওয়া যাইতেছে, ১ম, সিংহলদ্বীপের সন্নিহিত উপকূল ভাগে অপর্য্যাপ্ত মুক্তা পাওয়া গিয়া থাকে; এজন্য পাণ্ড্যদিগের মুক্তাই প্রধান ধন ছিল। ২য়, গ্রীকেরা এই দ্বীপকে "ট্যাপ্রোবেনীস" কহিত। এই শব্দটী সংস্কৃত তাম্রপর্ণী শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া স্পষ্টই বোধ হইতেছে।

গাত্রসন্নদ্ধ কবচের শব্দে বায়ুকম্পিত তালীবনধ্বনি পরাভূত হইতে লাগিল। নাগকেসর কুসুমে নিষণ্ণ মধুকরগণ খর্জ্জূরস্কন্ধে আবদ্ধ মাতঙ্গদিগের মদগন্ধে মুগ্ধ হইয়া পুষ্প পরিত্যাগ পূর্ব্বক করিগণের কপোলফলকে পতিত হইতে লাগিল। পাশ্চাত্য ভূপতিগণ রঘুরাজকে কর প্রদান করিতে লাগিল, দেখিয়া বোধ হইল, যে, যে সমুদ্র পূর্ব্বে পরশুরামকে তৎপ্রার্থনায় কিঞ্চিৎ স্থান দান করিয়াছিল, সেই মহোদধি ভয়প্রযুক্ত স্বয়ং আসিয়া রঘুকে কর প্রদান করিতেছে। রঘুর সৈন্যদলের মত্ত মাতঙ্গেরা বিশাল দন্ত দ্বারা ত্রিকূট পর্ব্বতের অধিত্যকা-ভূমি উৎকীর্ণ করিতে লাগিল; উহাই তদীয় বিক্রমের লক্ষণ স্বরূপ বিরাজমান হইতে লাগিল। তিনি পাশ্চাত্য দেশের বিজয়চিহ্ন স্বরূপ ত্রিকূট পর্ব্বতকেই উন্নত জয়স্তম্ভ বলিয়া স্থাপন করিলেন।

এইরূপে পাশ্চাত্যপরাজয়ের পর, যোগী যেমন তত্ত্বজ্ঞানবলে ইন্দ্রিয়রূপ রিপুদল বশীভূত করেন, সেইরূপ রঘুও পারসীক রাজাদিগকে জয় করিবার নিমিত্ত স্থলপথে যাত্রা করিলেন। অকালে মেঘোদয় যেমন কমলকুল হইতে রবিকর অপহরণ করে, সেইরূপ রঘুও যবনীগণের মুখকমলের মধুপান-জনিত রক্তিমা সহ্য করিতে পারিলেন না। পাশ্চাত্যদিগের অশ্বসৈন্যের সহিত রঘুর তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। সংগ্রামকালে এরূপ রজোরাশি উত্থিত হইল, যে কেহ কাহাকেও জানিতে পারিল না, কেবল ধনুকের শব্দ শুনিয়া স্বপক্ষ কি প্রতিপক্ষ তাহা অনুমান করিতে লাগিল। রঘু ভল্লাস্ত্র দ্বারা যবন-দিগের শিরশ্ছেদন করিলেন। তাহাদিগের সেই সকল শ্মশ্রুজটিল ছিন্ন মস্তকে রণভূমি আচ্ছন্ন হইল, দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন মধুমক্ষিকাব্যাপ্ত মধু-চক্রে সমরক্ষেত্র আবৃত হইয়া রহিয়াছে। হতাবশিষ্ট ভূপতিগণ শিরস্ত্রাণ পরিত্যাগ করিয়া রঘুর শরণাগত হইল। তিনি তাহাদিগকে রক্ষা করিলেন, কারণ, মহাত্মাদিগের কোপ প্রণিপাত দ্বারাই শান্ত হইয়া থাকে। অনন্তর তদীয় সৈনিকেরা দ্রাক্ষালতা ভূমিতে উৎকৃষ্ট মৃগচর্ম্ম বিস্তার করিয়া তদুপরি উপবেশন পূর্ব্বক দ্রাক্ষা-রসজনিত মদ্য পান দ্বারা রণশ্রান্তি অপনীত করিল।

অনন্তর, উত্তরায়ণ হইলে রবি যেরূপ কিরণজাল দ্বারা জগতের জল আকর্ষণ করেন, সেইরূপ রঘুও উদীচ্য ভূপালদিগকে শর দ্বারা উৎসন্ন করি-বার মানসে কুবেরগুপ্ত উত্তর দিকে প্রস্থান করিলেন। তদীয় বাজিরাজি সিন্ধুনদের তীরভূমিতে বিচরণ দ্বারা পথিশ্রান্তি অপনয়ন করিয়া কুঙ্কুমবিলে-পিত সটাজাল কম্পিত করিতে লাগিল। সেইস্থলে রঘু হূণদেশীয় ভূপতিগণের উপরি প্রবল পরাক্রম প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে সমরে নিপাতিত করিলেন; সুতরাং হূণকামিনীগণের কপোলদেশ অঙ্গরাগবিরহে পাটলবর্ণ ধারণ করিল।

অনন্তর কাম্বোজদেশীয় রাজগণ রণক্ষেত্রে রঘুর প্রবল প্রতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইল; এদিকে ভূপতির সেনাগজদিগের বন্ধন হেতু অক্ষোট বৃক্ষ সকলও ভূতলশায়ী হইল। কাম্বোজেরা উৎকৃষ্ট অশ্ব-সমেত প্রচুর অর্থরাশি রঘুরাজকে উপঢৌকন প্রদান করিতে লাগিল, কিন্তু তাহাতেও কোশলপতির কিছুমাত্র অহঙ্কার দৃষ্ট হইল না।।

অনন্তর রঘু স্বয়ং অশ্বারোহণ করিয়া গৌরীগুরু হিমালয়ে আরোহণ করিলেন; আরোহণকালে অশ্বখুরোত্থিত গৈরিকধাতুরেণু সকল গগনমার্গে উড্ডীন হইল, দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন হিমালয়ের শিখর সকল পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতর হইয়াছে। হিমগিরির গুহাশায়ী সেনাসমবলশালী কেশরিগণ সেনাকলকল শুনিয়াও অন্তঃকরণের কিছুমাত্র উদ্বেগ প্রকাশ করিল না, কেবল এক এক বার তির্য্যক্‌ভাবে অবলোকন করিতে লাগিল। পথে যাইতে যাইতে রঘু ভূর্জপত্রের মর্ম্মরধ্বনি এবং কীচক বংশের মধুর নিনাদ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। এবং গঙ্গাজলকণবাহী পবন তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। ভদীয় সৈনিক পুরুষেরা মৃগনাভি-সুবাসিত শিলাতলে উপবেশন করিয়া সুশীতল নমেরুচ্ছায়ায় বিশ্রাম করিতে লাগিল। রাত্রিকালে ওষধি সকল প্রজ্বলিত হইয়া সেনানায়ক রঘুরাজের তৈলহীন প্রদীপের কার্য্য সম্পাদন করিল; এবং সেই সকল ওষধির প্রভা দেবদারুতরু-স্কন্ধে আবদ্ধ মাতঙ্গগণের গলবন্ধন শৃঙ্খলে প্রতিফলিত হইয়া দ্বিগুণতর প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। রঘুসেনা যে যে স্থানে শিবিরসন্নিবেশ করিয়াছিল, তথাকার দেবদারুবৃক্ষ সকল গজদিগের গলরজ্জুবন্ধনে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল। পরে সৈন্যদল তথা হইতে অতিক্রান্ত হইলে কিরাতগণ আসিয়া দেবদারুদ্রুমের ক্ষতচিহ্ন সন্দর্শনে করিগণের ঔন্নত্য অনুমান করিয়া লইতে লাগিল। হিমালয়শিখরে উৎসবসঙ্কেত প্রভৃতি সাত প্রকার পার্ব্বতীয় জাতির সহিত রঘুর ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। উভয়পক্ষের নারাচ, ভিন্দিপাল, এবং শিলা-সংঘর্ষণে অগ্নিশিখা উঠিতে লাগিল। রঘু খরতর শরবর্ষণ দ্বারা উৎসবসঙ্কেতদিগকে উৎসববিহীন করিলেন, তথায় কিন্নরমুখে স্বকীয় বাহুবলের জয়লাভ-ঘটিত প্রবন্ধ গান শ্রবণ করিতে লাগিলেন। উৎসবসঙ্কেতেরা পরাজিত হইয়া উপঢৌকন স্বরূপ অর্থ হস্তে রঘুরাজের সমীপে উপস্থিত হইল। রঘু মহামূল্য বস্তু দর্শনে হিমালয়ের সারবত্তা বুঝিতে পারিলেন, হিমালয়ও রঘুর বলবত্তা বিলক্ষণরূপে অনুভব করিলেন। এই প্রকারে রঘু ও হিমালয় পরস্পর পরস্পরকে সম্যক্‌রূপে অবগত হইলেন।

এইরূপে হিমগিরিশিখরে স্বকীয় অক্ষয় যশোরাশি সংস্থাপিত করিয়া

রাজা রঘু পর্য্যঙ্ক হইতে অবতীর্ণ হইলেন। "কৈলাসগিরি দশাননের নিকট একবার পরাভব স্বীকার করিয়াছিল, অতএব উহা আক্রমণের যোগ্য নহে" এইরূপ অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াই কৈলাসের অভিমুখে অভিযান করিলেন না। পরে তিনি লৌহিত্যা নদী পার হইলে প্রাগ্‌জ্যোতিষদেশের অধিপতি ভয়ে কম্পমান হইল। তত্রত্য কৃষ্ণাগুরুবৃক্ষে রঘুর কুঞ্জরগণ আবদ্ধ হওয়াতে বৃক্ষগণও রাজার ন্যায় কম্পিত হইল। রঘুর রথচক্রে রাশি রাশি ধূলি উত্থিত হইয়া সূর্য্যমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল, এবং কেবল ধারাবর্ষ বিনা সমুদয় দুর্দ্দিনের লক্ষণ করিয়া তুলিল। প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর, সেনার আক্রমণ ত দূরে থাকুক, সেই রেণু পর্য্যন্তও সহ্য করিতে পারিলেন না।

কামরূপের অধিপতি যে সকল মদস্রাবী মাতঙ্গ দ্বারা অন্যান্য ভূপতিকে আক্রমণ করিত, সেই সকল গজরাজ সঙ্গে লইয়া দেবরাজ অপেক্ষাও অধিকতর বিক্রমশালী রঘুরাজের চরণে আসিয়া উপস্থিত হইল। রঘু পদপ্রভা দ্বারা সুবর্ণময় পাদপীঠ অলঙ্কৃত করিয়া বসিয়াছিলেন, এমন সময়ে কামরূপেশ্বর আসিয়া রত্নরূপ পুষ্পোপহারে তাঁহার সেই চরণযুগল অর্চ্চনা করিল।

বিজয়ী রঘুরাজ এইরূপে চারি দিক্ জয় করণানন্তর পরাজিত ভূপতিগণের ছত্রহীন মস্তকে রথচক্রোৎক্ষিপ্ত রেণুরাশি সংস্থাপিত করিয়া দিগ্বিজয় ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর স্বরাজ্যে আসিয়া বিশ্বজিৎ যজ্ঞ উপলক্ষে উপার্জ্জিত সমস্ত অর্থরাশি দক্ষিণা দান স্বরূপে ব্যয় করিয়া ফেলিলেন। যেমন মেঘবৃন্দ ধরাতলের রস আকর্ষণ করিয়া পুনর্ব্বার ভূতলেই বর্ষণ করে, তদ্রূপ মহাত্মারাও প্রজাদের অর্থগ্রহণ করিয়া প্রজাগণকেই বিতরণ করিয়া থাকেন। মহাসত্র সমাপন হইলে ককুৎস্থবংশপ্রদীপ রঘু সচিবগণে পরিবৃত হইয়া রাজন্যগণকে যথেষ্ট পুরস্কার প্রদান পূর্ব্বক তাহাদিগের পরাজয়-জনিত লজ্জা অপনয়ন করিলেন, এবং বহুদিবস প্রবাস হেতু তাহাদিগের বিরহিণী কামিনীগণকে সমুৎসুক বিবেচনা করিয়া সকলকে স্ব স্ব রাজধানী গমনে অনুমতি প্রদান করিলেন। তাহারা প্রস্থান-কালীন প্রণিপাত সময়ে সম্রাটের ধ্বজবজ্রাতপত্র-চিহ্নিত প্রসাদলভ্য চরণযুগল নিজ নিজ কিরীটস্থিত মালার মকরন্দ ও পরাগে গৌরবর্ণ করিয়া তুলিল।

"রঘুদিগ্বিজয়" নামক চতুর্থ সর্গ।

পঞ্চম সর্গ।

বিশ্বজিৎ যজ্ঞে সমস্ত অর্থজাত নিঃশেষরূপে বিতরিত হইয়াছে এমন সময় বরতন্তু মহর্ষির শিষ্য কৌৎস নামে এক তপোধন পাঠ সমাপন করিয়া গুরু-দক্ষিণা দিবার নিমিত্ত ধন কামনায় ক্ষিতিপতি রঘুর সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তৎকালে নৃপতির একটীও সুবর্ণপাত্র ছিল না সুতরাং অসাধারণ-প্রকৃতি যশোভূষিত আতিথেয় রঘু মৃণ্ময় পাত্রে অর্ঘ স্থাপন করিয়া বেদ-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত অতিথির সম্মুখবর্ত্তী হইলেন। মানিগণের অগ্রগণ্য শাস্ত্রবিৎ প্রজানাথ তপোধনকে যথাবিধানে অর্চ্চনা করিলেন, এবং তাঁহাকে আসনে উপবেশন করাইয়া তৎকালোচিত কর্ত্তব্যানুসারে তৎসমীপে কৃতাঞ্জলিপুটে এই প্রকারে বলিতে লাগিলেন। হে, সুতীক্ষ্নমতে! লোকে যেরূপ সহস্র-রশ্মি হইতে চেতনা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ যে মহাপুরুষের নিকট আপনি সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, মন্ত্রপ্রণেতা ঋষিদিগের মধ্যে প্রধান আপনার সেই উপাধ্যায়ের কুশল ত? ভগবান্ মহর্ষি কায়মনোবাক্যে নিরন্তর যে তপস্যা সঞ্চয় করিতেছেন, এবং যাহা দেখিয়া বাসবও স্বাধিকার লোপের আশঙ্কায় অধৈর্য্য হন, মহর্ষির সেই ত্রিবিধ তপস্যা ত কোন অভিশাপদানাদি [illegible]য় দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে না? আলবালনির্ম্মাণ প্রভৃতি উপায় দ্বারা বিশেষ যত্ন [illegible]কারে সে সকল শ্রমাপনোদক আশ্রম-তরুগণকে আপনারা সুতনির্ব্বিশেষে সংবর্দ্ধন করিয়াছেন, তাহাদিগের প্রবলবায়ু বা দাবানল-জনিত কোন ব্যাঘাত হয় না ত? যে সকল হরিণশাবক যাগক্রিয়ার সাধকভূত কুশ সকল ভক্ষণ করিতে অভিলাষ করিলে মুনিগণ বাৎসল্য প্রযুক্ত তাহা-দিগকে কখন বিফল-মনোরথ করেন না, এবং যাহাদিগের নাভিনাল তপস্বি-গণের অঙ্কতলে শয়ন হেতু স্খলিত হইয়া পড়ে, সেই সকল মৃগপোতেরা সদা নিরুপদ্রবে আছে ত? যে তীর্থজলে আপনারা নিয়মিত স্নানাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকেন, যাহা লইয়া পিতৃলোকের নিবাপাঞ্জলি প্রদান করিয়া থাকেন, এবং যাহার সিকতাময় পুলিনদেশ আপনাদিগের প্রদত্ত উঞ্ছধান্যের ষষ্ঠাংশে অলঙ্কৃত, সেই জলের ত কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটে না? যথাসময়ে সমুপস্থিত অতিথিদিগকে আপনারা যে নীবার ধান্যের কিয়দংশ বিভাগ করিয়া দেন, আপনাদের শরীরধারণের উপায়স্বরূপ সেই বনজাত শস্য, গো-মহিষ্যাদি তৃণভক্ষক গ্রাম্য পশুতে অপচয় করে না ত? মহর্ষি কি সম্যক্‌রূপে

শিক্ষা দান করিয়া প্রসন্নান্তঃকরণে আপনাকে গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিতে আদেশ করিয়াছেন? কারণ, আপনার সর্ব্বাশ্রমের উপকার-সাধনে সমর্থ দ্বিতীয় আশ্রমে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত; পূজনীয় মহাশয়ের কেবল আগমনেই আমার মন পরিতৃপ্ত হইতেছে না, আপনার আদেশ-সম্পাদনে নিতান্ত উৎসুক হইয়াছে। আপনি কি গুরুর আদেশক্রমে আমাকে অনুগৃহীত করিতে-এখন হইতে আগমন করিয়াছেন, অথবা আপনা-রই কোন অভিপ্রেত আছে?

মহর্ষি বরতন্তুর শিষ্য রঘুরাজের এই প্রকার উদার বচন শ্রবণ করিয়াও, অর্ঘপাত্রসন্দর্শনে সর্ব্বস্বদান অনুমান করিয়া, নিজ অভীষ্টলাভের প্রতি হতাশ হইলেন, এবং নৃপতিকে এই প্রকারে বলিতে লাগিলেন। মহারাজ! আমা-দিগের সর্ব্বত্রই কুশল জানিবেন। আপনি রক্ষাকর্ত্তা থাকিতে প্রজাদিগের অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা কি? দিনকর কিরণজাল বিস্তার করিলে তমোরাশি কি লোকলোচনের আবরণ করিতে পারে? হে মহাভাগ! পূজ্য ব্যক্তি-দিগের প্রতি ভক্তি করা আপনার কুলোচিত ধর্ম্ম, বিশেষতঃ আপনি আপ-নার পূর্ব্বপুরুষদিগের অপেক্ষাও অধিকতর ভক্তি প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু আমি অসময়ে আপনার নিকট ধন প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি, এই আমার মনে বড় দুঃখ হইতেছে। হে নরেন্দ্র! আপনি সৎপাত্রে সর্ব্বস্ব বিতরণ করিয়াছেন, কেবল শরীরমাত্র অবশিষ্ট আছে; অতএব অরণ্যবাসী তপস্বিগণ ধান্য তুলিয়া লইলে যেমন নীবারের স্তম্বমাত্র অবশেষ থাকে, সেইরূপ আপনিও ধনহীন দেহ ধারণ করিতেছেন। আপনি ধরণীর একাধিপতি হইয়া যজ্ঞোপলক্ষে অকিঞ্চন হইয়াছেন, ইহা আপনার শ্লাঘারই বিষয়; কারণ, সুরগণ কর্ত্তৃক পর্য্যায়ক্রমে নিপীত হিমকরের কলাক্ষয় তদীয় কলাবৃদ্ধির অপেক্ষা অধিকতর প্রশংসনীয়। আমি অনন্যকার্য্য হইয়া অন্য কোন বদা-ন্যের নিকট গুরুদক্ষিণার্থ ধন আহরণ করিতে চেষ্টা করিব। আপনার মঙ্গল হউক। দেখুন, চাতকপক্ষী অনন্যগতি হইয়াও শরৎকালীন নির্জ্জল জলধরের নিকট কখন জল প্রার্থনা করে না।

মহর্ষি বরতন্তুর শিষ্য এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিতে ইচ্ছুক হইলে, নৃপতি রঘু তাঁহাকে নিষেধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বিদ্বন্! গুরুকে আপনার কি বস্তু দিতে হইবে এবং কতই বা দিতে হইবে? অনন্তর বিচক্ষণ ব্রহ্মচারী কৌৎস যথাবিধি-যজ্ঞানুষ্ঠাতা গর্ব্বলেশশূন্য বর্ণাশ্রমগুরু নরপতিকে প্রস্তুত বিষয় নিবেদন করিলেন। রাজন্! সমস্ত বিদ্যা সমাপন করিয়া আমি গুরুদক্ষিণা-গ্রহণের জন্য গুরুকে জানাইলাম; তিনি প্রথমতঃ চিরকাল অস্খলিত মদীয়

প্রগাঢ় ভক্তিকেই গুরুদক্ষিণাস্বরূপ বিবেচনা করিলেন; তথাপি নিতান্ত আগ্রহ করাতে, উপাধ্যায় মহাশয় ক্রুদ্ধান্তঃকরণে মদীয় নির্ধনতা বিষয়ে কিছু মাত্র বিবেচনা না করিয়া আমাকে আদেশ করিলেন, "আমার নিকট যে চতুর্দ্দশ বিদ্যা * শিক্ষা করিয়াছ, তাহার সংখ্যানুসারে চতুর্দ্দশ কোটি স্বর্ণমুদ্রা আমার নিকট আনয়ন কর।" সংপ্রতি আপনার মৃণ্ময় অর্ঘপাত্র সন্দর্শনে নিশ্চয় প্রতীতি হইয়াছে, আপনি সর্ব্বস্ব দান করিয়া ফেলিয়াছেন, কেবল আপনার মহারাজ এই নামমাত্র অবশিষ্ট আছে। আমার বিদ্যার নিষ্ক্রয়ও অল্প নহে। অতএব এ সময় আমি আপনাকে উপরোধ করিতে পারি না।

বেদজ্ঞদিগের অগ্রগণ্য দ্বিজশ্রেষ্ঠ কৌৎস এই প্রকারে আবেদন করিলে, ইন্দুপ্রতিম নিষ্পাপ মেদিনীপতি তাঁহাকে পুনর্ব্বার নিবেদন করিলেন। ভগবন্! বেদশাস্ত্রপারদর্শী এক জন তপস্বী রঘুর নিকট গুরুদক্ষিণারধন প্রার্থনা করিতে আসিয়া অসিদ্ধকাম হইয়া অন্য বদান্যের সমীপে গমন করিয়াছেন, এই জনাপবাদ রঘুবংশের আর কখন ঘটে নাই; এবং এরূপ নব পরীবাদ যেন আমারও অদৃষ্টে কখন না ঘটে। হে পূজ্যপাদ! আপনি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া আমার পরম পূজনীয় প্রশস্ত অগ্নিগৃহে চতুর্থ অগ্নির ন্যায় বাস করিয়া দুই তিন দিবস কষ্টস্বীকার করুন আমি আপনার গুরুদক্ষিণার ধনের নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্ন করিতেছি।

দ্বিজবর হৃষ্টচিত্তে তথাস্তু বলিয়া রঘুর অমোঘ প্রতিজ্ঞায় সম্মত হইলেন। রঘুও ধরাতলের সমস্ত অর্থ গৃহীত হইয়াছে ভাবিয়া কুবেরের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক ধনগ্রহণ করিতে অভিলাষী হইলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠের মন্ত্র-জনিত প্রভাবে তাঁহার রথ, বায়ুসহকৃত জলধরের ন্যায়, কি সমুদ্র, কি অন্তরীক্ষ, কি পর্ব্বত, কুত্রাপি প্রতিহতগতি ছিল না। অনন্তর ধীরপ্রকৃতি রঘু সামান্য সামন্ত রাজা জ্ঞানে কৈলাসনাথ কুবেরকে বলপূর্ব্বক জয় করিতে মানস করিয়া প্রদোষ সময়ে পবিত্রাচারে নানাশস্ত্র-পরিপূরিত রথের উপরি শয়ন করিয়া থাকিলেন। প্রাতঃকালে তিনি রণগমনে উন্মুখ হইয়াছেন এমন সময় কোষাগারে নিযুক্ত পুরুষেরা চমৎকৃত হইয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল, যে রাশীকৃত স্বর্ণবৃষ্টি আকাশ হইতে ধনাগার মধ্যে পতিত হইয়াছে। ভূপতি, আক্রমণভীত কুবের হইতে অধিগত সেই সমস্ত সমুজ্জ্বল স্বর্ণরাশি, বজ্রবিঘটিত সুমেরুশৈলের প্রত্যন্ত পর্ব্বতের ন্যায়, কৌৎসকে সম্প্রদান করিলেন। অর্থপ্রার্থী কৌৎস গুরুদক্ষিণার অতিরিক্ত ধন গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক, কিন্তু রাজা তাঁহার কামনার অধিক অর্থদানে একান্ত যত্নবান্; এই ব্যাপারে অযোধ্যা-

* চতুর্দ্দশ বিদ্যা যথা—চারি বেদ, ছয় বেদাঙ্গ, মীমাংসা, ন্যায়, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র।

নিবাসী যাবৎ লোকেই দাতা ও গ্রহীতা উভয়কেই ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল।

অনন্তর নরেশ্বর শত শত উষ্ট্র ও বড়বা দ্বারা সেই সমস্ত অর্থ পাঠাইয়া দিলেন, এবং প্রস্থান-সময়ে মহর্ষি কৌৎসকে ভক্তিভাবে প্রণিপাত করিলেন। মুনি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া হস্ত দ্বারা নৃপতির গাত্রস্পর্শ পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! যে ভূপ্রতি ন্যায়পথ অবলম্বন করিয়া ধনের উপার্জ্জন, পরিবর্দ্ধন, রক্ষণ ও সৎপাত্রে বিতরণ করিয়া থাকেন, বসুন্ধরা যে তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করেন, তাহা বড় বিচিত্র নহে, কিন্তু আপনার প্রভাব অচিন্তনীয়! কারণ, স্বর্গও আপনার অভীষ্ট সাধন করিলেন। আপনাকে আর যাহা কিছু আশীর্ব্বাদ করিব তাহা সকলই, দ্বিরুক্ত হইবে, কারণ, আপনি সমুদায় শুভই উপভোগ করিতেছেন। অতএব আপনার পিতা যেরূপ আপনাকে জগৎপ্রশংসনীয় সুতরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আপনিও সেইরূপ আত্মসদৃশ তনয় লাভ করুন।

ব্রাহ্মণ এইরূপে ভূপতিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গুরুর সমীপে প্রতিগমন করিলেন। রাজাও, জীবলোক যেমন সূর্য্যবিম্ব হইতে আলোক প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার সেই মুনির আশীর্ব্বাদে অচিরকাল মধ্যেই এক পুত্র লাভ করিলেন। রাজমহিষী অভিজিৎনামক ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে ষড়ানন-সদৃশ এক কুমার প্রসব করিলেন। পিতা রঘু এই কারণেই ব্রহ্মনামানুসারে তনয়ের নাম অজ রাখিলেন। এক প্রদীপ হইতে অপর প্রদীপ প্রজ্বলিত করিলে যেরূপ তদুভয়ের কোন প্রভেদ দৃষ্ট হয় না; সেইরূপ কুমারের সহিত তৎপিতা রঘুর কোন বিভিন্নতা ছিল না, তাঁহার, পিতার ন্যায় বলিষ্ঠ কলেবর, পিতার ন্যায় বীর্য্য, এবং পিতার ন্যায় স্বাভাবিক ঔন্নত্য হইয়াছিল। তিনি গুরুগণ সমীপে যথাবিধানে বিদ্যা শিক্ষা করিলেন, এবং ক্রমে যৌবনোদ্ভেদ হেতু মনোহর রূপলাবণ্য ধারণ করিলেন। রাজলক্ষ্মী অজের প্রতি অভিলাষিণী হইয়াও উন্নত-স্বভাবা কন্যা যেরূপ পরিণয় বিষয়ে নিজ পিতার অনুমতি প্রতীক্ষা করে, সেইরূপ গুরু রঘুর অনুমতি অপেক্ষা করিয়া রহিলেন।

অনন্তর বিদর্ভাধিপতি ভোজরাজ স্বীয় ভগিনী ইন্দুমতীর স্বয়ংবরোপলক্ষে কুমার অজের আনয়নার্থ রঘুর নিকট বিশ্বস্ত দূত প্রেরণ করিলেন। রঘুরাজ, ভোজরাজের সহিত সম্বন্ধ ঘটন অতি শ্লাঘ্য বিবেচনা করিয়া, এবং পুত্রেরও বিবাহযোগ্য বয়ঃক্রম হইয়াছে দেখিয়া, তাঁহাকে সৈন্য সমভিব্যাহারে সমৃদ্ধিশালিনী বিদর্ভনগরীতে পাঠাইয়া দিলেন। অনন্তর কুমার অজ গমন-মার্গের স্থানে স্থানে শয্যাদিভূষিত পটমণ্ডপ সন্নিবেশ করিয়া তথায় জনপদবাসী জন-

গণের নগরসুলভ উপঢৌকন সামগ্রী গ্রহণ করিতে লাগিলেন; সুতরাং তাঁহার গমন উদ্যান-বিহারের সদৃশ হইয়া উঠিল। অজ এইরূপে বহুদূর অতিক্রম করিয়া, জলকণাশীতল-পবন-ভরে ঈষৎ কম্পিত নক্তমালবৃক্ষে সুশোভিত নর্ম্মদা নদীর বেলা-ভূমিতে ধূলি ধূসর-পতাকাযুক্ত পরিক্লান্ত সৈন্যদল সন্নিবেশিত করিলেন।

অনন্তর নর্ম্মদার সলিলোপরি কতিপয় ভ্রমর ভ্রমণ করিতেছে দেখিয়া কুমার প্রথমেই বিবেচনা করিলেন, কোন বনগজ সলিলে নিমগ্ন হইয়া থাকিবে। পরক্ষণেই এক অরণ্যজাত মতঙ্গজ নদীর জল হইতে মস্তক উন্নত করিল। মদজল-ধৌত হওয়াতে তাহার গণ্ডস্থল নির্ম্মল হইয়াছিল। গৈরিকাদি ধাতু নিঃশেষরূপে ক্ষালিত হইলেও, তদীয় দন্তদ্বয়ে উদ্ধমুখ নীলরেখা সকল বিরাজমান ছিল, এবং শিলাতলে ঘর্ষণহেতু উহার অগ্রভাগ বিকুণ্ঠিত দৃষ্ট হইল; সুতরাং ঐ গজ যে ঋক্ষবান্ পর্ব্বতের কটকদেশে বপ্রক্রীড়া করিয়াছিল তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতে লাগিল। করিবর শুণ্ডাদণ্ডের ক্ষিপ্রতর সঙ্কোচন ও প্রসারণ দ্বারা উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালা ভেদ করিয়া চীৎকার করিতে করিতে তীরাভিমুখে আসিতে লাগিল, দেখিয়া বোধ হইল যেন বন্ধন-স্থানের অর্গল ভঙ্গেই প্রবৃত্ত হইয়াছে। বারণের করাঘাতে সংক্ষোভিত সরিৎপ্রবাহ প্রথমেই তীরে উত্থিত হইল, পশ্চাৎ পর্ব্বতোপম-প্রকাণ্ডশরীর মাতঙ্গ বক্ষঃস্থল দ্বারা শৈবালদাম আকর্ষণ করিয়া কূলে উপস্থিত হইল। এক-চর নাগরাজের কপোলভিত্তিতে বিরাজিত মদধারা জলাবগাহন হেতু ক্ষণ-কালমাত্র ক্ষান্ত ছিল, কিন্তু এক্ষণে গ্রাম্যদ্বিপ সন্দর্শনে পুনর্ব্বার দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল। সেনাগজ সকল সপ্তপর্ণবৃক্ষের ক্ষীরবৎ সুরভি সেই বনকরীর অসহ্য মদগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া আধোরণগণের বহুল প্রযত্ন উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক পরাঙ্মুখ হইতে লাগিল। বাহগণ রথরজ্জু ছেদন করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল; রথ সকল ভগ্নাক্ষ ও বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল; যোধগণ স্ব স্ব অবলা-কুলের রক্ষার্থে ব্যতিব্যস্ত হইল; এইরূপে সেই সেনা-সন্নিবেশ ক্ষণকাল মধ্যেই সঙ্কুল হইয়া উঠিল।

কুমার অজ, "অরণ্যগজ রাজাদিগের অবধ্য" এই শাস্ত্র শুনিয়াছিলেন, অতএব অভিমুখে ধাবমান বনবারণকে বধ না করিয়া কেবল নিবারণ করিবার নিমিত্ত শরাসন ঈষৎ আকর্ষণ পূর্ব্বক তদীয় কুম্ভে এক বাণ নিক্ষেপ করিলেন। বাণ কুম্ভদেশে বিদ্ধ হইবামাত্র করিরাজ করিমূর্ত্তি পরিহার পূর্ব্বক সমুজ্জ্বল-দীপ্তিমণ্ডলে পরিবেষ্টিত মনোহর দিব্য-কলেবর ধারণ করিল। অজের সৈন্যদল বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

অনন্তর ঐ দিব্য পুরুষ স্বপ্রভাবলব্ধ কল্পতরুকুসুম দ্বারা কুমারকে আকীর্ণ করিয়া, বক্ষঃস্থলস্থিত মুক্তাহারকে দন্তকান্তিচ্ছটায় পরিবর্দ্ধিত করিয়াই যেন মধুরবচনে কহিতে লাগিলেন। রাজপুত্র! আমি প্রিয়দর্শন নামক গন্ধর্ব্ব-পতির পুত্র, আমার নাম প্রিয়ংবদ, ইহা আপনি জানিবেন। কোন বিষয়ে আমার অহঙ্কার সন্দর্শন করিয়া মতঙ্গ মুনি আমাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন; সেই শাপেই আমি মাতঙ্গ হইয়াছিলাম। তিনি আমাকে অভিসম্পাত করিলে আমি তদীয় পদতলে পতিত হইয়া তাঁহাকে বিস্তর অনুনয় করিয়াছিলাম; পরিশেষে মহর্ষি কিঞ্চিৎ শান্ত হইলেন। কারণ, শৈত্যগুণই সলিলের প্রকৃত স্বভাব, কেবল অনল বা আতপের সম্পর্ক হইলেই উষ্ণতা জন্মিয়া থাকে। ঐ তপোধন আমাকে এই কথা কহিলেন, যে, ইক্ষ্বাকুবংশীয় কুমার অজ লৌহমুখ শর দ্বারা যখন তোমার কুম্ভ ভেদ করিবেন, তখন তুমি পুনর্ব্বার স্বীয় শরীর মহিমা লাভ করিবে। আমি এত কাল আপনার দর্শন লাভ প্রতীক্ষা করিয়াছিলাম, এক্ষণে আপনি নিজবলে আমাকে শাপ হইতে মুক্ত করিলেন। আপনি আমার যেরূপ প্রিয় কার্য্য করিলেন, আমিও যদি ইহার অনুরূপ কিছু প্রতিপ্রিয় না করি, তবে আমার এই স্বপদোপলব্ধি বৃথা হইবে। অতএব হে সখে! সম্মোহন নামক আমার এই গান্ধর্ব্ব অস্ত্র প্রয়োগ ও সংহার কালের বিশেষ বিশেষ মন্ত্র সমেত, গ্রহণ কর; এই অস্ত্র হইতে প্রয়োগকর্ত্তার শত্রুহত্যা হয় না, অথচ অনায়াসেই বিজয়লাভ হইয়া থাকে। তুমি আমাকে ক্ষণকাল প্রহার করিয়াছ বলিয়া কিছুমাত্র লজ্জিত হইও না; কারণ তুমি আমাকে প্রহার করিয়া আমার প্রতি যথেষ্ট করুণা প্রকাশ করিয়াছ। অতএব আমি অস্ত্রগ্রহণার্থ তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমার প্রতি অসম্মতিরূপ পরুষতা প্রদর্শন করিও না।

অস্ত্রবিৎ পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজনন্দন তথাস্তু বলিয়া শশাঙ্কতনয়া নর্ম্মদার পবিত্র সলিলে আচমন পূর্ব্বক উত্তরাভিমুখ হইয়া শাপমুক্ত গন্ধর্ব্বরাজ-তনয়ের নিকট সমন্ত্রক অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। এইরূপে দৈববশতঃ পথিমধ্যে দুই জনের অভাবনীয়কারণ মিত্রতা জন্মিলে, এক জন চৈত্ররথপ্রদেশে গমন করিলেন; এবং অপর ব্যক্তি সুরাজভূষিত বিদর্ভনগরে প্রস্থান করিলেন।

বিদর্ভাধিপতি ভোজরাজ, রাজকুমার নগরোপকণ্ঠে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন শুনিয়া সাতিশয় হৃষ্টচিত্তে, মহোদধি যেরূপ বীচিমালা উত্থাপিত করিয়া চন্দ্রকে সম্বর্দ্ধনা করেন, সেইরূপ অজকে প্রত্যুদ্গমন করিতে অগ্রসর হইলেন। তিনি অগ্রে অগ্রে গমন পূর্ব্বক নৃপনন্দনকে পুরে প্রবেশ করাইয়া, অতি বিনীতভাবে তাঁহাকে স্বীয় সমস্ত রাজলক্ষ্মী সমর্পণ করিলেন; এবং

এরূপে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন, যে তথায় সন্নিহিত লোকেরা বিদর্ভাধিপতি ভোজরাজকে আগন্তুক এবং অজকে গৃহস্বামী বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিল। কামদেব যেরূপ শৈশবানন্তর যৌবনদশায় অধিষ্ঠান করেন, সেইরূপ রঘুপ্রতিম কুমার, ভোজরাজের নিয়োজিত বিনীত পুরুষগণ কর্তৃক প্রদর্শিত, দ্বারদেশস্থ বেদিকোপরি পূর্ণকলস-বিশিষ্ট, রমণীয় নব পটমণ্ডপে গিয়া বাস করিলেন। অজ তথায় থাকিয়া, যে রমণীললামভূত কমনীয় কন্যা-রত্নের স্বয়ংবরে অনেকানেক রাজলোক সংমিলিত হইয়াছেন, সেই কন্যাকে লাভ করিতে অভিলাষী হইলেন; ইহা দেখিয়া রজনীতে নিদ্রাদেবী, স্বামীর পরনারীগত ভাব বুঝিতে অসমর্থ কামিনীর ন্যায়, অনেক ক্ষণের পর কুমারের নয়নাভিমুখী হইলেন।

প্রত্যূষ সময়ে সমবয়স্ক বাগ্মী বন্দিপুত্রেরা স্তুতিপাঠ করিয়া জ্ঞানালোক সম্পন্ন কুমার অজকে জাগরিত করিতে লাগিল। তাঁহার পীবর অংসস্থল কর্ণভূষণ দ্বারা নিপীড়িত হইয়া গিয়াছিল, এবং অঙ্গের অঙ্গরাগ শয্যার উত্তরীয়পটঘর্ষণে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। "হে মতিমান্ দিগের অগ্রগণ্য! রাত্রি অবসান হইয়াছে; শয্যা পরিহার করুন; বিধাতা ধরিত্রীর ভার দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দিয়াছেন; আপনার পিতা নিদ্রাত্যাগ পূর্ব্বক সেই ভারের এক পার্শ্ব ধারণ করিতেছেন; আপনিও তাহার অপর পার্শ্ব বহনার্থ ধুর্য্যপদ অবলম্বন করুন। আপনি নিদ্রাদেবীর বশীভূত হইয়া লক্ষ্মীকে উপেক্ষা করিলেও, তিনি, রজনীতে পরনারী-সঙ্গ-দর্শনে পতির প্রতি প্রকুপিতা বনিতার ন্যায়, যে চন্দ্রমণ্ডল অবলোকন করিয়া ভবদ্বিরহজনিত ঔৎসুক্য কথঞ্চিৎ নিবারণ করিয়াছিলেন, সেই চন্দ্রও এক্ষণে পশ্চিমদিক্‌শায়ী হইয়া আপনার আননকান্তিসদৃশ শোভা পরিহার করিতেছেন। (অতএব লক্ষ্মী এক্ষণে অনন্যাশ্রয়া হইয়াছেন, আপনি নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে পরিগ্রহ করুন।) এবং তাঁহার পরিগ্রহ হেতু অভ্যন্তরে তরলস্নিগ্ধ-তারকা-বিশিষ্ট ভবদীয় লোচন এবং গর্ভমধ্যে চঞ্চলমধুকরযুক্ত কমল এই উভয়ই এককালে উন্মীলিত হইয়া মনোজ্ঞ শোভা ধারণ পূর্ব্বক সহসা পরস্পর সাদৃশ্য প্রাপ্ত হউক। এই প্রাভাতিক সমীরণ অপরাপর বস্তুর সৌগন্ধ দ্বারা ভবদীয় নিশ্বাসপবনের নৈসর্গিক সৌরভ লাভ করিতে অভিলাষী হইয়াই যেন তরুগণের শিথিলবৃন্ত পুষ্পনিচয় হরণ করিতেছে, এবং অরুণকিরণ-সম্পর্কে বিকসিত কমলকুলের সহিত মিলিত হইতেছে। মার্জিত মুক্তামণি সদৃশ শ্বেতবর্ণ হিমজল-বিন্দু সকল অভ্যন্তর-ভাগে তাম্রবর্ণ বিশিষ্ট তরুপল্লবের উপরি পতিত হইয়া অত্যুৎকৃষ্ট বর্ণ ধারণ করাতে আপনার অধরোষ্ঠে নিপতিত দন্তকান্তি-সমন্বিত বিলাসস্মিতের ন্যায়

শোভা প্রাপ্ত হইয়াছে। যতক্ষণ তেজোনিধি দিবাকর গগনতল আক্রমণ না করিতেছেন, ততক্ষণ অরুণই সহসা তমোরাশি বিনাশ করিয়াছেন। হে বীরবর! আপনি সমরে পুরঃসর হইলে আপনার পিতা কি স্বয়ং শত্রুকুল উচ্ছেদ করেন? ভবদীয় মতঙ্গজগণ উভয় পার্শ্ব পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক নিদ্রা পরিহার করিয়া শব্দায়মান শৃঙ্খলদাম আকর্ষণ করিতে করিতে শয্যা পরিত্যাগ করিতেছে; যাহাদিগের দন্তমুকুল সকলে নবাতপরাগ সংযুক্ত হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন তাহারা গৈরিকধাতুরঞ্জিত শৈলসানু উৎখাত করিয়া আসিয়াছে। হে কমললোচন! আপনার সুদীর্ঘ পটমণ্ডপে নিবদ্ধ এই সকল বনায়ুদেশীয় (পারস্য দেশীয়) তুরঙ্গমগণ নিদ্রা ত্যাগ করিয়া পুরোবর্ত্তী সৈন্ধবশিলাখণ্ড সকল অবলেহন করত মুখনির্গত নিশ্বাস দ্বারা মলিন করিতেছে। পূজার্থ অবলম্বিত পুষ্পমালা সকল ম্লান ও বিরলগ্রন্থন হইয়াছে। প্রদীপালোক পরিবেস-শূন্য হইয়াছে। এবং এই আপনার পঞ্জরস্থিত মঞ্জুলস্বর শুকও আপনার প্রবোধনার্থ অস্মৎপ্রযুক্ত বাক্যগুলি অনুকরণ করিতেছে।

রাজকুমার বন্দিপুত্রদিগের এই প্রকার বাক্যরচনা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ নিদ্রা পরিত্যাগ করিলেন, এবং সুপ্রতীক-নামা ঈশাণ-দিগ্বারণ যেরূপ রাজহংসগণের মদকল-নিনাদে জাগরিত হইয়া গঙ্গার সিকতাময় পুলিন পরিত্যাগ করে। সেইরূপ তিনিও শয্যা পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর চারুপক্ষ্মলোচন নৃপনন্দন শাস্ত্রবিধানানুযায়ী প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া বেশবিন্যাস-নিপুণ ভৃত্যগণ কর্তৃক বিরচিত স্বয়ংবরোপযোগী বেশভূষা পরিধান পূর্ব্বক স্বয়ংবরস্থলে অধিবেশিত রাজসভায় গমন করিলেন।

"অজ-স্বয়ংবরাভিগমন" নামক পঞ্চম সর্গ।

ষষ্ঠ সর্গ।

রাজনন্দন অজ সেই রাজসভায় রাজভোগ্য দ্রব্যে পরিপূরিত মঞ্চোপরি সিংহাসনে সমাসীন মনোহর বেশধারী, বিমানচারী সুরগণের সৌন্দর্য্যাহরণকারী, ভূপালদিগকে অবলোকন করিলেন। কুমারের মনোহর রূপলাবণ্য

দেখিয়া সকলেরই বোধ হইল, যেন ভগবান্ আশুতোষ রতির অনুনয়ে প্রসন্ন হইয়া অনঙ্গকে পুনর্ব্বার স্বকীয় অঙ্গ অর্পণ করিয়াছেন। এইরূপ মনোমোহন-সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন ককুৎস্থকুলপ্রদীপ অজকে সন্দর্শন করিয়া ভূপতিগণের মন ইন্দুমতীলাভে একান্ত নিরাশ হইল। সিংহশাবক যেরূপ শিলা-ভঙ্গী দ্বারা উন্নত শৈলশিখরে আরোহণ করে, সেইরূপ কুমার অজ সুনির্ম্মিত সোপানমার্গদ্বারা ভোজরাজনির্দ্দিষ্ট মঞ্চে আরোহণ করিলেন। তথায় তিনি নীল-পীতাদি নানা উৎকৃষ্ট বর্ণে রঞ্জিত আস্তরণে সমাচ্ছাদিত রত্নময় সিংহাসনে উপবেশন করিয়া, ময়ূরপৃষ্ঠে আরূঢ় কার্ত্তিকেয়ের সদৃশ শোভা ধারণ করিলেন। সেই ভূপতিপরম্পরায় শ্রীদেবী, জলধরমালায় সৌদামিনীর ন্যায়, প্রভাবিশেষের আবির্ভাব হেতু অতিশয় দুর্লক্ষ্য স্বীয় দেহ সহস্র-ভাগে বিভক্ত করিয়া অনির্ব্বচনীয় শোভায় ভাসমান হইলেন। কল্পবৃক্ষ মধ্যে পারিজাতই যেমন সমধিক দীপ্তি পায়, সেইরূপ সেই সকল মহামূল্য সিংহাসনে আসীন উজ্জ্বলবেশধারী ক্ষিতিপালগণের মধ্যে এক মাত্র অজই নিজ তেজঃপ্রভাবে সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক শোভা প্রাপ্ত হইলেন। অলিকুল যেরূপ পুষ্পবৃক্ষ সকল পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী মদস্রাবী গন্ধগজে নিপতিত হয়, সেইরূপ পুরবাসীগণের নেত্রপঙ্ক্তি অন্যান্য সমস্ত ভূপতিগণকে পরিহার পূর্ব্বক সেই অজেরই উপরি নিক্ষিপ্ত হইল।

অনন্তর রাজবংশবেত্তা স্তুতিপাঠকেরা চন্দ্র ও সূর্য্যবংশীয় ভূপতিগণকে স্তব করিতে আরম্ভ করিল; অগুরুসারসমুত্থিত ধূপধূম সমন্তাৎ সঞ্চারিত হইয়া পতাকা পর্য্যন্ত উঠিতে লাগিল; শঙ্খনাদসংমিলিত মাঙ্গলিক তূর্য্য-ধ্বনিতে সমস্ত দিগন্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, সেই ধূম দেখিয়া ও তূর্য্যনিনাদ শুনিয়া উপকণ্ঠস্থিত উপবন-বাসী কলাপিকুল মেঘনাদবোধে উদ্ধত নৃত্য আরম্ভ করিল। এমন সময় স্বয়ংবরা কন্যা ইন্দুমতী বিবাহোপযোগী বেশভূষা ধারণ করিয়া পরিজন-পরিবেষ্টিত মনুষ্যবাহ্য চতুরস্র শিবিকা আরোহণপূর্ব্বক মঞ্চশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী রাজমার্গে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে নরেন্দ্রগণের অন্তঃকরণ শত শত লোচনের একমাত্র লক্ষ্য সেই কন্যারূপ বিধাতার সৃষ্টিবিশেষে নিপতিত হইল; তাঁহাদিগের দেহমাত্র সিংহাসনে পতিত রহিল।

ইন্দুমতীলাভে সঞ্জাতমনোরথ মহীপতিগণের প্রণয়ের প্রথম দূতীস্বরূপ নানাবিধ শৃঙ্গারবিকার, পাদপদিগের কিসলয় শোভার ন্যায়, আবির্ভূত হইল। কোন মহীপতি করযুগল দ্বারা মৃণাল ধারণ করিয়া লীলাকমল ঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন; কমলের চপল পলাশে ভ্রমরগণ অভিহত হইতে লাগিল; এবং উহার অভ্যন্তরে পরাগপুঞ্জ দ্বারা একটী পরিবেষ নির্ম্মিত

হইল। অপর কোন বিলাসী ভূপতি সুচারু মুখমণ্ডল বক্রীকৃত করিয়া, স্কন্ধদেশ হইতে স্খলিত, রত্নখচিত কেয়ুরের কোটিসংলগ্ন, ঋজুলম্বিনী মালা যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিলেন। অন্য কোন নৃপতি শোভমান নেত্রযুগল ঈষৎ অবনত করিয়া, তির্য্যক্‌ভাবে বিস্তৃত নখপ্রভায় মণ্ডিত পাদের আকুঞ্চিত অঙ্গুলিশ্রেণীর অগ্রভাগদ্বারা সুবর্ণময় পাদপীঠ বিলেখন করিতে লাগিলেন। কোন ভূপাল সিংহাসনের একদেশে বামবাহু সংস্থাপনপূর্ব্বক, বাহুসংস্থাপনহেতু বামস্কন্ধ সমধিক উন্নত করিয়া, বামপার্শ্ববর্ত্তী বান্ধবের সহিত সম্ভাষণে প্রবৃত্ত হইলেন; তখন তাঁহার বিবৃত্ত পৃষ্ঠবংশে তদীয় হার বিলুষ্ঠিত হইতে লাগিল। অন্য কোন যুবা প্রেয়সীর নিতম্বদেশ বিক্ষত করণে সুপটু নখাগ্র দ্বারা বিলাসিনীগণের দন্তপত্র নামক বিলাসভূষণস্বরূপ ঈষৎপাণ্ডুবর্ণ কেতকদল খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। কোন ক্ষিতিপতি পদ্মপত্রের ন্যায় ঈষৎতাম্রবর্ণ রেখাধ্বজলাঞ্ছিত করতল দ্বারা রত্নময় অঙ্গুরীয়ের প্রভাজালে সমাচ্ছন্ন পাশ সকল লীলাসহকারে উৎক্ষেপ করিতে লাগিলেন। আর এক জন অবনীনাথ নিজ কিরীট যথাস্থানে সংস্থাপিত থাকিলেও, যেন স্বসন্নিবেশ স্থান হইতে কিঞ্চিৎ বিচলিত হইয়াছে এই ছলে, কিরীটে একটী হস্ত প্রদান করিলেন; হস্তের অঙ্গুলিরন্ধ্র সকল কিরীটস্থিত হীরকের কান্তিচ্ছটায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

অনন্তর নৃপতিগণের কুলশীলজ্ঞা সুনন্দা নাম্নী প্রতীহারী কুমারী ইন্দুমতীকে সর্ব্বাগ্রেই মগধেশ্বরের সমীপে লইয়া গিয়া পুরুষের ন্যায় প্রগল্‌ভবচনে বলিতে লাগিল। এই রাজা শরণার্থিদিগের শরণ্য, এবং অতিগম্ভীরস্বভাব। মগধদেশ ইঁহার রাজধানী। ইনি প্রজারঞ্জনকার্য্যে বিলক্ষণ বিচক্ষণ। ইঁহার নাম পরন্তপ, এবং এই নাম সার্থকও হইয়াছে। অন্যান্য সহস্র সহস্র নরপতি থাকিতেও, এই ভূপতি দ্বারা বসুমতী রাজন্বতী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে; যামিনী নক্ষত্র তারা ও গ্রহগণে সমাকীর্ণ হইলেও কেবল চন্দ্রমা দ্বারাই জ্যোতিষ্মতী বলিয়া খ্যাত হইয়া থাকে। ইনি নিরন্তর যাগ ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিয়া প্রতিনিয়তই সুররাজকে আহ্বান করিয়া থাকেন; সুতরাং শচীদেবীর পাণ্ডুবর্ণ কপোলদেশে লম্বমান অলক সকল চিরকাল মন্দারমালাশূন্য থাকে। এই বরণীয় ভূপতি পাণিগ্রহণ করুন, যদি তোমার এরূপ ইচ্ছা হয়, তবে পাটলীপুত্র নগরে প্রবেশ সময়ে তথাকার প্রাসাদগবাক্ষে দণ্ডায়মান পুরনারীগণের লোচনানন্দ সম্পাদন কর।

সুনন্দা এই প্রকার বলিলে, কৃশাঙ্গী ইন্দুমতী পরন্তপ নৃপতিকে অবলোকনপূর্ব্বক কিছুই না বলিয়া ভাবশূন্য একটী প্রণামদ্বারা তাঁহাকে পরিহার

করিলেন। প্রণামকালে তাঁহার দূর্ব্বাদল-লাঞ্ছিত মধুকমালা ঈষৎ বিস্রস্ত হইয়া পড়িল।

অনন্তর বায়ুবেগে সমুত্থিত তরঙ্গমালা যেমন মানসসরসীর রাজহংসীকে অন্য পদ্মের নিকট লইয়া যায়, তদ্রূপ সেই প্রতীহারী রাজকুমারীকে অন্য রাজার সমীপে লইয়া গেল; এবং কহিল, ইনি অঙ্গদেশের অধীশ্বর; সুরাঙ্গনারাও ইহাঁর যৌবনশ্রী প্রার্থনা করিয়াছিলেন। গজশাস্ত্রপ্রণেতা পালকাদি মহর্ষিগণ ইহাঁর মাতঙ্গদিগকে শিক্ষাদান করিয়াছেন; অতএব ইনি ভূলোকে অবস্থিতি করিয়াও ইন্দ্রসদৃশ সুখভোগ করিতেছেন। এই অঙ্গনাথ বিপু রমণীগণের প্রকৃত হার উন্মোচন করিয়া তাহাদিগের স্তনমণ্ডলে মুক্তাফলের ন্যায় স্থূলতম অশ্রুবিন্দু বিস্তার পূর্ব্বক সূত্ররহিত হার প্রত্যর্পণ করিয়াছেন। লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়েই স্বভাবতঃ স্বতন্ত্রস্থানবাসিনী হইয়াও এই মহারাজে অবিরোধে একত্র বাস করিতেছেন। হে কল্যাণি! তুমিও সৌন্দর্য্য ও সুনৃত বাক্যে সর্ব্বতোভাবে ইহাঁর উপযুক্ত; অতএব লক্ষ্মী ও সরস্বতীর তৃতীয়া সপত্নী হও।

অনন্তর রাজকুমারী অঙ্গরাজ হইতে নয়নযুগল অপনয়ন করিয়া জননীর প্রিয়সখী সুনন্দাকে "যাও" বলিয়া গমনে অনুমতি প্রদান করিলেন। অঙ্গরাজ যে কমনীয়াকৃতি ছিলেন না, এমন নয়, এবং ইন্দুমতীও যে সম্যক্ গুণাগুণ-বিবেচনানভিজ্ঞা, তাহাও নহে; তবে সকলের অভিরুচি সমান নহে।

তাহার পর প্রতীহারী সুনন্দা ইন্দুমতীকে রিপুগণের নিতান্ত দুঃসহ, নবোদিত নিশানাথের ন্যায় মনোজ্ঞদর্শন, অপর এক ভূপতি প্রদর্শন করিয়া কহিল, ইনি অবন্তিদেশের অধিপতি, ইহাঁর বাহুদ্বয় অতি দীর্ঘ, বক্ষঃস্থল অতি বিশাল, এবং কটিদেশ ক্ষীণ ও বর্ত্তুলাকার। শিল্পিবর বিশ্বকর্ম্মা উষ্ণরশ্মিকে চক্রাকৃতি-তক্ষণযন্ত্রে আরোপণ করিয়া যত্নপূর্ব্বক শাণিত করিলে তাঁহার যাদৃশ দীপ্তি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, এই নৃপতিও তাদৃশ শোভায় দীপ্যমান হইতেছেন। এই রাজা প্রভাব, উৎসাহ ও মন্ত্র-জনিত শক্তিত্রয়-সম্পন্ন; ইহাঁর সংগ্রামযাত্রা-সময়ে অগ্রগামী তুরঙ্গগণের খুরাঘাতে সমুত্থিত রেণুরাশি সামন্তরাজাদিগের চূড়ামণিসম্ভূত প্রভাজালের অঙ্কুর পর্য্যন্তও আচ্ছন্ন করিয়া থাকে। এই অবন্তিনাথ মহাকাল নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত চন্দ্রশেখরের অদূরে অবস্থিতি করিয়া কৃষ্ণপক্ষেও প্রিয়তমাগণের সহিত জ্যোৎস্নাময়ী রজনী উপভোগ করিয়া থাকেন। হে রম্ভোরু! এই যুবা মহীপতির সমভিব্যাহারে, শিপ্রা নদীর তরঙ্গোত্থিত বায়ু দ্বারা প্রকম্পিত উদ্যান-পরম্পরায় বিহার করিতে তোমার আন্তরিক অভিলাষ হয় কি? অবন্তিনাথ দিনকরের ন্যায় বন্ধুরূপ

কমলদল বিকসিত এবং প্রতাপ দ্বারা শত্রুরূপ পঙ্ক সংশোষিত করিতেন; সুতরাং কুমুদিনী যেরূপ দিনমণিতে অনুরাগিনী হয়না, সেইরূপ সেই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী কোমলাঙ্গী ইন্দুমতীও অবন্তিনাথে চিত্ত অর্পণ করিলেন না।

অনন্তর সুনন্দা পদ্মোদরের সদৃশ কান্তিমতী সমধিকগুণবতী বিধাতার অভিলষিত সৃষ্টিস্বরূপ সেই সুদতী যুবতীকে অনূপদেশের অধিপতির সম্মুখে উপনীত করিয়া পুনরায় কহিতে লাগিল। পূর্ব্ব কালে কার্ত্তবীর্য্য নামে এক রাজর্ষি ছিলেন। তিনি দত্তাত্রেয় মহর্ষির নিকট যোগশিক্ষা করেন। স্বভাবতঃ দ্বিভুজ হইয়াও দেব-বর-প্রসাদে তিনি সংগ্রামস্থলে সহস্র বাহু প্রাপ্ত হইতেন। তিনি অষ্টাদশ দ্বীপে যজ্ঞীয় যূপকাষ্ঠ নিখাত করিয়াছিলেন; এবং সমস্ত জীবের অনুরঞ্জন করিতেন বলিয়া অনন্যসাধারণ "রাজ" শব্দ লাভ করেন। প্রজারা মনে মনে কোন প্রকার অসৎকার্য্যের চিন্তা করিবামাত্র সেই বিনেতা নরপতি শরাসন-হস্তে তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগের অন্তর্গত অবিনয়ও নিবারণ করিতেন। দেবরাজ-বিজয়ী লঙ্কাপতি রাবণ মৌর্ব্বীগুণ দ্বারা বন্ধন হেতু নিস্পন্দবাহু হইয়া মুখ-পরম্পরায় ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই কার্ত্তবীর্য্যের প্রসাদ কাল পর্য্যন্ত তদীয় কারাগারে বাস করিয়াছিলেন। এই অনূপনাথ তাঁহারই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; ইঁহার নাম প্রতীপ। ইনি সর্ব্বদা জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তিগণের সেবা করেন। ইনি কমলার সংসর্গদোষ-জাত স্বভাবচপলা বলিয়া যে অযশ আছে তাহা নিরাশ করিয়াছেন। এই মহীপতি সংগ্রাম সময়ে হুতাশনের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া, ক্ষত্রিয়কুলের কালরাত্রি-স্বরূপ পরশুরামের অতি তীক্ষ্ণধার পরশুকে উৎপলপত্র-সদৃশ ক্ষীণধার বোধ করিয়া থাকেন। যদি প্রাসাদের গবাক্ষ দ্বার দিয়া মাহিষ্মতী নগরীর প্রাচীর-নিতম্বের রসনা স্বরূপ জলপ্রবাহ-রমণীয় রেবা নদী অবলোকন করিতে অভিলাষ হয়, তাহা হইলে দীর্ঘবাহুশালী এই প্রতীপের অঙ্কলক্ষ্মী হও। শরৎ সময়ে মেঘোপরোধ-নির্ম্মুক্ত পূর্ণ শশধর যেমন নলিনীর প্রণয়পাত্র হয় না, সেই প্রকার সেই ক্ষিতিপতি সম্যক্‌রূপে প্রিয়দর্শন হইলেও, ইন্দুমতীর অনুরাগ-ভাজন হইলেন না।

অনন্তর সেই অন্তঃপুররক্ষী সুনন্দা শূরসেন দেশের অধীশ্বর সুষেণ নামক ভূপতিকে নির্দ্দেশ করিয়া রাজকুমারীকে কহিল। এই রাজার কীর্ত্তি দেবলোকেও উদ্গীত হইয়া থাকে। ইনি আচারপূত স্বীয় পিতৃমাতৃকুলের প্রদীপ-স্বরূপ। নীপ-বংশে ইঁহার জন্মগ্রহণ হইয়াছে। এই ভূপতি যথাবিধানে যাগ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া থাকেন। যেমন পরস্পরবিরোধী জন্তুগণ ঋষ্যাশ্রমে আসিয়া নৈসর্গিক বিরোধ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ পরস্পরবিরুদ্ধ গুণপরম্পরা এই

পার্থিবকে আশ্রয় করিয়া স্বাভাবিক বিরোধবিসর্জ্জন করিয়াছে। এই রাজার শশাঙ্কশোভার সদৃশ নয়নপ্রীতিকর কান্তি স্বভবনে নিক্ষিপ্ত হইয়া বন্ধুবর্গকে আহ্লাদিত করিতেছে; এবং দুর্বিষহ তেজঃপুঞ্জ রিপুসদনে প্রবেশ করিয়া হর্ম্ম্যোপরি তৃণাঙ্কুর সমুৎদান করিতেছে। এই রাজার অন্তঃপুর-নারীগণের জলবিহার সময়ে পয়োধর-লিপ্ত চন্দনের প্রক্ষালন হেতু কলিন্দনন্দিনী মথুরা-বাহিনী হইয়াও যেন গঙ্গাতরঙ্গের সহিত মিলিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছেন এইরূপ বোধ হয়। যমুনা-জলবাসী কালিয় নাগ গরুড়ের ভয়ে ভীত হইয়া এই মহীপালের শরণাগত হয়, ইনি তাহাকে অভয় প্রদান করাতে ইহাঁকে এক মণি দান করে, ইনি সেই বিদারিশোভাবিশিষ্ট মণি বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া কৌস্তভধারী নারায়ণকে যেন লজ্জিত করিতেছেন। হে সুন্দরি! তুমি এই যুবা পুরুষকে পতিরূপে অঙ্গীকার করিয়া যক্ষরাজের চৈত্ররথের অপেক্ষা অন্যূন বৃন্দাবনে কোমল পল্লব রূপ প্রচ্ছদ-পট দ্বারা সমাচ্ছাদিত পুষ্পশয্যায় শয়ন করিয়া যৌবন-সুখ উপভোগ কর; এবং বর্ষাকালে গোবর্দ্ধনগিরির রমণীয় কন্দর মধ্যে জলবিন্দু-সিক্ত শৈলেয়-সুবাসিত শিলাতলে উপবেশন করিয়া ময়ূরগণের নৃত্য নিরীক্ষণ কর। সাগরগামিনী স্রোতস্বিনী যেমন পথিমধ্যে প্রাপ্ত পর্ব্বতকে অতিক্রম করিয়া যায়, সেইরূপ সেই আবর্ত্তের ন্যায় মনোজ্ঞ-নাভি-শালিনী ইন্দুমতী অন্য রাজার রমণী হইবার অভিলাষে সেই ভূপতিকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলেন।

অনন্তর পরিচারিণী সুনন্দা সেই পূর্ণেন্দুমুখী বালা ইন্দুমতীকে বিপক্ষপক্ষ-নিসূদন অঙ্গদ-ভূষিত-ভুজশালী হেমাঙ্গদ নামা কলিঙ্গ-রাজের পুরবর্ত্তিনী করিয়া বলিতে লাগিল। এই রাজেন্দ্র মহেন্দ্র শৈলের সদৃশ সারবান্, ইনি মহেন্দ্রগিরি এবং মহোদধি উভয়েরই অধীশ্বর। ইহাঁর যুদ্ধ-যাত্রাকালে মদ-স্রাবী সেনাগজ-ব্যপদেশে মহেন্দ্র পর্ব্বতই যেন অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া থাকেন। এই সুবাহুসম্পন্ন মহীপতি ধনুর্দ্ধারীদিগের অগ্রগণ্য, ইনি রিপুদিগের বন্দীকৃত রাজলক্ষ্মীর অঞ্জনমিশ্রিত দুই অশ্রুধারার ন্যায় দুই হস্তে দুইটী জ্যাঘাত রেখা ধারণ করিতেছেন। মহাসমুদ্র ইহাঁর প্রাসাদের অতি সন্নিহিত; তাহার বাতায়নে বসিয়া সাগরের তরঙ্গমালা অবলোকন করা যায়। মহোদধির গম্ভীর ধ্বনি থাকাতেই প্রহরাবসান-সূচক তূর্য্যধ্বনির আবশ্যকতা নাই। এবং অর্ণবই নিজসদনে প্রসুপ্ত হেমাঙ্গদকে বন্দির ন্যায় প্রবোধিত করিয়া থাকেন। এই নৃপতির সহিত, তালীবনের মর্ম্মর শব্দে মুখরিত অম্বুরাশির তীরভূমিতে বিহার কর। তথায় সমীরণ দ্বীপান্তর হইতে লবঙ্গ পুষ্প আহরণ করিয়া তোমার বিহারজনিত স্বেদবিন্দু নিরাকরণ করিবে। বিদর্ভ-

রাজাত্মজা ইন্দুমতি সুনন্দা কর্তৃক এই প্রকারে প্রলোভিত হইয়াও, সৌভাগ্য-লক্ষ্মী যেমন পুরুষকার দ্বারা দূর হইতে আকৃষ্ট হইয়াও প্রতিকূল-দৈবাহিত পুরুষ হইতে নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ সেই হেমাঙ্গদের নিকট হইতে পরাবৃত্তমুখী হইলেন; কারণ তিনি কেবল বর্ণন মাত্রেই লুব্ধ হয়েন না, রমণীর আকৃতি সন্দর্শনেই প্রলোভিত হইয়া থাকেন।

অনন্তর দৌবারিকী সুনন্দা অমরসদৃশ রমণীয়াকৃতি নাগপুরের অধীশ্বরের সমীপে গমন করিয়া ভোজাত্মজা ইন্দুমতীকে সম্বোধন করিয়া কহিল। হে চকোরনয়নে! তুমি এই দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর। এই ভূপতি পাণ্ড্যদেশের অধিপতি। ইহাঁর সর্ব্ব শরীর হরিচন্দনের অঙ্গরাগে ভূষিত, এবং লম্ববান হারাবলী স্কন্ধদেশে সংসক্ত রহিয়াছে; সুতরাং নবাত পরাগে সানুপ্রদেশ আরক্ত ও নির্ঝর প্রবাহ নিস্যন্দিত হইলে গিরিরাজের যেরূপ অপূর্ব্ব শোভা হয়, ইহাঁর তদ্রূপ শোভা হইয়াছে। যে ভগবান্ অগস্ত্য বিন্ধ্যাচলের উন্নতি স্থগিত করিয়াছিলেন, এবং যিনি মহাসাগর প্রথমে নিঃশেষ রূপে পান করিয়া পুনর্ব্বার উদ্গার করিয়াছিলেন, তিনিই এই রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞের স্নানান্তে শরীর আর্দ্র হইলে প্রীতিপূর্ব্বক মঙ্গল-স্নান জিজ্ঞাসা করেন। ইনি মহাদেবের নিকট হইতে ব্রহ্মশিরোনামক এক দুর্ল্লভ অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুতরাং অতি গর্ব্বিত দশানন এই ভূপতি হইতে খর দূষণাদির বাসস্থান জনস্থানের বিনাশ আশঙ্কা করিয়া ইহাঁর সহিত সন্ধি স্থাপন পূর্ব্বক ইন্দ্রলোক পরাজয় করণার্থ প্রস্থান করিয়াছিলেন। মহৎকুল-প্রসূত এই পাণ্ড্যরাজ যথাবিধানে তোমার পাণিগ্রহণ করিলে, মহীয়সী বসুমতীর ন্যায় তুমিও রত্নপূরিত রত্নাকর রূপ মেখলায় পরিবেষ্টিত দক্ষিণ দিকের সপত্নী হও। যেখানে তাম্বুল-বল্লী সকল পূগতরুদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, যেথায় এলালতাগণ চন্দনদ্রুমকে আলিঙ্গন করিয়া প্রবৃদ্ধ হইতেছে, এবং যেখানে তমালপত্র দ্বারা শয্যার আস্তরণ বিরচিত হইয়া থাকে, তুমি প্রসন্ন হইয়া সেই সকল মলয়-স্থলীতে নিরন্তর বিহার কর। এই রাজা ইন্দীবরের ন্যায় শ্যামকলেবর, এবং তোমারও শরীরযষ্টি গোরচনার সদৃশ গৌরবর্ণ; অতএব জলদ ও বিদ্যুতের সমাগমের ন্যায় তোমাদিগের পরস্পর সংযোগে পরস্পরের শোভা সম্বর্দ্ধন করুক।

দিনকরের অদর্শন হেতু মুকুলিত অরবিন্দে যেরূপ যামিনীনায়কের কিরণজাল স্থান লাভ করিতে পারে না, তদ্রূপ সুনন্দা সেই সমস্ত উপদেশ বাক্য ভোজ ভগিনী ইন্দুমতীর মনোমধ্যে অবকাশ প্রাপ্ত হইল না। যেমন নিশীথসময়ে কোন সঞ্চারিণী দীপশিখা রাজমার্গের পার্শ্বস্থ অতিক্রান্ত সৌধ-

ধরণীকে তিমিরাবগুণ্ঠিত করে সেইরূপ স্বয়ংবরা ইন্দুমতি যে যে ভূপালকে অতিক্রম করিয়া চলিলেন, তাঁহারা সকলেই বিষাদে বিবর্ণভাব প্রাপ্ত হইলেন।

অনন্তর রাজকুমারী অজের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলে, তিনি "আমাকে বরণ করে কি না" ভাবিয়া সাতিশয় সমাকুল হইলেন। কিন্তু তাঁহার দক্ষিণ হস্ত অঙ্গদ-বন্ধন স্থানের স্পন্দন দ্বারা তাঁহার সেই সংশয় অপনয়ন করিল। রাজকুমারী সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নৃপনন্দকে প্রাপ্ত হইয়া অন্য ভূপতি সন্নিধানে গমন হইতে নিবৃত্ত হইলেন; ভ্রমরাবলী প্রফুল্ল সহকার তরু পাইলে কখন বৃক্ষান্তরের আকাঙ্ক্ষা করে না।

অবসরজ্ঞা সুনন্দা ইন্দুপ্রভা ইন্দুমতিকে সেই যুবার প্রতি আসক্তহৃদয়া দেখিয়া বিস্তার পূর্ব্বক কহিতে আরম্ভ করিল। প্রখ্যাত-গুণ-সম্পন্ন ভূপতি প্রধান ককুৎস্থ নামে ইক্ষ্বাকুবংশীয় এক রাজা ছিলেন। উত্তরকোশলার অধীশ্বর মহাশয় মহীপতিগণ সেই রাজা হইতেই শ্লাঘনীয় "কাকুৎস্থ" নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। যে ককুৎস্থ ভূপতি দেবাসুর যুদ্ধে মহাবৃষভরূপী মহেন্দ্রে আরোহণ করিয়া পিনাক-পাণির লীলা ধারণ পূর্ব্বক বাণ দ্বারা অসুরাঙ্গনাদিগের কপলোদেশ পত্ররচনা-বিহীন করিয়াছিলেন, এবং দেবরাজ বৃষরাজরূপ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় প্রকৃষ্ট মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিলেও যিনি স্বকীয় অঙ্গদ দ্বারা বাসবের ঐরাবত-তাড়ন হেতু শিথিল-বন্ধ অঙ্গদ সঙ্ঘট্টিত করিয়া তদীয় সিংহাসনের অর্দ্ধাংশে উপবেশন করিতেন; সেই ককুৎস্থ ভূপালের বংশে মহাযশা কুলপ্রদীপ দিলীপনামা রাজর্ষি জন্ম পরিগ্রহণ করেন। তিনি সুররাজের অসূয়ানিবারণের নিমিত্তই একোনশত যজ্ঞ করিয়াই নিবৃত্ত ছিলেন। তাঁহার রাজ্যশাসন সময়ে মদমত্ত কামিনীগণ বিহারস্থানের অর্দ্ধপথে নিদ্রাগত হইলে সমীরণও উহাদের বস্ত্রনিচয় কম্পিত করিতে সাহসী হইত না; সুতরাং অপর ব্যক্তি বস্ত্রহরণার্থ কিপ্রকারে হস্ত প্রসারণ করিবে? এক্ষণে তাঁহার তনয় বিশ্বজিৎ নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা রঘুরাজ তদীয় পদ প্রতিপালন করিতেছেন; তিনি চতুর্দ্দিক হইতে সমাহৃত ও সম্যক্ পরিবর্দ্ধিত সম্পত্তির মধ্যে মৃণ্ময় পাত্র মাত্র অবশিষ্ট রাখিয়াছিলেন। পরিমাণ দ্বারা তাঁহার যশের ইয়ত্তা করা অতি কঠিন; উহা পর্ব্বতে আরোহণ করিয়াছে, মহাসাগর অবগাহন করিয়াছে, ভুজঙ্গদিগের বাসস্থান পাতালেও প্রবেশ করিয়াছে, এবং দেবলোকেও গিয়াছে; উহা ভূত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ তিন কালেই অবিচ্ছিন্ন। জয়ন্ত যেমন সুরলোকপতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, তদ্রূপ এই কুমার অজ সেই রঘু হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি এক্ষণে শিক্ষণীয় অবস্থায়

থাকিয়াও চিরধুরন্ধর পিতা রঘুরাজের সদৃশ ভুবনমণ্ডলের অতি গুরুতর ভার ধারণ করিতেছেন। এই রাজকুমার কুল, রূপ লাবণ্য, অভিনব যৌবন, এবং সেই সমস্ত বিনয়প্রধান গুণপরম্পরা দ্বারা তোমার অনুরূপ; অতএব তুমি ইঁহাকে বরণ কর; রত্ন কাঞ্চনেরই সহিত সমাগত হউক।

অনন্তর নরেন্দ্রকুমারী ইন্দুমতী সুনন্দার বচনাবসানে কুমারীজনসুলভ লজ্জা সঙ্কোচ করিয়া মনঃপ্রসাদ হেতু প্রসন্ন দৃষ্টিপাত দ্বারা বরণমালা দ্বারাই যেন, কুমারকে প্রতিগ্রহ করিলেন। তিনি লজ্জাবশতঃ সেই যুবরাজের প্রতি সঞ্জাত স্বকীয় অনুরাগ-বন্ধন ব্যক্ত করিয়া বলিতে পারিলেন না; কিন্তু কুঞ্চিতকুন্তলা কুমারীর সেই অনুরাগ রোমাঞ্চচ্ছলে তদীয় শরীরযষ্টি ভেদ করিয়া বহির্গত হইল। প্রিয়সখী ইন্দুমতী তদবস্থাপন্ন হইলে, সহচরী বেত্রধারিণী সুনন্দা পরিহাস পূর্ব্বক কহিল, আর্য্যে! চল এখন অন্য নৃপতির সমীপে গমন করি। এই কথায় বধূ ইন্দুমতী রোষ-কুটিল-লোচনে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিলেন। অনন্তর করভোপম-উরুযুগল-সম্পন্না রাজকুমারী ধাত্রী মাতা সুনন্দার হস্ত দ্বারা রঘুনন্দন অজের কণ্ঠে মূর্ত্তিমান্ অনুরাগের ন্যায় মঙ্গল-চূর্ণ-লোহিত বরমাল্য যথাস্থানে সন্নিবেশিত করাইলেন। বরণীয় অজ বিশাল বক্ষঃস্থলে লম্ববান মধুকাদি-মঙ্গল-পুষ্পময়ী সেই মালা পাইয়া ভাবিলেন, যেন বিদর্ভরাজানুজা ইন্দুমতীই তাঁহার কণ্ঠে বাহুলতা সমর্পণ করিয়াছেন।

সেই স্বয়ংবর-সভায় সমুপস্থিত পুরবাসীরা সমান-গুণশালী বর কন্যার সমাগমে সাতিশয় প্রীত হইয়া এক বাক্যে কহিতে লাগিল—এই রঘুনন্দন-সঙ্গতা ইন্দুমতী মেঘনির্ম্মুক্ত শশাঙ্কের সহিত মিলিতা কৌমুদীর ন্যায়, এবং অনুরূপ জলধিতে অবতীর্ণা ভাগীরথীর সদৃশ শোভা পাইতেছেন। কিন্তু এই কথাটী অন্যান্য নৃপগণের নিতান্ত শ্রবণকটু হইয়া উঠিল। একদিকে বরপক্ষীয়গণের হর্ষ এবং অন্য দিকে বিপক্ষগণের বিষাদ ঘটিল; সুতরাং প্রাতঃকালে একদিকে কমলদল প্রফুল্ল, এবং অন্য দিকে কুমুদবন মুকুলিত হইলে সরোবরের যেরূপ শোভা হয়, সেই ভূপতিমণ্ডলও সেইরূপ শোভা ধারণ করিল।

"স্বয়ংবর বর্ণন" নামক ষষ্ঠ সর্গ।

সপ্তম সর্গ।

অনন্তর বিদর্ভনাথ সাক্ষাৎ ষড়াননের সহিত মিলিতা দেবসেনার ন্যায় অনুরূপ বরের সহিত সঙ্গতা ভগিনী ইন্দুমতীকে লইয়া পুরঃপ্রবেশে অভিমুখ হইলেন। মহীপালগণও ইন্দুমতী-লাভের মনোরথ বিফল হওয়াতে স্বকীয় রূপ, বেশাদির নিন্দা করিতে করিতে প্রাভাতিক গ্রহগণের ন্যায় ক্ষীণকান্তি হইয়া স্ব স্ব শিবিরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। শাস্ত্রে এইরূপ কথিত আছে, শচী দেবী স্বয়ং স্বয়ংবর সভায় অধিষ্ঠান করিয়া স্বয়ংবর-বিঘ্নকারীদিগকে বিনাশ করেন; সুতরাং সেই সভায় ইন্দ্রাণীর অধিষ্ঠান হেতু কেহই তথাকার কোন প্রকার বিঘ্ন উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় নাই। এই কারণেই ভূপালগণ ককুৎস্থ-কুলোদ্ভব অজের শুভদ্বেষী হইলেও তৎকালে ক্ষান্ত হইয়া রহিলেন।

পরে বর বধূসমভিব্যাহারে রাজপথে উপনীত হইলেন। তথায় অভিনব পুষ্পমালা প্রভৃতি নানাবিধ উপচার সামগ্রী সমন্তাৎ সমাকীর্ণ হইয়াছিল; তোরণ সকল ইন্দ্রায়ুধ-সদৃশ দীপ্তি ধারণ করিয়াছিল; এবং ধ্বজপটচ্ছায়ায় তপনাতপ একবারে নিবারিত হইয়াছিল। অনন্তর সুবর্ণ-গবাক্ষ-শোভিত সৌধমালার উপরি বরদর্শনার্থ তৎপর পুরসুন্দরীগণের নানাবিধ ব্যাপার ঘটিল; তৎকালে সকলেই অপর সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিল। কোন কামিনী, গবাক্ষ সমীপে দ্রুতপদে গমন হেতু কেশপাশের বন্ধন উন্মুক্ত ও তত্রস্থ মালা বিগলিত হইলেও, করদ্বারা ধারণ করিয়াই চলিল, বন্ধন করিবার কথা একবার মনেও করিল না। কোন সুন্দরী প্রসাধিকার হস্তস্থিত চরণাগ্র আর্দ্রালক্তকরঞ্জিত হইলেও বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া লীলামন্দ গতি পরিহার পূর্ব্বক গবাক্ষ পর্য্যন্ত পথ অলক্তকরাগে অঙ্কিত করিল। অপর এক নায়িকা সম্ভ্রমহেতু অগ্রে দক্ষিণ লোচন অঞ্জনদ্বারা অলঙ্কৃত এবং বামনয়ন অঞ্জনবঞ্চিত করিয়া তুলিকাটী ধারণপূর্ব্বক সেই প্রকার দ্রুতগমনে গবাক্ষ সন্নিধানে গমন করিল। আর একজন রমণী গবাক্ষ মধ্য দিয়া এত অভিনিবিষ্ট চিত্তে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিল, যে গতিবেগে খলিত নীবী বন্ধন করিল না, কেবল নাভিদেশে পতিত স্বর্ণালঙ্কারপ্রভায় ভূষিত হস্ত দ্বারা বসন ধারণ করিয়া রহিল। কোন বিলাসিনী রসনা-দাম অর্দ্ধেক গুম্ফিত করিয়াছিল, এমত সময়ে সত্বর উত্থান হেতু রসনাগ্রথিত মণিসকল উদ্‌ভ্রান্ত গমনে প্রতিপদেই বিগ-

লিত হইয়া পড়িল, এবং তৎকালে তাহার অঙ্গুষ্ঠমূলে কেবল সূত্র মাত্র অবশিষ্ট রহিল।

বরদর্শনে একান্তকৌতূহলাক্রান্ত কামিনীকুলের আসবগন্ধপূর্ণ চঞ্চললোচন আননপরম্পরায় গবাক্ষমধ্যদেশ ব্যাপ্ত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন উহা মকরন্দগন্ধপূর্ণ চপলমধুকর সহস্রদলে অলঙ্কৃত হইয়াছে। যুবতীগণ বিষয়ান্তরজ্ঞান-শূন্য হইয়া রঘুকুলপ্রসূত অজের প্রতি সতৃষ্ণনয়নে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল; তৎকালে বোধ হইল যেন তাহাদিগের শ্রোত্রাদি অন্যান্য ইন্দ্রিয়বৃত্তিসকলই সর্বতোভাবে চক্ষুতেই প্রবেশ করিয়াছে। তখন পুরনারীগণ পরস্পর কহিতে লাগিল, "অনেকানেক পরোক্ষ ভূপতি ভূয়োভূয়ঃ প্রার্থনা করিলেও ইন্দুমতী যে স্বয়ংবরই মনোনীত করিয়াছিলেন তাহা উত্তমই হইয়াছে; নতুবা পদ্মা যেমন নারায়ণকে লাভ করিয়াছেন, সেইরূপ ইনি কি প্রকারে আত্মসদৃশ কমনীয় বর লাভ করিতেন। প্রজাপতি যদি স্পৃহনীয়-সৌন্দর্য্যশালী এই দম্পতীকে পরস্পর সংযোজিত না করিতেন, তাহা হইলে, তিনি এই যুবকযুবতীর রূপলাবণ্য নির্ম্মাণে যে যত্ন পাইয়াছেন তাহা সকলই নিষ্ফল হইত। বোধ হয় ইঁহারা পূর্ব্বে রতি ও কামদেব ছিলেন; নতুবা এই বালিকা ইন্দুমতী সহস্র সহস্র ভূপতি মধ্যে কি প্রকারে আপনার প্রতিরূপ পতি লাভ করিলেন। ইহাতে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, মন জন্মান্তরীণ সম্মিলন অবগত হইতে পারে"। নরেন্দ্রকুমার এই প্রকারে পুরনারীগণের মুখনিঃসৃত শ্রবণসুখকর বাক্য শ্রবণ করিয়া নানাবিধমঙ্গলোপচারে সুশোভিত সম্বন্ধী ভোজরাজের সদনে সমুপস্থিত হইলেন।

অনন্তর তিনি কামরূপেশ্বরের হস্তধারণ পূর্ব্বক ত্বরায় করিণীপৃষ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভোজপ্রদর্শিত অন্তঃপুরচত্বরে প্রবেশ করিলেন এবং তৎসঙ্গেই যেন কামিনীগণের হৃদয়মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তথায় কুমার মহামূল্য সিংহাসনে আসীন হইয়া ভোজপ্রদত্ত দুকূলযুগল, রত্নসমূহ এবং মধুপর্কসমন্বিত অর্ঘ্য গ্রহণ করিলেন। তখন অপর নারীগণ তাঁহার প্রতি কটাক্ষ পাত করিতে লাগিল। তৎপরে অভিনব ইন্দুকিরণ যেরূপ ফেনরাজিবিরাজিত মহোদধিকে বেলাসমীপে লইয়া যায়; তদ্রূপ শুদ্ধান্তাধিকৃত বিনীত ভৃত্যেরা দুকূলধারী কুমারকে ইন্দুমতীসন্নিধানে লইয়া গেল। তথায় অনল সমতেজস্বী পূজনীয় ভোজপুরোহিত ঘৃতাদি দ্বারা দীপ্ত বহ্নিতে হোম করিয়া এবং সেই বহ্নিকেই বিবাহের সাক্ষিস্বরূপ সংস্থাপন পূর্ব্বক বর ও বধূকে সংযোজিত করিয়া দিলেন। তখন সহকারবৃক্ষ স্বীয় পল্লবের উপরি কোন সন্নিহিত অশোকলতার প্রবাল প্রাপ্ত হইলে যেরূপ শোভা ধারণ করে, সেইরূপ রাজকুমার

অজও স্বকীয় হস্ত দ্বারা বধূর হস্ত ধারণ করিয়া সাতিশয় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। কুমারের প্রকোষ্ঠদেশ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, এবং রাজকুমারীরও অঙ্গুলিসকল স্বেদজলে আপ্লুত হইল; ইহাতে বোধ হইল, কন্দর্প যেন তৎকালে সেই দম্পতীতে সাত্ত্বিকভাবরূপ আত্মব্যাপার সমভাগে বিভক্ত করিয়া দিলেন। বধূ ও বরের পরস্পর সতৃষ্ণ দৃষ্টি একবার অপাঙ্গদেশে প্রতিসারিত অমনি ঈষদ্দর্শনমাত্র প্রতিনিবর্ত্তিত হওয়াতে একপ্রকার অনির্ব্বচনীয় ব্রীড়াযন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিল। ঐ দম্পতী উদ্গতশিখাশালী হুতাশনের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে, সুমেরু শৈলের সমন্তাৎ পরিবেষ্টমান পরস্পরসংলগ্ন দিনযামিনীর শোভা হরণ করিলেন। পরে মত্তচকোরনয়না গুরুনিতম্বিনী নববধূ ইন্দুমতী বিধাতৃসদৃশ পুরোধার আদেশানুসারে সলজ্জভাবে অনলে লাজাঞ্জলি নিক্ষেপ করিলেন। তখন হুতাশন হইতে ঘৃত, শমীপল্লব, এবং লাজের গন্ধসংযুক্ত পবিত্র ধূম উত্থিত হইল; উহার শিখা ইন্দুমতীর কপোলদেশে সংস্পর্শ লাভ করিয়া ক্ষণকাল কর্ণোৎপল সদৃশ শোভা প্রাপ্ত হইল। সেই আচারার্থ গৃহীত ধূমজালের মহিমা ইন্দুমতীর মুখে বিলক্ষণ লক্ষিত হইতে লাগিল; লোচনযুগল অঞ্জনমিশ্র বাষ্পজলে সমাকুল হইল; কর্ণভূষণভূত যবাঙ্কুর সম্যক্‌রূপে ম্লান হইয়া গেল, এবং গণ্ডস্থল পাটলবর্ণ হইয়া উঠিল। অনন্তর স্নাতকগণ, বন্ধুজনসমেত ভোজরাজ এবং পুরন্ধ্রীবর্গ, কনকময় আসনে সমাসীন কন্যা ও কুমারের মস্তকে ক্রমান্বয়ে আর্দ্র অক্ষত বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে সমধিকসম্পত্তিসম্পন্ন ভোজকুলপ্রদীপ ভোজরাজ ভগিনী ইন্দুমতীর পাণিগ্রহণকার্য্য সম্পাদন করিয়া, অন্যান্য মহীপতিগণের পৃথক্ পৃথক্ সৎকার করিবার নিমিত্ত অধিকৃত ব্যক্তিদিগকে অনুমতি করিলেন। ভূপতিগণ, উপরিভাগে প্রসন্ন কিন্তু অভ্যন্তরে গূঢ়নক্র হ্রদের ন্যায়, হাস্যপরিহাসাদি বাহ্য সন্তোষচিহ্ন দ্বারা আন্তরিক দুরন্মৎসর সংগোপিত করিয়া ভোজপ্রদত্ত পূজার সামগ্রীসকল উপঢৌকনচ্ছলে তাঁহাকেই প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক আমন্ত্রণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা অজের প্রস্থানসময়প্রাপ্ত সেই প্রমদারূপ উপভোগবস্তু গ্রহণ করিবার অভিলাষে পূর্ব্বেই পরস্পর সঙ্কেত করিয়া রাখিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার গমনপথ অবরোধ করিয়া রহিলেন।

এ দিকে ক্রথকৈশিকদেশের অধিপতি ভোজরাজ ভগিনীর বিবাহবিধি নির্ব্বাহ করিয়া তাঁহাকে স্বকীয় উৎসাহানুরূপ যৌতুক দান পূর্ব্বক রঘুতনয়কে বিদায় করিলেন এবং স্বয়ং তাঁহার অনুগমন করিলেন। ত্রিলোকপ্রথিত অজের সহিত পথে তিন রাত্রি বাস করিয়া, পর্ব্বসময় অতি-

ক্রান্ত হইলে, শশধর যেমন দিবাকর হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন, সেইরূপ তাঁহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

কোশলেশ্বর রঘুরাজ দিগ্বিজয়কালে প্রত্যেক ভূপতিরই সর্ব্বস্বগ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং প্রথমাবধিই তাঁহারা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বদ্ধবৈর হইয়াছিলেন; সেই হেতু এক্ষণে সকলে সমবেত হইয়া তৎপুত্র অজের শ্রীরত্নলাভ সহ্য করিতে পারিলেন না। প্রহ্লাদ যেরূপ বলিরাজনির্দ্দিষ্ট সম্পদ্ গ্রহণে প্রবৃত্ত ত্রিবিক্রম বামনরূপী নারায়ণের চরণ রোধ করিয়াছিল, সেইরূপ সেই উদ্ধত রাজন্যগণ ভোজকুলজা কন্যা সমেত অজকে পথে অবরোধ করিলেন। কুমার বহুসংখ্যক যোধপরিবারিত পৈতৃক সচিবকে ইন্দুমতীর রক্ষার্থ আদেশ করিয়া, উত্তুঙ্গতরঙ্গভীষণ শোণনদ যেরূপ ভাগীরথীকে প্রতিগ্রহ করিয়াছিল, সেইরূপ সেই রাজসেনা আক্রমণ করিলেন। পদাতি পদাতির সহিত, রথী রথীর সহিত, অশ্বারোহী অশ্বারোহীর সহিত, এবং গজারোহী গজারোহীর সহিত সম্মুখযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল; এইরূপে সমানজাতীয় যোধগণে তুমুল সংগ্রাম চলিতে লাগিল। ঘোরতর তূর্য্যধ্বনি হওয়াতে ধনুর্দ্ধারী বীরগণ পরস্পরের বাক্য স্পষ্টরূপে অবগত না হইয়া স্ব স্ব কুলের নাম মুখে উচ্চারণ করিল না; কেবল বাণলিখিত অক্ষরাবলী দ্বারাই পরস্পরের প্রখ্যাত নাম জ্ঞাত করিতে লাগিল।

সমরভূমির রেণুরাশি অশ্বখুর দ্বারা উত্থাপিত, রথাবলীর চক্রে ঘনীকৃত, এবং কুঞ্জরশ্রেণীর কর্ণচালনে দূরপ্রসারিত হইয়া চন্দ্রাতপের ন্যায় সূর্য্যমণ্ডল রোধ করিল। মৎস্যাকৃতি ধ্বজসকল বায়ুবেগবশতঃ বিদীর্ণ মুখ দ্বারা অতি বহুল সৈন্যরেণু পান করিয়া, নিতান্ত আবিল নবসলিল পানে প্রবৃত্ত প্রকৃত মৎস্যের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইল। ধূলিপটল ক্রমে ঘনীভূত হইলে, চক্রধ্বনি শ্রবণে রথ, এবং কণ্ঠলম্বিত চঞ্চল ঘণ্টারবে হস্তী অনুমিত হইতে লাগিল; এবং যোধগণ স্ব স্ব স্বামীর নামোচ্চারণ করিয়া স্বপর বিবেচনা করিয়া লইতে লাগিল। ঘোররূপ অন্ধকার সমরভূমি ব্যাপ্ত করিয়া দর্শনপথ অবরোধ করিয়া ফেলিলে, শস্ত্রাহত অশ্ব হস্তী ও বীরগণের শরীরনির্গলিত শোণিতপ্রবাহ তৎকালে বালার্কসদৃশ হইয়া আবির্ভূত হইল। রেণুজাল শোণিত দ্বারা ছিন্নমূল এবং উপরিদেশে পবন দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া অঙ্গারাবশিষ্ট হুতাশনের পূর্ব্বোত্থিত ধূমরাশির ন্যায় বিরাজিত হইতে লাগিল।

প্রতিযোদ্ধার অস্ত্রপ্রহারে মূর্চ্ছিত রথীদিগকে লইয়া সারথিগণ রথাশ্বদিগকে প্রত্যাবর্ত্তিত করিয়াছিল, পরে মূর্চ্ছাপগমে রথিগণ সারথিদিগকে তিরস্কার করিয়া যে সকল শত্রু কর্তৃক আপনারা পূর্ব্বে আহত হইয়াছিল, পূর্ব্ব

দৃষ্ট পতাকা দ্বারা তাহাদিগকে পরিজ্ঞাত হইয়া পুনর্ব্বার ক্রোধভরে তাহাদিগকেই প্রহার করিতে লাগিল। কৃতহস্ত ধনুর্দ্ধারীদিগের বাণপবম্পরা অর্দ্ধপথে শত্রুশরচ্ছিন্ন হইলেও তাহাদিগের লৌহফলবিশিষ্ট পূর্ব্বার্দ্ধভাগ নিজ বেগ প্রভাবে লক্ষ্যেই গিয়া পড়িতে লাগিল। হস্তিযুদ্ধে আধোরণদিগের মস্তকসকল ক্ষুরাগ্রসদৃশ খরধার শাণিত চক্রাস্ত্র দ্বারা ছিন্ন হইলেও, শ্যেনপক্ষীর নখাগ্রে কেশকলাপ সংযুক্ত হওয়াতে, অনেক বিলম্বে ভূতলে পতিত হইল। কোন অশ্বারোহী, প্রথমেই প্রচণ্ড প্রহার করাতে প্রতিযোদ্ধা অশ্বারোহী অশ্বস্কন্ধে অবলম্বদেহ ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল সুতরাং আর প্রতিপ্রহারে সমর্থ হইল না, দেখিয়া তাহাকে আর প্রহার [illegible]ল না, কিন্তু তাহার পুনঃসংজ্ঞালাভ আকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিল। নিজ প্রাণরক্ষণে নিস্পৃহ কবচধারী যোধগণের কোষনিষ্কাশিত অসিদণ্ড মাতঙ্গদিগের প্রকাণ্ড দন্তে নিপতিত হওয়াতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উদ্গত হইতে লাগিল, তদ্দর্শনে করিগণ ভীত হইয়া শুণ্ডনির্গত জলকণাদ্বারা তাহা নির্ব্বাণ করিতে লাগিল।

তৎকালে রণভূমি যমরাজের পানভূমির ন্যায় শোভা ধারণ করিল; উহা শরনিকৃত্ত শিরঃসমূহরূপ ফলসকলে সমাকীর্ণ; শিরশ্চ্যুত শিরস্ত্রাণ রূপ চষকে সমাবৃত; এবং রুধিরধারারূপ আসবপ্রবাহে বিরাজিত হইল। কোন শৃগালী উভয় প্রান্তে বিহঙ্গকুল কর্ত্তৃক নিকুষিত এক খণ্ড হস্ত সেই সকল বিহঙ্গের নিকট হইতে আচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া নিতান্ত মাংসপ্রিয়া হইয়াও অঙ্গদের অগ্রভাগ দ্বারা তালুদেশ ক্ষত হওয়াতে উহা অগত্যা পরিত্যাগ করিল। কোন বীর বিপক্ষের খড়্গাঘাতে ছিন্নমস্তক হইয়া তৎক্ষণাৎ দেবত্ব প্রাপ্তিপূর্ব্বক সুরাঙ্গনাকে নিজ বামোৎসঙ্গে সংস্থাপিত করিয়া, স্বীয় কবন্ধ সমরক্ষেত্রে নৃত্য করিতেছে দেখিতে লাগিল। অন্য দুই বীর পরস্পর পরস্পরের সারথিকে বিনষ্ট করাতে আপনারাই সারথি ও রথী উভয় কার্য্যই সম্পাদন করিতে লাগিল; পরে উভয়ের অশ্ব নিহত হইলে, অনেক ক্ষণ গদা দ্বারা যুদ্ধ করিতে লাগিল, পরিশেষে গদা ভগ্ন হইলে বাহুযুদ্ধ আরম্ভ করিল এবং তাহাতেই বিনাশ প্রাপ্ত হইল। কোন দুই বীর পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করাতে ক্ষতবিক্ষতশরীর এবং সমকালেই প্রাণবিহীন হইয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াও এক অপ্সরা লইয়া বিবাদ করিতে লাগিল।

এইরূপে, মহোদধির দুই উত্তুঙ্গ তরঙ্গ যেমন পশ্চাৎ ও পুরোবর্ত্তী বায়ুতের গতিপর্য্যায়ক্রমে উন্নত, ও অবনত হইয়া থাকে, সেইরূপ সেই দুই সেনাব্যূহ অব্যবস্থিতরূপে পরস্পর কখন জয়, কখন বা পরাজয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল। মহাবলপরাক্রান্ত অজ, বিজৈষক অরিসৈন্য দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন হইলেও

শত্রুসেনাভিমুখে গমন করিলেন ; কারণ, সমীরণবেগে ধূম তৃণ হইতে অপসারিত হইতে পারে, কিন্তু হুতাশন, যেখানে তৃণ থাকে, সেই খানেই গমন করে। বরাহরূপী নারায়ণ যেরূপ কল্পান্তসময়ে উচ্ছলিত মহোদধির সলিলরাশি নিরোধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ অদ্বিতীয় বীর রণদৃপ্ত রাজকুমার রথারোহণ পূর্ব্বক তূণীর, কবচ ও শরাসন ধারণ করিয়া সেই রাজগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। সমরস্থলে তিনি অতিমনোহর দক্ষিণ হস্ত খানি তূণীরমুখেই ব্যাপৃত রাখিয়াছেন এরূপ দৃষ্ট হইতে লাগিল ; এবং বোধ হইল যেন যোধপ্রধান কুমারের একমাত্র আকর্ণকৃষ্ট মৌর্ব্বীই রিপুনাশক শরনিকর প্রসব করিতেছে। তিনি শত্রুগণের অতি ভীষণ মস্তক সকল ভল্লাস্ত্র দ্বারা ছিন্ন করিয়া ধরাতল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন ; ঐ সকল মুখে অধরোষ্ঠ ক্রোধহেতু দষ্ট হওয়াতে সমধিক লোহিতবর্ণ ধারণ করিয়াছিল ; স্পষ্টলক্ষিত ঊর্দ্ধরেখাময় ভ্রুকুটী বিরাজমান ছিল ; এবং তখনও মুখাভ্যন্তরে হুঙ্কারশব্দ শ্রুত হইতেছিল। ভূপতিগণ সংগ্রামস্থলে দ্বিরদপ্রধান চতুরঙ্গ সেনা এবং কবচভেদী সর্ব্বপ্রকার অস্ত্র শস্ত্র সহায় করিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে কুমার অজকে প্রহার করিতে লাগিলেন। শত্রুদিগের শস্ত্রজালে কুমারের রথ সমাচ্ছন্ন হইলে উহার ধ্বজাগ্রমাত্র দৃষ্ট হইতে লাগিল। তাহাতে নীহারসমাচ্ছন্ন প্রাতঃকাল ঈষৎপ্রকাশিত দিনকর-কিরণে যেরূপ রমণীয় হয়, অজও সেইরূপ সুশোভিত হইলেন।

তখন কন্দর্পসদৃশ কমনীয়াকৃতি নিরন্তরজাগরূক রাজাধিরাজতনয় কুমার অজ ভূপতিদিগকে লক্ষ্য করিয়া প্রিয়ম্বদ হইতে অধিকৃত প্রস্বাপন নামক গান্ধর্ব্ব অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। তৎক্ষণাৎ সেই সমস্ত নরেন্দ্রসৈন্য নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল ধনুরাকর্ষণে উহাদের হস্ত আর প্রসারিত হইল না ; উষ্ণীষসকল এক স্কন্ধে স্রস্ত হইয়া পড়িল, এবং শরীর ধ্বজস্তম্ভে নিমগ্ন হইয়া রহিল।

অনন্তর রাজকুমার অজ প্রিয়াধরপরিভুক্ত অধরোষ্ঠে শঙ্খ সন্নিবেশিত করিয়া মুখমারুতে পরিপূরিত করিতে লাগিলেন ; ধবল শঙ্খ মুখসন্নিহিত হওয়াতে বোধ হইল যেন অদ্বিতীয়বীর কুমার স্বহস্তার্জ্জিত মূর্ত্তিমান যশই পান করিতেছেন। শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া তদীয় যোধগণ কুমারেরই শঙ্খ ধ্বনিত হইতেছে নিশ্চয় করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল, এবং আসিয়া দেখিল নররাজতনয় নিদ্রিত শত্রুসমূহ মধ্যে থাকিয়া মুকুলিত পঙ্কজদলের মধ্যে প্রতিবিম্বিত শশাঙ্কের ন্যায় বিরাজমান আছেন। তখন তিনি শোণিতলিপ্ত শরাগ্রদ্বারা "রঘুসুত অজ এক্ষণে তোমাদিগের যশই অপহরণ করিলেন, দয়া করিয়া জীবন

হরণ করিবেন না” এই কয়েকটী অক্ষর ভূপতিগণের ধ্বজপটে অঙ্কিত করিয়া দিলেন।

সমরশ্রান্তিহেতু তাঁহার ললাটদেশে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম বিনির্গত হইতেছিল, এবং উষ্ণীষ অপনয়ন করাতে কেশবন্ধন শিথিল হইয়া পড়িল। এই অবস্থায় তিনি ভয়চকিতা প্রিয়তমা ইন্দুমতীর সমীপে আগমন পূর্ব্বক শরাসনের এক কোটির উপর এক খানি হস্ত বিন্যস্ত করিয়া বলিতে লাগিলেন—বিদর্ভরাজ-তনয়ে! আমি তোমাকে অনুমতি দিতেছি, তুমি একবার এই সকল বিপক্ষকে অবলোকন কর; এক্ষণে বালকেরাও ইহাদিগের নিকট হইতে অস্ত্র শস্ত্র অপহরণ করিতে পারে। ইহারা এইরূপ যুদ্ধব্যাপার দ্বারা তোমাকে আমার হস্ত হইতে অপহরণ করিতে অভিলাষ করিয়াছিল।

তখন, নিশ্বাসবাষ্পের অপগমন হইলে দর্পণতল যেমন স্বকীয় নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ইন্দুমতীর মুখশশী শত্রুভয়জনিত বিষণ্ণতা হইতে তৎক্ষণাৎ বিমুক্ত হইয়া বরণীয় শোভা ধারণ করিল। তিনি পতির পৌরুষদর্শনে পরম পুলকিতা হইয়াও লজ্জাপরতন্ত্র প্রযুক্ত স্বয়ং প্রিয়তমকে অভিনন্দন করিতে পারিলেন না; কিন্তু বনস্থলী যেরূপ নবজলবিন্দু দ্বারা অভিষিক্তা হইয়া ময়ূর ময়ূরীদিগের কেকারবে মেঘবৃন্দকে অভিনন্দন করিয়া থাকে, সেইরূপ তিনিও সখীগণের বাক্য দ্বারা পতির ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে অনিন্দনীয়চরিত রাজকুমার ভূপতিগণের মস্তকে বাম চরণ অর্পণপূর্ব্বক অনিন্দনীয়া ইন্দুমতীকে লাভ করিয়া আগমন করিতে লাগিলেন; রথতুরঙ্গগণের খুরোৎক্ষিপ্ত ধূলিপটলে ইন্দুমতীর অলকজাল রুক্ষ হইয়া গেল; তখন তিনিই অজের মূর্ত্তিমতী বিজয়শ্রী হইলেন। রঘুরাজ অজের আগমনের পূর্ব্বেই তদীয় পরিণয় ও বিজয়-লাভের সংবাদ অবগত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাকে বিজয়ী ও শ্লাঘনীয় পত্নী সমভিব্যাহারে প্রত্যাগত দেখিয়া অভিনন্দন করিলেন। অনন্তর তাঁহার হস্তে নিজ ভার্য্যার রক্ষণভার অর্পণ করিয়া মুক্তিমার্গে নিতান্ত সমুৎসুক হইলেন; কারণ, তনয় কুলভার-বহনে সমর্থ হইয়া উঠিলে, সূর্য্যবংশীয়েরা আর গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিতি করেন না।

“অজ-পাণিগ্রহণ” নামক সপ্তম সর্গ।

অষ্টম সর্গ।

অনন্তর যুবরাজ অজ ললিত বিবাহসূত্র হস্ত হইতে মোচন না করিতে করিতেই মহারাজ রঘু দ্বিতীয়া ইন্দুমতীর ন্যায় বসুমতীকেও তাঁহার হস্তগামিনী করিয়া দিলেন। রাজপুত্রগণ বিষপ্রয়োগ প্রভৃতি কদর্য্য কার্য্য দ্বারা যে রাজ্য আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করে, অজ পিতার আজ্ঞা বলিয়াই সেই উপস্থিত রাজ্য গ্রহণ করিলেন, নতুবা তাঁহার ভোগতৃষ্ণা তাদৃশী বলবতী ছিল না। মেদিনী, (এবং রাজমহিষী,) মহর্ষি বশিষ্ঠপ্রদত্ত সলিল দ্বারা অজরাজের সহিত অভিষেক-সুখ অনুভব করিয়া সুস্পষ্টদৃষ্ট উচ্ছাস দ্বারা গুণবান্ ভর্ত্তৃলাভ হেতু স্বকীয় চরিতার্থতা প্রকাশ করিল। কুলগুরু বশিষ্ঠ অথর্ব্ববেদোক্ত বিধানে অজের অভিষেক সংস্কার সম্পাদন করিলে, তিনি শত্রুগণের নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিলেন; হইতেই পারে, কারণ ক্ষত্রিয়তেজের সহিত ব্রহ্মতেজ মিলিত হইলে পবনাগ্নি-সমাগমতুল্য হইয়া উঠে। প্রজাগণ সেই নবভূপতিকে প্রাপ্ত হইয়া যেন প্রত্যাবৃত্তযৌবন রঘুকেই প্রাপ্ত হইয়াছে এরূপ বিবেচনা করিল; কারণ, অজরাজ যে কেবল তাঁহার পিতার রাজলক্ষ্মীরই অধিকারী হইয়াছিলেন, এমন নহে, তৎসঙ্গে পৈতৃক গুণপরম্পরাও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎকালে দুইটী বস্তু অপর দুইটী শুভাবহ বস্তুর মিলনে সমধিক শোভা ধারণ করিল;—সমৃদ্ধ পৈতৃক রাজ্য অজরাজের হস্তগত হইয়া যেরূপ শোভমান হইল, তদীয় নবযৌবনও তাঁহার বিনীত চরিত্রের সহিত মিশ্রিত হইয়া তদ্রূপ শোভা প্রাপ্ত হইল। ভুজবলশালী অজরাজ নবোঢ়া বধূর ন্যায় সেই নবাসাদিত মেদিনীকে সহসা কোনরূপ উৎপীড়ন করিলে পাছে উত্তেজিত হয় এই ভাবিয়া সদয়হৃদয়ে ভোগ করিতে লাগিলেন। প্রজাগণের মধ্যে সকলেই "আমিই মহারাজের প্রিয়" এইরূপ চিন্তা করিত; কারণ, মহাসাগরের নিকট যেরূপ শত শত নদীর কোন অপমান হয় না, তদ্রূপ অজরাজের নিকট কোন ব্যক্তিরই কোন রূপ অবমাননা হইত না। তিনি নিতান্ত উগ্রস্বভাবও ছিলেন না, এবং সাতিশয় মৃদুপ্রকৃতিও ছিলেন না; তিনি মধ্যম বৃত্তি অবলম্বন করিয়া, পবন যেমন তরুগণকে আনত করে, সেইরূপ নরপতিগণকে উন্মূলিত না করিয়া ক্রমে বশীভূত করিলেন।

অনন্তর রঘুরাজ স্বকীয় আত্মজ অজকে নির্ব্বিকারচিত্তহেতু প্রজামণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া অনিত্য স্বর্গীয় বিষয়েও নিস্পৃহ হইলেন। দিলীপকুলসম্ভূত নরপতিগণ পরিণত বয়সে গুণবান্ পুত্রে সমস্ত সম্পত্তি সমর্পণ করিয়া সংযতান্তঃকরণে তরুবল্কলধারী সংযমীগণের পদবী আশ্রয় করিতেন। তনয় অজ পিতা রঘুকে বন-গমনে উন্মুখ দেখিয়া উষ্ণীষ-শোভিত মস্তক দ্বারা তদীয় চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক "আমাকে পরিত্যাগ করিয়া আপনি বনে গমন করিবেন না" এই ভিক্ষা চাহিলেন। পুত্রবৎসল রঘু অজকে অশ্রুপূর্ণলোচন দেখিয়া তদীয় অভিলাষ পূর্ণ করিতে সম্মত হইলেন; কিন্তু সর্প যেমন পরিত্যক্ত নির্ম্মোক পুনর্ব্বার গ্রহণ করে না, সেইরূপ তিনিও পুত্রার্পিত রাজলক্ষ্মী পুনঃ পরিগ্রহ করিলেন না। তিনি চরম আশ্রম অবলম্বন করিয়া ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক নগরোপকণ্ঠে এক স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, এবং তথায় পুত্রবধূর ন্যায় পুত্রভোগ্যা রাজলক্ষ্মী দ্বারা উপাস্যমান হইতে লাগিলেন। প্রাচীন ভূপতি রঘু প্রশান্তিপথে পদার্পণ করিলেন; নূতন নরপতি অজ অভ্যুদয়মার্গে উত্থিত হইলেন; সুতরাং নিশাকর অস্তমিত ও দিবাকর উদিত হইলে নভোমণ্ডলের যেরূপ শোভা হয়, তদ্রূপ সেই রাজকুল শোভমান হইল; লোকেরা সেই যতি ও ভূপতির লক্ষণধারী রঘু ও রঘুতনয়কে, ভূতলে অবতীর্ণ মোক্ষ ও মহোদয়রূপ-ফলযুক্ত নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তিরূপ ধর্ম্মদ্বয়ের অংশের ন্যায় অবলোকন করিতে লাগিল। অজরাজ অজিতপূর্ব্ব রাজ্যলাভার্থ নীতিবিশারদ সচিবগণের সহিত সমবেত হইলেন; রঘুরাজও মুক্তিপদ প্রাপ্তির নিমিত্ত তত্ত্বদর্শী যথার্থবাদী যোগীগণের সহিত মিলিত হইলেন। তরুণ ভূপতি প্রকৃতি-পরিজ্ঞানের নিমিত্ত ধর্ম্মাসন পরিগ্রহ করিলেন; পরিণতবয়া মহীপতিও মনের একাগ্রতা অভ্যাস করিবার জন্য নির্জ্জনে পবিত্র কুশাসন গ্রহণ করিলেন। এক মহাত্মা কোষদণ্ডপ্রভাবে অনন্তরবর্ত্তী ভূপতিদিগকে নিজ বশে আনিতে লাগিলেন; অন্য মহাপুরুষও সমাধি অভ্যাস দ্বারা শরীরস্থিত পঞ্চ প্রাণাদি বায়ুকে বশীভূত করিতে লাগিলেন। নবভূপতি ভুবনে শত্রুগণের আরব্ধ কর্ম্মসকল নিষ্ফল করিয়া দিতে লাগিলেন; প্রাচীন মহীপতিও তত্ত্বজ্ঞানময় বহ্নি দ্বারা ইহলোকের জন্মগ্রহণের মূলীভূত কারণস্বরূপ নিজ কর্ম্মকলাপ ভস্মীভূত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অজ ফলযোগ বিবেচনা করিয়া সন্ধি প্রভৃতি ছয় গুণ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন; রঘুও লোষ্ট্র ও কাঞ্চনে সমদৃষ্টি হইয়া অবিকৃতচিত্তে সত্ত্ব রজঃ তম এই গুণত্রয় জয় করিলেন। আফলোদয়কর্ম্মা নব নরপতি ফলোদয় পর্য্যন্ত না দেখিয়া আরব্ধ কার্য্য হইতে বিরত হইলেন না; স্থিরচেতা প্রাচীন ভূপতিও যত দিন পর্য্যন্ত পরমাত্মার

সহিত সাক্ষাৎকার লাভ না হয় তত দিন পর্য্যন্ত যোগব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইলেন না। এইরূপে উঁহারা উভয়ে শত্রু ও ইন্দ্রিয়গণের স্বার্থ-প্রবৃত্তি নিবারণ করিয়া উভয় অপবর্গ বিষয়ে আসক্তচিত্ত হইলেন, এবং দ্বিবিধ সিদ্ধিও লাভ করিলেন।

অনন্তর রঘুরাজ সর্ব্বভূতে সমানদৃষ্টি হইয়া অজের প্রার্থনানুরোধে কয়েক বৎসর অতিবাহন পূর্ব্বক যোগবলে সেই সনাতন মায়াতীত পরম পুরুষ প্রাপ্ত হইলেন। সাত্ত্বিক রঘুতনয় পিতার তনুত্যাগ শ্রবণ করিয়া অনবরত বাষ্পবারি বিসর্জ্জনপূর্ব্বক সন্ন্যাসীগণের সমভিব্যাহারে তাঁহার কলেবর ভূগর্ভে সমাহিত করিলেন, সন্ন্যাসধর্ম্মের আচার-বিরুদ্ধ দাহকৃত্য করিলেন না। তাদৃশ মুক্তিপথাবলম্বী মহাত্মাগণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া পুত্রদত্ত পিণ্ডাদি আকাঙ্ক্ষা করেন না; ইহা জানিয়াও শ্রাদ্ধবিধানবিৎ অজ পিতৃভক্তি প্রযুক্তই তদীয় ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সকল সম্পন্ন করিলেন। তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ "মুক্তিপ্রাপ্ত পিতার জন্য শোক করা অবিধেয়" এইরূপ উপদেশ দান করিলে, অজ কথঞ্চিৎ পিতৃবিয়োগ দুঃখ নিরাকরণ করিলেন; এবং শরাসনে গুণারোপণ করিয়া সমস্ত ভূমণ্ডলে একাধিপত্য স্থাপনপূর্ব্বক আপনার আয়ত্ত করিয়া আনিলেন।

মহাবল পরাক্রান্ত অজরাজ অধিপতি হওয়াতে ধরণী বহুরত্নশালিনী হইলেন, এবং প্রণয়িনী ইন্দুমতী বীরবর তনয় প্রসব করিলেন। তনয়ের নাম দশরথ। তিনি দশশত মরীচিশালী ভগবান্ ভাস্করের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, এবং যশঃপ্রভাবে দশদিকে সুবিখ্যাত ছিলেন; পণ্ডিতেরা তাঁহাকে দশানন রাবণের নিহন্তা রামচন্দ্রের জনক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। তখন সেই মহীপতি অজ অধ্যয়ন, যাগানুষ্ঠান, এবং সন্তানোৎপাদন দ্বারা ঋষিঋণ, দেবঋণ এবং পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইয়া, পরিবেশনির্ম্মুক্ত মার্ত্তণ্ডের ন্যায় সমধিক প্রদীপ্ত হইলেন। তাঁহার পৌরুষ আপন্নব্যক্তিদিগের ভয় নিবারণের নিমিত্ত, এবং বহুল শাস্ত্রজ্ঞান সুধীগণের সমুচিত সৎকার করণের জন্য নিযুক্ত ছিল; আর তাঁহার অর্থরাশিই যে কেবল পরোপকারের জন্য ছিল এরূপ নহে, তাঁহার সমস্ত গুণপরম্পরাও সতত পরোপকার সম্পাদন করিত।

একদা, দেবরাজ ইন্দ্র যেমন শচী সমভিব্যাহারে নন্দনকাননে বিহার করেন, সেইরূপ অজ ভূপতি পৌরকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তনয়ের উপর রাজভার সমর্পণপূর্ব্বক মহিষী ইন্দুমতীর সহিত নগরের উপকণ্ঠস্থিত উপবনে বিহার করিতে আসিলেন। সেই সময়ে মহর্ষি নারদ দক্ষিণ মহাসাগরের তীরোপরিস্থিত গোকর্ণ নামক স্থানে অধিষ্ঠিত ভগবান্ উমাপতিকে বীণাবাদনপূর্ব্বক আরাধনা করিবার নিমিত্ত আকাশমার্গ দিয়া গমন করিতেছিলেন।

তাঁহার বীণার অগ্রভাগে একগাছি দিব্যকুসুম-গ্রথিত মালা সংস্থাপিত ছিল; বেগবান্ সমীরণ তদীয় সৌরভ-লাভার্থই যেন উহা অপহরণ করিল। ভ্রমর-পঙ্‌ক্তি সেই মালাকুসুমের অনুসরণ করিতে লাগিল; তখন, দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হইল, মহর্ষির বীণা যেন সমীরণকৃত অধিক্ষেপ-দুঃখেই অঞ্জন-কলুষিত বাষ্পবারি বিসর্জন করিতেছে। সেই দিব্যমালা মকরন্দ ও সৌরভের আধিক্য বশতঃ উপবনস্থ তরুলতাদিগের ঋতুসম্ভূত সম্পত্তি অভিভূত করিয়া নরপতির প্রিয়তমার বিশাল স্তনচূচুকে পড়িয়া মুহূর্তাধিবাস প্রাপ্ত হইল। নরদেবকামিনী ইন্দুমতী স্বকীয় সুজাত স্তনদ্বয়ের ক্ষণমাত্রসখী সেই দিব্য-মালা সন্দর্শন করিবামাত্র বিহ্বলা হইয়া পড়িলেন, এবং রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের কৌমুদীর ন্যায় তৎক্ষণাৎ নিমীলিত হইলেন। প্রণয়িনীর গতচেতন কলেব-রের সঙ্গে সঙ্গেই ভূপতিও ভূতলে পতিত হইলেন, ইহা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, দীপশিখা হইতে এক বিন্দু তৈল পতিত হইলে তৎসঙ্গে জ্বলৎ-শিখার কিয়দংশও ভূতলে পতিত হয়। রাজা ও রাজ্ঞীর পার্শ্বচর পরিচারক-দিগের তুমুল আর্তনাদ শ্রবণ করিয়া তত্রস্থ কমলাকরবাসী হংস সারস প্রভৃতি বিহঙ্গমেরা সমান দুঃখ অনুভব করিয়াই যেন চীৎকার করিয়া উঠিল।

অনন্তর ব্যজনাদি দ্বারা ভূপতির মূর্চ্ছা কথঞ্চিৎ অপসারিত হইল, কিন্তু ইন্দুমতী তদবস্থই রহিলেন; পরমায়ু কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিলেই প্রতিকার বিধান ফলদায়ক হইয়া থাকে।

তৎপরে প্রেয়সীবৎসল নরপতি চৈতন্যের অপগম হেতু তন্ত্রীযোজনার পূর্বাবস্থ বীণার সদৃশ দশাপন্ন অঙ্গনাকে গ্রহণ করিয়া চিরপরিচিত অঙ্কে আরোপিত করিলেন। ইন্দ্রিয়গণের অপায় হেতু ইন্দুমতীর শরীর বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল; সুতরাং সেই দেহ অঙ্কতলে স্থাপিত করিয়া ভূপতি কলুষিত-মৃগলেখা-ধারী উষাকালীন চন্দ্রমার ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইলেন। তিনি প্রণয়িনীবিরহে নৈসর্গিক ধৈর্য্য পরিত্যাগ করিয়া বাষ্প-গদ্‌গদস্বরে বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। রক্তমাংসময় মনুষ্যের কথা কি বলিব, অতি কঠিন লৌহও অগ্নিতাপে অভিতপ্ত হইলে মৃদুভাব ধারণ করে।

নরপতি সেই দিব্যকুসুমমালার প্রতি নেত্রপাত করিয়া করুণবচনে কহিতে লাগিলেন; হায়! যদি সুকোমল কুসুমও শরীর স্পর্শমাত্র প্রাণসংহার করিতে পারিল, তবে সংহারাভিলাষী বিধাতার আর কোন্ বস্তুই না সংহারাস্ত্র হইতে পারে? অথবা জীবিতসংহর্তা কৃতান্ত কোমল বস্তু দ্বারাই কোমল বস্তু বিনষ্ট করিয়া থাকেন; এ বিষয়ে নলিনীই আমার প্রথম নিদর্শন স্থল, কারণ, কেবল শিশির বর্ষণ দ্বারাই তাহার বিনাশ ঘটিয়া থাকে। যদি এই কুসুম

মালাই জীবিতনাশিনী হয়, তবে আমি ত ইহাকে অনেক ক্ষণ হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছি, কৈ আমাকে বিনাশ করিতেছে না কেন। বোধ করি জগদীশ্বরের ইচ্ছায় কোন স্থলে বিষও অমৃত হইতে পারে, আর কোন স্থলে অমৃতও বিষ হইতে পারে। অথবা আমারই দুরদৃষ্টক্রমে বিধাতা এই অশনি সৃষ্টি করিয়াছেন, কারণ, ইহা পাদপকে নিপতিত করিল না, কিন্তু তাহার আশ্রিত লতাটীকেই বিনষ্ট করিল।

অনন্তর প্রেয়সীপ্রিয় নরনাথ ইন্দুমতীর মৃত দেহ লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, প্রিয়ে! আমি শত শত অপরাধ করিলেও তুমি কখন আমাকে অনাদর কর নাই, কিন্তু আজি আমি ত কোন অপরাধ করি নাই, তবে তুমি কেন একেবারেই আমার সহিত সম্ভাষণ করিতেছ না। হে শুচিস্মিতে! আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তুমি আমাকে শঠ ও কপটপ্রিয় বলিয়া জানিতে, নতুবা তুমি আমাকে একবার আমন্ত্রণ না করিয়াই এ জন্মের মত ইহলোক হইতে পরলোক গমন করিবে কেন। হায়! এই হত জীবিত একবার ত প্রিয়ার অনুগমন করিয়াছিল, তবে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া কেন আবার ফিরিয়া আসিল! তবে এক্ষণে স্বকৃতদোষেই এই প্রবল বিরহ বেদনা সহ্য করুক। হা প্রেয়সি! তোমার বদনকমলে সম্ভোগশ্রমজনিত ঘর্ম্মবিন্দু এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে, কিন্তু তুমি স্বয়ং দেহ হইতে অতীত হইয়াছ। দেহীদিগের ঈদৃশ অসারতায় ধিক্! হা প্রিয়তমে! আমি পূর্ব্বে কখন মনেও তোমার অপ্রিয় কর্ম্ম করি নাই, তবে কেন আমাকে পরিত্যাগ করিলে। দেখ আমি নামমাত্র ক্ষিতির পতি, ফলতঃ তোমাতেই আমার অকপট অনুরাগ বদ্ধমূল ছিল। হা, করভোরু! সমীরণ তোমার কুসুমখচিত ভ্রমরসদৃশ-কৃষ্ণবর্ণ কুটিল অলকাবলী কম্পিত করাতে আমার মনে এই আশঙ্কা হইতেছে যে তুমি বুঝি আবার ফিরিয়া আসিলে। অতএব হে প্রিয়ে! ওষধি যেমন যামিনীতে প্রজ্বলিত হইয়া হিমাচলের গুহাভ্যন্তরস্থিত অন্ধকার বিনাশ করে, তুমিও সেইরূপ অখিলকে সংজ্ঞালাভ করিয়া আমার এই দুঃখ নিরাশ কর। তোমার আর এরূপ আমাকে ক্লেশ দেওয়া উচিত হয় না। তোমার বদনমণ্ডলে এই সকল অলক ইতস্ততঃ বিচলিত হইতেছে; বাক্যও বিরত হইয়াছে; ইহা রজনীতে প্রসুপ্ত ও অভ্যন্তরে ষট্পদরব রহিত একমাত্র কমলের ন্যায় আমাকে নিতান্ত পরিতপ্ত করিতেছে।

শর্ব্বরী শশাঙ্ককে, চক্রবাকী সহচর চক্রবাককে, পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইয়া থাকে; এই হেতুই তাহারা বিরহকাল সহ্য করিতে সমর্থ হয়; কিন্তু তুমি এজন্মের মত আমাকে পরিত্যাগ করিলে, ইহাতেই আমার দেহ দগ্ধপ্রায় হইতেছে।

হা বামোরু! তোমার যে কোমল কলেবর নবপল্লববিরচিত শয্যায় শয়ন করিয়াও ক্লেশ বোধ করিত, আজি তোমার সেই শরীর বল দেখি কি প্রকারে চিতারোহণজনিত কষ্ট সহ্য করিবে! তোমার সুরতকালসঙ্গিনী প্রথমা প্রিয়সখী এই রসনা বিলাসগতির অবসান হেতু নীরব হইয়াছে; সুতরাং ইহা তোমাকে অপুনরাগমনবোধিনী দীর্ঘ নিদ্রায় অভিভূত দেখিয়া তোমার শোকে কি সহমৃতার ন্যায় লক্ষিত হইতেছে না? তুমি দেবলোক গমনে উৎসুক হইয়াও আমাকে বিরহাসহিষ্ণু বিবেচনা করিয়া কোকিলাগণে মধুর ভাষিত, কলহংসীকুলে মদমন্থর গমন, হরিণীগণে চঞ্চল বিলোকন, এবং পবনকম্পিত লতাবলীতে বিলাস সমর্পণ করিয়া গিয়াছ, কিন্তু তোমার বিরহ ব্যথা নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং ঐ সকল গুণরাশি আমার অন্তঃকরণকে কোনক্রমে সুস্থির করিতে পারিতেছে না।

হায়! তুমি এই সহকার তরু ও প্রিয়ঙ্গু লতাকে পরস্পর মিথুন ভাবে সংবদ্ধ করিবে এরূপ সংকল্প করিয়াছিলে, এক্ষণে ইহাদিগের পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন না করিয়া তুমি যে গমন করিতেছ ইহা তোমার উচিত হইতেছে না। তুমি এই অশোক পাদপের পুষ্পোদ্গম নিমিত্ত পাদতাড়নরূপ দোহদ * করিয়াছিলে, সে এক্ষণে যে কুসুম প্রসব করিবে সে সকল কুসুম কোথায় আজি তোমার অলকের ভূষণ হইবে, তাহা না হইয়া আমি কি প্রকারে তোমার অন্ত্যকার্য্যের মালারূপে প্রদান করিব। হে সুগাত্রি! দেখ এই অশোক তরু অন্যের অতিদুর্লভ নূপুরশব্দ-মুখর চরণতাড়নরূপ অনুগ্রহ স্মরণ করিয়াই যেন কুসুমরূপ অশ্রুবিন্দু বর্ষণ পূর্ব্বক তোমার জন্য শোক প্রকাশ করিতেছে। (আজি তোমার বিরহে দেখ অশোকেরও শোক হইয়াছে)। হে কিন্নর-মধুর কণ্ঠি! আমার সহিত একত্রে যে বিলাস-মেখলা ত্বদীয়-নিশ্বাস-সুগন্ধি বকুল কুসুম দ্বারা অর্দ্ধেক মাত্র রচনা করিয়াছ, তাহা সমাপন না করিয়াই কেন এরূপ গাঢ় নিদ্রা যাইতে লাগিলে?

তোমার এই সখীগণ তোমার দুঃখে দুঃখী ও তোমার সুখে সুখী, এই তোমার তনয় প্রতিপদ্‌শশাঙ্কের ন্যায় সুদর্শন ও বর্দ্ধমান, এবং আমিও তোমাতেই দৃঢ়ানুরাগ, তথাপি তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিলে, ইহা তোমার নিশ্চয়ই নিষ্ঠুরতার কার্য্য হইয়াছে। আজি আমার ধৈর্য্য বিলুপ্ত হইল, অনুরাগ নিবৃত্ত, ও সঙ্গীতবাসনা বিরত হইল, এবং বসন্তাদি ঋতুগণ উৎসববিহীন হইল, আর আমার আভরণে প্রয়োজন নাই, এবং আজি

* যে দ্রব্য বা উপায় প্রয়োগ করিলে তরুলতাদির অকালে পুষ্পোদ্গম হয়, তাহাকেই তাহাদের দোহদ কহিয়া থাকে।

অবধি আমার শয্যা শূন্য হইল। প্রিয়ে! তুমি আমার গৃহিণী, মন্ত্রী, রহস্য-সখী, এবং গীত বাদ্য প্রভৃতি সুললিত কলাপ্রয়োগের প্রিয় শিষ্যা ছিলে, অতএব বল দেখি নির্দয় কৃতান্ত তোমাকে হরণ করিয়া আমার কি না অপহরণ করিয়াছে? হে মদিরনয়নে! তুমি আমার বদন-সমর্পিত সুস্বাদ মদ্য পান করিয়া এখন কিরূপে পরলোকপ্রাপ্ত বাষ্পদূষিত জলাঞ্জলি পান করিবে? অতুল ঐশ্বর্য্য থাকিতেও তোমার বিরহে অজের এই পর্য্যন্তই সুখ শেষ হইল ইহা তুমি বিবেচনা করিও; অন্য কোনরূপ প্রলোভনে আমার মন আকৃষ্ট হইবে না, আমার ভোগপ্রভৃতি সমুদায় বিষয় তোমারই অধীন।

কোশলাধিপতি অজ প্রিয়তমা ইন্দুমতীর উদ্দেশে এই প্রকার করুণরসপূর্ণ বিলাপ করিয়া তত্রত্য মহীরুহগণকেও শাখানিস্যন্দী মকরন্দরূপ অশ্রুবিন্দুতে কলুষিত করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর স্বজনবর্গ সেই দিব্যমালা-রূপ অন্তিম ভূষণে অলঙ্কৃত সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ইন্দুমতীকে অজরাজের অঙ্কতল হইতে অতি কষ্টে অপনীত করিয়া অগুরুচন্দন-কাষ্ঠ-প্রদীপ্ত অনলে বিসর্জ্জন করিলেন। তৎকালে ভূপতি অজ "রাজা হইয়া শোকাবেগে নারীর অনুমরণ করিয়াছে" এই লোকাপবাদ ভয়েই প্রিয়ার সহিত নিজ শরীর ভস্মসাৎ করিলেন না, নতুবা তাঁহার জীবন ধারণে বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা ছিল না।

অনন্তর দশ দিবস অতীত হইলে পর, বিদ্বান্ ভূপতি অজ গুণমাত্রশেষা ভামিনী ইন্দুমতীকে উদ্দেশ করিয়া সেই পুরোপবনেই মহাসমারোহে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করিলেন। পরে তিনি প্রিয়তমা-বিরহে নিশাশেষকালীন শশাঙ্কের ন্যায় মলিনবর্ণ হইয়া পৌরবধূগণের নয়নকমলে নিজশোকের উচ্ছাসই যেন অবলোকন করিতে করিতে পুর প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর যাগদীক্ষিত মহর্ষি বশিষ্ঠ স্বকীয় আশ্রমে অবস্থান করিয়াই যোগবলে অজরাজকে শোকমোহিত জানিতে পারিয়া এক জন শিষ্য প্রেরণ পূর্ব্বক এই প্রকারে প্রবোধবচন প্রদান করিলেন। শিষ্য নৃপতি-সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! ভগবান্ মহর্ষি এক্ষণে যাগদীক্ষিত আছেন, ঐ কার্য্য অদ্যাপি সমাপন হয় নাই, সুতরাং আপনার শোক সন্তাপের কারণ অবগত হইয়াও আপনাকে প্রকৃতিতে পুনঃস্থাপন করিবার নিমিত্ত স্বয়ং আসিতে পারিলেন না। হে সুবৃত্ত! তিনি আমাকে অতি সংক্ষেপে এই উপদেশবাক্য কহিতে বলিয়াছেন; অতএব হে প্রসিদ্ধকীর্ত্তে! আপনি সেই সমুদায় শ্রবণ ও হৃদয়ে ধারণ করুন। সেই ভগবান্ মহর্ষি অপ্রতিহত জ্ঞানময় চক্ষু দ্বারা এই ত্রিভুবন মধ্যে ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমস্তই দর্শন করিতেছেন।

মহারাজ! পূর্ব্বে দেবাধিদেব ইন্দ্র তৃণবিন্দু নামক মহর্ষির অতিদুশ্চর তপোনুষ্ঠান দর্শনে অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ করণার্থ সমাধি-ভেদিনী হরিণী নাম্নী সুরাঙ্গনাকে তৎসন্নিধানে প্রেরণ করেন। হরিণী তপোধনের সমক্ষে সমুপস্থিত হইয়া নানাবিধ মনোহর বিভ্রম ও বিলাস প্রকাশ করিতে লাগিল; মহর্ষি শান্তিসাগর-পুলিনের প্রলয়কালতরঙ্গ স্বরূপ তপোবিঘ্নজনিত ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া তাহাকে "মর্ত্ত্যলোকে গিয়া মানুষী হও" বলিয়া শাপ দিলেন। হরিণী সেই শাপশ্রবণ করিয়া মুনিচরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক শরণাগত হইল এবং কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, ভগবন! আমি পরাধীন, আপনার প্রতিকূল আচরণহেতু আমার যে অপরাধ হইয়াছে তাহা আপনি কৃপা করিয়া মার্জ্জনা করুন। ইহাতে মহর্ষি প্রশান্ত হইয়া কহিলেন তুমি দিব্য কুসুম দর্শন করিবামাত্র মানুষ-রূপ পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার স্বর্গে গমন করিবে।

হে মহারাজ! সেই হরিণী ক্রথকৈশিকবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া এত দিন পর্য্যন্ত আপনার সহধর্ম্মিণী হইয়াছিল, এক্ষণে আকাশ হইতে এই শাপনিবৃত্তির নিদানভূত সুরকুসুম সন্দর্শন করিয়া দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছে। অতএব এক্ষণে তাহার মরণ চিন্তা করার আবশ্যকতা নাই; জন্ম গ্রহণ করিলে মরণ নিশ্চিতই রহিয়াছে; আপনি এই বসুমতীকেই পরিপালন করুন; মহীপালগণ বসুমতী লইয়াই কলত্রবান্ হইয়া থাকেন। আপনি অভ্যুদয় সময়ে প্রমত্ত না হইয়া যে অধ্যাত্মশাস্ত্রালোচনা-জনিত জ্ঞানরাশি প্রকাশ করিয়াছেন, সম্প্রতি মানসিক সন্তাপ সময়ে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া সেই জ্ঞান পুনর্ব্বার প্রকাশ করুন। আপনি নিরন্তর রোদন করিলেও কি প্রকারে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবেন, অনুমৃত হইলেও তাঁহার সমাগম দুর্লভ; যেহেতু পরলোকগামী দেহীগণ স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন পথে গমন করিয়া থাকে। এক্ষণে এই প্রিয়াশোক অন্তর হইতে অন্তরিত করিয়া পিণ্ডদানাদি দ্বারা সহধর্ম্মিণীকে অনুগৃহীত করুন; কারণ পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন স্বজনদিগের অতিসন্তপ্ত অশ্রুজল প্রেতকে দগ্ধ করিয়া ফেলে।

পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন প্রাণীগণের মরণই প্রকৃতি, এবং জীবন বিকৃতি; জন্তুগণ এই সংসারে জন্ম গ্রহণ করিয়া যদি ক্ষণকালও জীবিত থাকিতে পারে, তাহা হইলে তাহাই তাহার পরম লাভ। ভ্রান্তচিত্ত মানুষেরা প্রিয়নাশকে হৃদয়ে নিখাত শল্য-স্বরূপ বোধ করিয়া থাকে, কিন্তু স্থিরবুদ্ধি মহাপুরুষেরা তাহাকেই মঙ্গল-দ্বার স্বরূপ বিবেচনা করিয়া হৃদযোদ্ধৃত শল্য জ্ঞান করিয়া থাকেন। যখন স্বীয় শরীর ও আত্মার পরস্পর সংযোগ ও

বিয়োগ দৃষ্ট হইতেছে, তখন বলুন দেখি, বিচক্ষণ ব্যক্তি পুত্রকলত্র প্রভৃতি বাহ্য বিষয়ের বিরহে কেন পরিতাপিত হইবেন? হে জিতেন্দ্রিয়শ্রেষ্ঠ! সামান্য লোকের ন্যায় আপনার শোকের বশীভূত হওয়া উচিত নয়; যদি বায়ু বহিলে মহীরুহ ও মহীধর উভয়ই চঞ্চল হয়, তবে উহাদের মধ্যে প্রভেদ কি রহিল?

অনন্তর অজ উদারমতি গুরু বশিষ্ঠের উপদেশ বাক্য "যে আজ্ঞা" বলিয়া স্বীকার করিয়া গুরুশিষ্য তপোধনকে বিদায় করিলেন; কিন্তু সেই সকল উপদেশবাক্য রাজার শোকপূরিত হৃদয়ে অবকাশ না পাইয়াই যেন গুরু বশিষ্ঠের সন্নিধানে ফিরিয়া গেল।

অনন্তর সত্য প্রিয়ভাষী অজরাজ, কুমার দশরথ অতি সুকুমার ও রাজ্য-ভার-বহনে অসমর্থ বলিয়া, কখন প্রিয়ার চিত্রপটে প্রতিকৃতি দর্শন, কখন বা বস্তু বিশেষে তাঁহার অনুরূপাকৃতি-ভাবনা, কখন বা স্বপ্নসময়ে ক্ষণকাল সমাগম-সুখ দ্বারা অতি কষ্টে আট বৎসর অতিবাহিত করিলেন। পরে বটবৃক্ষপ্ররোহ যেমন সৌধতল ভেদ করিয়া ফেলে, সেইরূপ সেই শোক-শল্য অজের হৃদয় বলপূর্ব্বক বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল; কিন্তু প্রাণাত্যয় হইলেই অচিরাৎ প্রিয়ার অনুগমন করিতে সমর্থ হইবেন এই ভাবিয়া তিনি বৈদ্য-গণের অসাধ্য মরণ-নিদান সেই শোককে লাভ বিবেচনা করিলেন।

অনন্তর নরপতি অজ সম্যক্‌রূপে বিনীত কর্ম্মধারণক্ষম বয়ঃপ্রাপ্ত কুমার দশরথকে প্রজাপালন কার্য্যে যথাবিধি নিযুক্ত করিয়া, রোগপূর্ণ কলেবরে অতিকষ্টে অবস্থিতি পরিহার করিবার মানসে প্রায়োপবেশনে অভিলাষ করিলেন। পরে তিনি সরযূ ও জাহ্নবীর সলিলসঙ্গমসম্ভূত তীর্থে কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ অমরগণনায় পরিগণিত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধি-কতর সুন্দরী কান্তা সমভিব্যাহারে নন্দন কাননের অভ্যন্তরস্থিত লীলাগৃহে পুনর্ব্বার বিহার করিতে লাগিলেন।

"অজবিলাপ" নামক অষ্টম সর্গ।

নবম সর্গ।

রক্ষক ও সংযমীদিগের অগ্রগণ্য সংযম-জিতেন্দ্রিয় মহারথ * রাজা দশরথ পিতার লোকান্তরগমনের পর উত্তরকোশলার আধিপত্য লাভ করিয়া সুনিয়মে প্রজাশাসন করিতে লাগিলেন। কুলক্রমাগত সমস্ত জনপদবাসী প্রজাগণ শাস্ত্রানুসারে পরিপালন হেতু কুমারসদৃশ পরাক্রমশালী মহারাজের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত হইয়া উঠিল। পণ্ডিতগণ যথাসময়ে জল ও ধন বর্ষণ হেতু বলারাতি বাসব ও মনুকুলোদ্ভব রাজা দশরথ এই উভয়কেই শ্রমোপজীবী কৃতকর্ম্মাদিগের শ্রমাপহারক বলিয়া থাকেন। শান্তিনিষ্ঠ দেবতুল্য-তেজস্বী রাজা দশরথের অধিকার-কালে, রাজ্যমধ্যে শত্রুজন্য পরাভবের কথা দূরে থাকুক, ব্যাধিও স্থানলাভ করিতে পারে নাই; এবং বসুন্ধরাও সমধিক ফলশালিনী হইয়াছিলেন। দশদিগন্তজেতা রঘু এবং তৎপরে তৎপুত্র অজেরও অধিকারকালে বসুমতী যাদৃশী শোভা ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অপেক্ষা অন্যূনপরাক্রম রাজা দশরথ পতি হইলে তাদৃশী শোভাই ধারণ করিলেন। নরপতি দশরথ মধ্যবৃত্তি অবলম্বন দ্বারা যম-রাজের, ধনবৃষ্টিবিতরণ দ্বারা কুবেরের, অসতের নিগ্রহ দ্বারা বরুণের এবং দেহকান্তি দ্বারা সূর্য্যদেবের অনুকরণ করিয়াছিলেন। কি মৃগয়াভিলাষ, কি পাশক্রীড়া, কি শশিবিম্বভূষিত মদিরা, কি নবযৌবনা কামিনী, কোন ব্যসনেই উন্নতির আশয়ে বর্তমান রাজা দশরথকে, কোনরূপেই আকর্ষণ করিতে পারে নাই। ইন্দ্র প্রভু হইলেও তিনি কখন তাঁহার নিকট দীন বাক্য বলেন নাই, পরিহাসকালেও মিথ্যা কথা কহেন নাই; এবং এরূপ ক্রোধশূন্য শান্তপ্রকৃতি ছিলেন যে বিপক্ষকেও কখন কর্কশ বাক্য কহেন নাই। রাজগণ সেই রঘুকুলনায়কের নিকট উন্নতি ও অবনতি উভয়ই লাভ করিয়াছিলেন; যাঁহারা তাঁহার আজ্ঞালঙ্ঘন করিতেন না, তিনি তাঁহা-দিগের সহিত বন্ধুত্ব ব্যবহার করিতেন, আর যাঁহারা তাঁহার আদেশপালনে পরাঙ্মুখ হইয়া প্রতিস্পর্দ্ধা করিতেন, সেই সকল পরিপন্থী নৃপতিগণের প্রতি তিনি লৌহবৎ কঠিনহৃদয় হইয়া শত্রুতাচরণ করিতেন।

---

* যে অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ মহাবীর একাকী রণস্থলে দশ সহস্র ধনুর্দ্ধারী সৈনিকের সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন, তাঁহাকে মহারথ কহিয়া থাকে।

অধিজ্যশরাসন রাজা স্বয়ং একরথেই সমুদ্রবেষ্টনা মেদিনী জয় করিয়াছিলেন; দ্রুতগামী বাজিরাজিতে বিরাজিত গজযূথশালিনী তদীয় সেনা কেবল মাত্র তাঁহার জয়ঘোষণা করিয়াছিল। তিনি গুপ্তিশালী একরথে আরোহণ পূর্ব্বক ধনুর্দ্ধারণ করিয়া অবনীমণ্ডল জয় করেন; তৎকালে মেঘগম্ভীরস্বর সমুদ্র কুবেরতুল্য ধনশালী মহারাজের বিজয়-দুন্দুভির কার্য্য করিয়াছিল। পুরন্দর যেরূপ শতকোটি কুলিশের আঘাতে পর্ব্বতদিগের পক্ষচ্ছেদ করিয়াছিলেন, নবারবিন্দানন রাজাও তদ্রূপ শব্দায়মান শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক নিরন্তর শরবৃষ্টি করিয়া রিপুগণের সমস্ত সহায় ও বলবিক্রম ক্ষয় করিয়াছিলেন। দেবগণ যেরূপ শতক্রতু ইন্দ্রকে প্রণাম করেন, সেইরূপ শত শত রাজগণ নখরাগরঞ্জিত মুকুটরত্নমরীচি দ্বারা সেই অখণ্ডিতপৌরুষ নরপতির চরণে প্রণত হইয়াছিল।

পরিশেষে শত্রুদিগের শিশুসন্তানগণ স্ব স্ব অমাত্যবর্গের উপদেশে দিগ্বিজয়ী রাজার নিকট দণ্ডায়মান হইলে, তিনি অলকসংস্কারশূন্য নিহতভর্ত্তৃক সপত্নপত্নীদিগের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়া মহাসমুদ্রের পর্য্যন্তদেশ হইতে অলকাপ্রতিম অযোধ্যাপুরীর অভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন। বহ্নি ও বিধুর সদৃশ কান্তিশালী একচ্ছত্রী রাজা দশরথ দ্বাদশ রাজমণ্ডলের প্রধান মহীপতিপদ লাভ করিয়াও লক্ষ্মীকে রন্ধ্রচপলা জানিয়া সদা অবহিতচিত্ত থাকিতেন। পতিব্রতা কমলালয়া লক্ষ্মীদেবী অতিবদান্য দীনপালক সেই রঘুকুলতিলক রাজা ও আত্মভব পুরাণপুরুষ নারায়ণকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন্ নরপতিকে সেবা করিয়াছিলেন?

পর্ব্বতদুহিতা নদীসকল যেমন সাগরকে লাভ করিয়া থাকেন, সেই রূপ মগধ, কোশল ও কেকয় দেশের রাজকন্যারা শত্রুনাশক নরপতিকে পতিরূপে লাভ করিয়াছিলেন। অরিনাশক-মন্ত্রণা-কুশল রাজা দশরথ সেই তিন প্রিয়তমার সহিত মিলিত হইয়া, প্রজাগণের শিক্ষাদানমানসে প্রভাব মন্ত্র ও উৎসাহ এই তিন শক্তির সহিত অবনীতে অবতীর্ণ ইন্দ্রদেবের ন্যায়, শোভা পাইতে লাগিলেন।

মহারথ নরাধিনাথ রণভূমিতে দেবেন্দ্রের সহায়তা করিয়া শরদ্বারা বীতভয় সুরবধূগণকে স্বকীয় উন্নত ভুজবীর্য্য গান করাইয়াছিলেন। তমোগুণরহিত রাজা দশরথ ভুজবলে দশদিগন্তের ধনরাশি আহরণ করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞে, মস্তক হইতে কিরীট অবমোচন পূর্ব্বক, সরযূ ও তমসা নদীর তীরভূমি অত্যুন্নত কনকময় যূপমালায় সুশোভিত করিয়াছিলেন। ভগবান্ অষ্টমূর্ত্তি

কৃষ্ণাজিন-দণ্ডধারিণী শরমৌঞ্জীপরিধানা মৌনব্রতা কণ্ডূয়নার্থ মৃগশৃঙ্গ-হস্তা যজ্ঞদীক্ষিতা দাশরথী তনু অধিষ্ঠান করিয়া উহা অনুপম শোভায় সমুজ্জ্বল করিয়াছিলেন। যজ্ঞীয় অভিষেক দ্বারা পবিত্র জিতেন্দ্রিয় মহারাজ দশরথ সুরসমাজে উপবেশন করিবার যোগ্য পাত্র ছিলেন, তিনি কেবল বারিবর্ষী পুরন্দরের নিকট স্বকীয় উন্নত মস্তক অবনত করিতেন। অদ্বিতীয় রথী নরপতি ধনুর্ধারণ পূর্ব্বক দেবেন্দ্রের অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া অসুরগণের শোণিত দ্বারা সূর্য্যমণ্ডলের অভিমুখীন রণোদ্ধত রেণুপটল নিবারণ করিয়াছিলেন।

অনন্তর প্রভাব ও ঐশ্বর্য্যাদিতে ধর্ম্মরাজ, কুবের, বরুণ ও দেবরাজের সমকক্ষ পূজ্যপরাক্রম সেই অদ্বিতীয় নরপতিকে সেবা করিবার নিমিত্তই যেন নবকুসুমভূষিত বসন্ত ঋতু সমাগত হইল। দিবাকর কুবেরপালিত দিকে যাইতে অভিলাষী হইলে তদীয় সারথি অরুণ অশ্বদিগকে পরিবর্ত্তিত করিলেন, পরে তিনি হিমজাল অপনীত হওয়াতে প্রভাতকালীন গগনমণ্ডল সুনির্ম্মল করিয়া মলয়াচল পরিত্যাগ করিলেন। প্রথমে কুসুমোদ্গম, পরে নবপল্লব, তদনন্তর ভ্রমরগুঞ্জন ও কোকিলকূজিত হইতে লাগিল; এইরূপে ক্রমশঃ বসন্ত তরুলতাভূষিত বনস্থলীতে অবতীর্ণ হইয়া আবির্ভূত হইলেন। যেমন অর্থিগণ নীতিবল ও শৌর্য্যাদিগুণ প্রভাবে পরিবর্দ্ধিত, সজ্জনের উপকারমাত্র প্রয়োজন রাজা দশরথের সম্পত্তির প্রতি ধাবমান হইত, সেইরূপ অলিকুল ও জলবিহঙ্গমগণ সরোবরবাসিনী বসন্তবিকসিত কমলিনীর প্রতি অভিগমন করিতে লাগিল। অভিনবপ্রফুল্ল বসন্তসম্ভূত অশোককুসুমই যে কেবল স্মরোদ্দীপক হইল, এমন নহে, বিলাসীদিগের উন্মাদজনক প্রমদাগণের কর্ণার্পিত নব কিশলয়ও মনোভবকে উদ্দীপিত করিতে লাগিল। মধুপগণ উপবনলক্ষ্মীর বসন্তবিরচিত অভিনব পত্ররচনার ন্যায় মধুদানচতুর কুরবক কুসুমের মধুপান করিয়া গান করিতে লাগিল।

মদিরাগন্ধি বকুল কুসুম সুবদনাদিগের বদনমদিরা সেবন হেতু অচিরাৎ সমুৎপন্ন হইলে, মধুলোলুপ মধুকর-নিকর শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আসিয়া বকুল পাদপকে আকুল করিয়া তুলিল। বসন্তশ্রীর আবির্ভাবে পলাশতরুর মুকুল সকল, মদমত্ত নির্লজ্জ প্রমদাগণ কর্তৃক প্রিয়তমের অঙ্গে সমর্পিত নখক্ষতের ন্যায়, শোভা পাইতে লাগিল। দিনকর, কামিনীগণের দয়িতদন্ত-ক্ষত অধরোষ্ঠের পীড়াদায়ক, শীতল মেখলাদাম পরিধানের প্রতিবোধক, তুষারপাত অনেক অংশে বিরল করিয়া আনিলেন, কিন্তু একেবারে নিঃশেষ করিতে পারিলেন না। পল্লব সকল মলয়মারুত-হিল্লোলে কম্পিত হইলে, কলিকা-

ভূষিত সহকারলতা, নিত্যকৌশল-শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াই যেন, রাগদ্বেষাদি-শূন্য ব্যক্তিরও মন হরণ করিতে লাগিল।

বসন্তের প্রারম্ভে কুসুমিত সুগন্ধি বনরাজিতে পরিমিত কোকিলালাপ, অতিমুগ্ধ নববধূদিগের অতিবিরল বচনের ন্যায়, শ্রুত হইতে লাগিল। উপবনস্থলীর লতাগণ শ্রুতিমধুর ভ্রমরধ্বনি দ্বারা গীত করিতেছে, কুসুমরূপ সুচারু দন্ত-কান্তিতে সুশোভিত হইয়াছে, এবং নবপল্লব পবনবেগে আন্দোলিত হইতেছে,—দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন তাহারা নর্ত্তকীর ন্যায় অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

অঙ্গনাগণ নিজ নিজ প্রিয়তমের সহিত মিলিত হইয়া, নানাবিধ মধুর বিভ্রম-রচনায় চতুর, বকুল কুসুম হইতেও সুগন্ধি, স্মরোদ্দীপক সুরা সানুরাগে সেবন করিতে লাগিল। বিকসিত কমলদলে সুশোভিত গৃহদীর্ঘিকাসকল, মদকল জলচর বিহঙ্গমদিগের বিচরণে, মুখর-কাঞ্চী-ভূষিতা স্মিতমুখী কামিনীর শোভা হরণ করিল।

চন্দ্রোদয়ে পাণ্ডুবর্ণমুখী বসন্তখণ্ডিতা রজনীবধূ, প্রিয়সমাগমসুখ-বিরহিতা কামিনীর ন্যায়, কৃশতা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। হিমদীধিতি হিমাপগমে সুনির্ম্মলকান্তি সুরতশ্রমাপহারক কিরণজাল বিস্তার করিয়া মকরকেতন পঞ্চবাণকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। কামিগণ ঘৃতাদি-প্রদীপ্ত বহ্নির ন্যায় উজ্জ্বলপ্রভ, উপবনলক্ষ্মীর কনকাভরণ স্বরূপ, অতিসুকুমার কর্ণিকার কুসুম কামিনীগণের অলকে নিবেশিত করিয়া দিতে লাগিল। যেরূপ তিলক-ভূষণ কামিনীকে সুশোভিত করে, সেইরূপ তিলক পাদপ অঞ্জনবিন্দুর সদৃশ মনোহর কুসুম-নিপতিত মধুপমালায় অলঙ্কৃত হইয়া বনস্থলীর সমধিক শোভা সম্বর্দ্ধিত করিয়া দিল। তরুগণের মনোহারিণী বিলাসিনী নবমল্লিকা মধুগন্ধি কুসুমস্তবকে ভূষিত হওয়াতে, কিসলয়-রূপ অধরে নিপতিত হাস্যকান্তি দ্বারাই যেন, পথিকগণের মনোহরণ করিতে লাগিল। বালাতপ সদৃশ অরুণবর্ণ কৌসুম্ভ বসন, কর্ণার্পিত যবাঙ্কুর এবং কোকিলাদিগের কলরব ইত্যাদি মন্মথ-সৈন্যে বিলাসীদিগের চিত্তকে একেবারে কামিনী-পরতন্ত্র করিয়া তুলিল। শুভ্র পরাগরাশি দ্বারা পরিপুষ্ট তিলকমঞ্জরী দ্বিরেফমালার সংসর্গ লাভ করাতে, রমণীদিগের অলকার্পিত মুক্তাগুম্ফিত জালকাভরণের ন্যায়, শোভা পাইতে লাগিল। অলিবৃন্দ, ধনুর্দ্ধারী মদনের ধ্বজপতাকা-স্বরূপ, এবং বসন্তলক্ষ্মীর বদনশোভা সম্পাদক কুঙ্কুমাদি চূর্ণের সদৃশ, উপবন-পবনোত্থিত কুসুমরেণুর অনুসরণ করিতে লাগিল। অবলাগণ দোলননিপুণ হইয়াও বসন্তবিরচিত

দোলায় আন্দোলনসুখ অনুভব কালে প্রিয়কণ্ঠালিঙ্গনে সমুৎসুক হওয়াতেই আসনরজ্জুগ্রহণে ভুজলতা শিথিল করিয়াছিল। "মান পরিহার কর, বৃথা কলহ কর্ত্তব্য নহে, উপভোগক্ষম নবযৌবন একবার অতীত হইলে আর পুনরাগমন করিবে না"—কোকিলাগণ এই প্রকারে মদনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, মানিনী কামিনীগণ সুরতক্রীড়া আরম্ভ করিতে লাগিল।

বিষ্ণু বসন্ত ও মদনের সদৃশকান্তি রাজা দশরথ এই প্রকারে বিলাসিনী-গণের সহিত যথাসুখে বসন্তোৎসব অনুভব করিয়া মৃগয়াবিহারার্থ সমুৎসুক হইলেন। মৃগয়া দ্বারা চললক্ষ্যভেদ অভ্যাস জন্মে, পশুগণের ভয়ক্রোধজনিত ইঙ্গিতের পরিজ্ঞান হয়, এবং শ্রমসহিষ্ণুতা হেতু শরীর লাঘবাদিগুণশালী হইয়া উঠে; এই সকল কারণে মন্ত্রিবর্গ রাজার মৃগয়াগমনে অনুমোদন করিলে, তিনি নগর হইতে বহির্গত হইলেন। নরেন্দ্র যাইবার সময়ে বনগমনোচিত বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া বিপুল কণ্ঠদেশে শরাসন সংস্থাপন পূর্ব্বক অশ্ব খুরোদ্ধূত ধূলিপটলে গগনমার্গ আচ্ছন্ন করিয়া চলিলেন। নরপতি বনমালায় কেশপাশ সংযত করিয়াছিলেন, বৃক্ষপত্র-সদৃশ হরিদ্বর্ণ কবচে শরীর আবৃত হইয়াছিল, এবং তুরঙ্গের গতিসম্ভ্রমে শ্রবণকুণ্ডল আন্দোলিত হইতেছিল, এই-রূপ শোভায় তিনি রুরুমৃগের সঞ্চার-ভূমিতে সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। বন-দেবতাগণ সূক্ষ্ম লতাতে নিজ দেহ নিবেশিত, এবং ভ্রমরবৃন্দে দর্শন-ব্যাপার সমর্পিত করিয়া, পথিমধ্যে নীতিগুণে কোশলপ্রজার মনোরঞ্জন সুলোচন রাজাকে দর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহার আজ্ঞায় ব্যাধগণ প্রথমতঃ বাগুরা-হস্তে কুক্কুরদল সমভিব্যাহারে কাননে প্রবেশ করিল, দাবানল নিরস্তীকৃত ও দস্যুদল নিরাকৃত হইল, এবং অশ্বসঞ্চালন-যোগ্য কর্দ্দমহীন ভূমিখণ্ড মনোনীত হইল; পরে নরপতি সেই অরণ্যে প্রবেশ করিলেন; তথায় গবয়াদি পশু ও নানাপক্ষী বাস করিত, এবং অনেক নিপানও ছিল।

অনন্তর মেঘনাদমুখর ভাদ্র মাস যেরূপ কনকবর্ণ সৌদামিনী-স্বরূপ মৌর্ব্বী দ্বারা সংবদ্ধ ইন্দ্রচাপ ধারণ করে, তদ্রূপ প্রফুল্লচিত্ত নরপতি দশরথ অধিজ্য শরাসন ধারণ করিয়া টঙ্কার-নাদে বনবাসী কেশরীগণকে রোষিত করিয়া তুলিলেন। ইত্যবসরে এক মৃগযূথ কুশকবল চর্ব্বণ করিতে করিতে তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল; ঐ যূথের মধ্যে স্তন্যপায়ী হরিণশাবকেরা হরিণীদিগের সম্মুখে গতিরোধ করিতেছিল, এবং মদগর্ব্বিত কৃষ্ণসারসকল যূথের অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছিল। বেগবলে অশ্বে সমারূঢ় রাজা যেমন তূণীরমুখ হইতে বাণ গ্রহণ করিয়া তাহাদিগের অভিমুখে গমন করিলেন, অমনি তাহারা যূথভ্রষ্ট

হইয়া, পবন সঞ্চালিত আর্দ্র উৎপলদলের ন্যায়, আকুল দৃষ্টিপাতে বনভূমি শ্যামবর্ণ করিয়া ফেলিল। ইন্দ্রতুল্য বলশালী নরপতি ধনুর্ধারণ করিয়া এক হরিণকে লক্ষ্য করিলে, সহচরী হরিণী স্বীয় প্রিয়তম হরিণের কলেবর ব্যবধান করিয়া দাঁড়াইল, দয়ার্দ্র চিত্ত রাজা তাহা দেখিয়া স্বকীয় কামুকতাবশতঃ আকর্ণকৃষ্ট বাণ প্রতিসংহৃত করিলেন। অন্যান্য হরিণে বাণমোচন করিতে অভিলাষী হইয়া তিনি তাহাদিগের ভয়চঞ্চল লোচন দর্শন মাত্র প্রগল্ভ কান্তার নয়নবিভ্রম-ব্যাপার স্মরণ হওয়াতে, কর্ণোপান্ত পর্য্যন্ত আকৃষ্ট সুদৃঢ় মুষ্টি শিথিল করিলেন।

অনন্তর নরবর, সহসা পল্বলপঙ্ক হইতে উত্থিত দ্রুতপলায়মান বরাহকুলের মুস্তাঙ্কুর-কবলের কিয়দংশে অনুকীর্ণ, আর্দ্র এবং বিশাল পদচিহ্ন পঙ্‌ক্তি দ্বারা সুস্পষ্ট লক্ষিত, গমনমার্গের অনুসরণ করিলেন। তিনি অশ্বোপরি দেহের উর্দ্ধভাগ কিঞ্চিৎ অবনত করিয়া শরপ্রহারে প্রবৃত্ত হইলে, বরাহগণ তাঁহাকে প্রতিপ্রহার করিতে বাসনা করিয়াছিল, কিন্তু আশ্রিত বৃক্ষে আপনাদিগের জঘনদেশ সহসা বিদ্ধ হইয়াছে তাহা জানিতে পারে নাই। বন্য মহিষ তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে, তিনি শরাসন আকর্ষণ করিয়া তাহার নেত্র বিবরে এক বাণ নিক্ষেপ করিলেন; বাণ এরূপ দ্রুত বেগে গমন করিল, যে উহা মহিষের দেহ ভেদ করিয়া শোণিতলিপ্ত না হইয়াই প্রথমে মহিষকে পাতিত করিল, পশ্চাৎ স্বয়ং পতিত হইল।

দুষ্টনিগ্রহ-নিরত নরপতি শাণিত ক্ষুরপ্রান্ত দ্বারা গণ্ডারদিগের খড়্গচ্ছেদ করিয়া তাহাদিগের মস্তক লঘু করিলেন, কিন্তু প্রাণহানি করিলেন না; কারণ, তিনি শত্রুগণের প্রাধান্যই সহ্য করিতে পারিতেন না; কিন্তু দীর্ঘজীবিত-কালের বিদ্বেষী ছিলেন না।

নির্ভীক রাজা দশরথ, প্রফুল্ল সর্জতরুর বায়ুভগ্ন শাখাগ্রের ন্যায় গুহা হইতে অভিমুখাগত ব্যাঘ্রগণের মুখবিবর শিক্ষাকৌশল ও হস্তলাঘব বশতঃ নিমেষমধ্যে শরপূরিত করিয়া তূণীরপ্রায় করিয়া ফেলিলেন। নরপতি, মৃগরাজ কেশরীদিগের মৃগোপরি উন্নত রাজশব্দে অসূয়াপরবশ হইয়াই যেন, কুঞ্জাভ্যন্তরস্থ সিংহদিগকে বধ করিতে অভিলাষী হইয়া, নির্ঘাতনাদ-সদৃশ প্রচণ্ড জ্যারবে তাহাদিগকে ক্ষোভিত করিলেন। ককুৎস্থকুলতিলক রাজা দশরথ করিকুলের চিরশত্রু কুটিলনখাগ্রে মুক্তাধারী সেই সকল সিংহকে শর দ্বারা সংহার করিয়া রণভূমির প্রধান সহায় উপকারী করিগণের নিকট আপনাকে ঋণমুক্ত বিবেচনা করিলেন।

কোন স্থানে ভূপতি অশ্ব ব্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক চমরীগণের প্রতি ধাবিত হইয়া আকর্ণ-বিকৃষ্ট ভল্লাস্ত্র বর্ষণ পূর্ব্বক বিপক্ষ ভূপালগণের ন্যায় তাহাদিগকে ছত্রচামর-বিরহিত করিয়া শান্তি লাভ করিলেন। সুরতসময়ে আলুলায়িত-বন্ধন বিচিত্রমাল্যভূষিত প্রিয়তমার কেশপাশ সহসা স্মৃতিপথে উদিত হওয়াতে, মহারাজ অশ্বের সম্মুখ হইতে উড্ডীন সুচারুবর্হ ময়ূরের প্রতি শরসন্ধান করিলেন না। তুষারকণবাহী, বনানিল পল্লবপুট ভেদ করিয়া নরদেবের অতিমাত্র-মৃগয়া-জনিত বদনলগ্ন স্বেদবিন্দু হরণ করিতে লাগিল।

এইরূপে রাজা দশরথ অমাত্যের উপর রাজ্যভার সমর্পণ পূর্ব্বক অন্যান্য কর্ত্তব্য কার্য্য বিস্মৃত হইয়া নিরন্তর মৃগয়ার সেবায় গাঢ়রূপে বদ্ধানুরাগ হইয়া উঠিলেন, মৃগয়াও সেই অবসরে চতুরা কামিনীর ন্যায় তাঁহার মনোহরণ করিতে লাগিল। নরপতি পরিজন-বিরহিত হইয়া কোনস্থানে কোমল পল্লব পুষ্প বিরচিত শয্যায় শয়ন করিয়া জ্বলিত মহৌষধিরূপ প্রদীপের আলোকে রজনী যাপন করিলেন। পরে প্রভাতে পটুপটহধ্বনি-সদৃশ হস্তিযূথের কর্ণতাল দ্বারা বিনিদ্র হইয়া, বৈতালিকদিগের মঙ্গলগীতির ন্যায়, বিহগকুলের মধুরধ্বনি শ্রবণ করিতে করিতে সেই বনে বিহার করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কোন সময়ে মহীপতি দশরথ রুরুমৃগের মার্গ অনুসরণ করিয়া, নিবিড় কাননে অনুচরবর্গের অলক্ষিতরূপে, অত্যর্থ শ্রমবশতঃ ফেনোদগারী তুরঙ্গ সহায় করিয়া, তপস্বিসমাকীর্ণ তমসা নদীর উপকূলে উপনীত হইলেন। সেই নদীর সলিল হইতে কুম্ভপূরণ-সম্ভূত গম্ভীর মধুর ধ্বনি উত্থিত হইল; তিনি সেই শব্দকে গজবৃংহিত বিবেচনা করিয়া শব্দভেদী শর নিক্ষেপ করিলেন। বন্যহস্তী বধ করা রাজাদিগের নিষিদ্ধ হইলেও দশরথ যে তাদৃশ নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিবেন তাহা বিচিত্র নহে, কারণ, জ্ঞানবানেরাও রজোগুণ-বিমুগ্ধ হইলে অপথে পদার্পণ করিয়া থাকেন।

অকস্মাৎ "হা পিতঃ" এইরূপ রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া রাজা বিষণ্নমনে বেতসবনে সেই রোদনের কারণ অন্বেষণ করিতে করিতে জলকুম্ভধারী একজন ঋষিকুমারকে শল্যবিদ্ধ দেখিয়া নিদারুণ পরিতাপবশতঃ স্বয়ংই যেন শল্যবিদ্ধ হইলেন। বিখ্যাত রঘুকুলোদ্ভব ভূপতি দর্শন মাত্র অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া মুনিকুমারের বংশ-পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন; ঋষিতনয় হৃদয়নিহিত শল্যক্ষতের যাতনায় স্খলিতবচনে এইরূপ আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন "রাজন্! আমি বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমার অন্ধ জনক জননী এই তপোবনে তপোনুষ্ঠান করিয়া থাকেন,

আপনি আমাকে তাঁহাদের নিকট লইয়া চলুন। রাজা মুনিপুত্রের প্রার্থনানুসারে শল্যোদ্ধার না করিয়াই তাঁহাকে অন্ধ জনক জননীর সন্নিধানে লইয়া গেলেন; এবং সেই একমাত্র পুত্রের তাদৃশী দশা, আর নিজ অজ্ঞানকৃত সেই দুষ্কৃত, সমস্তই তাঁহাদিগের নিকট নিবেদন করিলেন। তাঁহারা স্ত্রী পুরুষে বহুক্ষণ বিলাপ করিয়া পুত্রের বক্ষঃস্থলে নিখাত শল্য উদ্ধৃত করিতে আজ্ঞা করিলে, রাজা যেমন শল্যোদ্ধার করিলেন, অমনি ঋষিকুমার গতাসু হইলেন।

অনন্তর বৃদ্ধ মুনি হস্তস্থিত নেত্রবারি দ্বারা রাজাকে অভিসম্পাত প্রদান করিলেন "আমি যেরূপ অন্ত্য দশায় পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিলাম, তোমাকেও এইরূপ চরম বয়সে তনয়শোকে তনুত্যাগ করিতে হইবে"। অন্ধক ঋষি এই কথা বলিলে, অপরাদ্ধ কোশলেশ্বর পাদাহত রোষিত বিষধরের ন্যায় তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। ভগবন্! আপনার অভিসম্পাত আমার পক্ষে অনুগ্রহই হইয়াছে, আমি অদ্যাপি তনয়ের বদনকমল নিরীক্ষণ করি নাই; কাষ্ঠাদি দ্বারা প্রজ্জ্বলিত বহ্নি কৃষ্যাভূমিকে দগ্ধ করিয়াও তাহার শস্যোৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি করিয়া থাকে। "এক্ষণে আপনার বধার্হ এই নির্দ্দয় অধীন কি বিধান করিবে, আপনি অনুমতি করুন"—ধরণীনাথ মুনির নিকট এইরূপ নিবেদন করিলে, অন্ধক ঋষি সস্ত্রীক মৃত পুত্রের অনুমরণ করিতে অভিলাষী হইয়া রাজার নিকট এই প্রার্থনা করিলেন "তুমি কাষ্ঠাদি আহরণ করিয়া চিতা প্রজ্জ্বলিত করিয়া দাও"। নরপতি তৎক্ষণাৎ অনুচরবর্গের সহিত মিলিত হওয়াতে মুনির শাসন সম্পাদন পূর্ব্বক ঋষিবধজনিত পাতকে ভগ্নোৎসাহ হইয়া বনপ্রদেশ হইতে নগরাভিমুখে প্রত্যাগত হইলেন; কিন্তু বাড়বানল যেরূপ সমুদ্রগর্ভে সতত প্রদীপ্ত রহিয়াছে; সেইরূপ সেই বিনাশহেতু ঋষিশাপ তাঁহার অন্তঃকরণে গাঢ়নিবিষ্ট রহিল।

"মৃগয়াবর্ণন" নামক নবম সর্গ।

দশম সর্গ।

ইন্দ্রসম-পরাক্রান্ত বিপুলসমৃদ্ধিশালী রাজা দশরথ অবনিপালনে নিযুক্ত থাকিয়া প্রায় অযুত বৎসর অতিবাহিত করিলেন। কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে পিতৃঋণ-বিমুক্তির নিদান শোকতিমিরাপহ পুত্রজ্যোতি লাভ করিতে পারেন নাই। পূর্ব্বে মন্থন যেরূপ সমুদ্রের রত্নোৎপত্তির কারণ বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল, রাজা সেইরূপ কোন কারণ-বিশেষকে সন্তান-লাভের নিদান বিবেচনা করিয়া বহুকাল যাপন করিলেন। জিতেন্দ্রিয় ঋষ্যশৃঙ্গাদি মহর্ষিগণ সেই সন্তানার্থী রাজার প্রার্থনায় পুত্রেষ্টি যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন।

ঐ সময়ে নিদাঘতাপিত পান্থগণ যেরূপ বৃক্ষচ্ছায়ার প্রতি ধাবমান হয়, সেইরূপ দেবগণ দশানন কর্ত্তৃক উপদ্রুত হইয়া নারায়ণের নিকট গমন করিলেন। তাঁহারা যেমন সাগরতীরে উপস্থিত হইলেন, ভগবান্ আদি-পুরুষেরও অমনি যোগনিদ্রা ভঙ্গ হইল; গম্য ব্যক্তির অনন্যপরতাই কার্য্যসিদ্ধির লক্ষণ। দেবতারা দেখিলেন, ভগবান্, অনন্তদেবের দেহ-সিংহাসনে উপবেশন করিয়া আছেন; তদীয় ফণমণ্ডলস্থ রত্নকিরণে তাঁহার কলেবর প্রদীপ্ত হইতেছে; কমলাসীনা কমলা দুকূল দ্বারা মেখলা আবৃত করিয়া নিজ অঙ্কতলে করপল্লব বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছেন, ভগবান্ তদুপরি চরণযুগল ন্যস্ত করিয়াছেন; যোগিগণের সুখদর্শন প্রফুল্লপুণ্ডরীকাক্ষ নারায়ণ বালাতপ-সুন্দর পীতাম্বর পরিধান করিয়া শারদীয় দিবসমুখের ন্যায় শোভা পাইতেছেন; যাহার প্রভায় অনুলিপ্ত হইয়া শ্রীবৎস চিহ্ন উজ্জ্বল হইয়াছে, কমলাদেবীর বিলাসদর্পণের স্বরূপ সেই সমুদ্রসার কৌস্তুভ বিশাল বক্ষঃস্থলে ধারণ করিতেছেন; তাঁহার শাখাসদৃশ সুদীর্ঘ বাহুচতুষ্টয় দিব্যাভরণে ভূষিত, সুতরাং দেখিলে বোধ হয় যেন সমুদ্রমধ্যে দ্বিতীয় পারিজাত তরু আবির্ভূত হইয়াছে; অসুরাঙ্গনাদিগের গণ্ডস্থলের মদ রাগলোপী সচেতন অস্ত্রগণ তাঁহার জয়ধ্বনি উদ্গীরণ করিতেছে; কুলিশ-ক্ষতকায় খগরাজ নাগরাজের সহিত সহজ বৈর পরিহার করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে; লোকনাথ যোগনিদ্রাবসান হেতু সুনির্ম্মল পবিত্র দৃষ্টিপাত দ্বারা সুখশয়ন-জিজ্ঞাসু ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণকে অনুগৃহীত করিতেছেন।

অনন্তর দেবগণ অসুরনিসূদন বাক্যমনের অগোচর জগৎপূজ্য সেই নারায়ণকে প্রণিপাত করিয়া স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ভগবন্! আপনি পূর্ব্বে এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন, পরে রক্ষা করিয়াছেন, এবং আপনিই সংহার করিতেছেন—এইরূপ ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বর রূপী আপনাকে নমস্কার। যেমন একরূপ-মধুরাস্বাদ মেঘবারি দেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন আস্বাদন প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আপনি স্বয়ং নির্ব্বিকার হইয়াও সত্ত্বাদি গুণভেদে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভগবন্! কেহ আপনার ইয়ত্তা করিতে পারে না, কিন্তু আপনি নিখিল জগতের ইয়ত্তা করিতেছেন; আপনি নিস্পৃহ, কিন্তু সকলেরই প্রার্থনা পূরণ করিতেছেন; আপনাকে কেহ জয় করিতে পারে না, কিন্তু আপনি সকলেরই বিজেতা; আপনি অতি সূক্ষ্মরূপ হইয়াও এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের মূল কারণ। আপনি সকলের হৃদয়ে নিরন্তর অবস্থিতি করিতেছেন, কিন্তু কেহই আপনাকে দেখিতে পাইতেছে না; আপনি নিষ্কাম, কিন্তু নিরন্তর তপোনুষ্ঠান করিতেছেন; আপনি দুঃখিতের দুঃখে দুঃখানুভব করেন, কিন্তু স্বয়ং নিত্যানন্দপূর্ণ; আপনি পুরাণ, কিন্তু জরাক্লেশশূন্য। আপনি সর্ব্বজ্ঞ, কিন্তু কোন ব্যক্তিই আপনাকে জানিতে পারে না; আপনি এই সমস্ত জগতের নির্ম্মাতা, কিন্তু স্বয়ং আত্মসম্ভূত; আপনি সকলের প্রভু, কিন্তু আপনার প্রভু কেহই নাই; আপনি অদ্বিতীয় হইয়াও নিখিল বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন।

দেব! সপ্ত সামবেদে আপনার মহিমা গান করিয়া থাকে; আপনি সপ্ত সমুদ্রে শয়ন করিয়া থাকেন; সপ্তশিখাশালী বহ্নি আপনার মুখ স্বরূপ; আপনি সপ্ত লোকের আশ্রয়স্থান। ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গ-প্রদ জ্ঞান, সত্যাদিচতুর্যুগমিত কালপরিমাণ, ব্রাহ্মণাদি-চতুর্ব্বর্ণময় জীবলোক, এই সমস্তই আপনার চতুর্মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যোগিগণ মোক্ষলাভের নিমিত্ত অভ্যাসবলে অন্তরাত্মাকে বাহ্যবিষয় হইতে নিবর্ত্তিত করিয়া হৃৎপদ্মস্থিত জ্যোতির্ম্ময় আপনারই মূর্ত্তি ভাবনা করেন। আপনি জন্মমৃত্যুবিহীন হইয়াও মীনাদিরূপে জন্মপরিগ্রহ করিতেছেন; নিশ্চেষ্ট হইয়াও শত্রু নিপাত করিতেছেন; যোগনিদ্রাচ্ছন্ন হইয়াও নিরন্তর জাগরূক রহিয়াছেন; এইরূপ পরস্পরবিরোধী কার্য্য দেখিয়া কে আপনার তত্ত্ব অবধারণ করিতে পারে? আপনি রূপরসাদি বিষয় ভোগও করিতে পারেন, এবং দুষ্কর তপস্যানুষ্ঠানও করিতে পারেন, প্রজাপালন-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেও পারেন, এবং ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতেও পারেন।

যেমন ভাগীরথীর প্রবাহসকল যে পথে যাউক না কেন শেষে মহাসাগরে

পতিত হয়, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন ফলসাধন পথ প্রদর্শিত হইলেও, সকলি আপনাতেই নিপতিত হয়। যাঁহারা মোক্ষকামনায় আপনার প্রতি চিত্ত ও কর্ম্ম কলাপ সমর্পণ করিয়াছেন, সেই সংসারবিরত ব্যক্তিগণের আপনিই অদ্বিতীয় গতি। আপনার মহিমার দৃষ্টান্তস্বরূপ এই সকল পৃথিবী, জল প্রভৃতি প্রত্যক্ষ বিষয়েরও যখন ইয়ত্তা করিতে পারা যায় না, তখন বেদাদি শাস্ত্র ও অনুমান দ্বারা নির্ণেয় ভবদীয় স্বরূপ যে নির্দ্ধারণ করিব তাহা নিতান্ত অসম্ভব। আপনাকে কেবল স্মরণ করিলেই ব্যক্তিগণ পবিত্রতা লাভ করে; ইহাতেই স্মরণাতিরিক্ত দর্শনশ্রবণাদি বৃত্তিসকল যে কি অপরিসীম ফল লাভ করিবে তাহা বলিয়া স্থির করা যায় না। রত্নাকরের রত্নরাশি এবং দিবাকরের কিরণজাল যেরূপ বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না, সেইরূপ বাক্যমনের অগোচর আপনার অনন্ত মহিমা অনন্তকাল কীর্ত্তন করিলেও নিঃশেষিত হয় না। এমন কোন অভীষ্ট নাই যে আপনার সাধিত হয় নাই, এবং এমন কোন উদ্দেশ্যই নাই, যাহা আপনাকে সাধিত করিতে হইবে, তবে যে সংসারে জন্মপরিগ্রহ করিয়া নানাকার্য্য সম্পাদন করেন, সে কেবল জীবলোকের প্রতি অনুগ্রহ বশতঃই বলিতে হইবে। আপনার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া আমরা যে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিতেছি, সে কেবল আমাদের শ্রম বা অশক্তি প্রযুক্ত, নতুবা গুণরাশির সীমা প্রাপ্ত হইয়াছি বলিয়া নহে।

দেবগণ এই প্রকারে স্তব করিয়া ইন্দ্রিয়াতীত ভগবান্‌কে প্রসন্ন করিলেন; সেই স্তুতি ভগবানের পক্ষে স্বরূপকথন, প্রশংসাবাদ নহে। ভগবান্ তাঁহাদিগকে কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতে দেবতারা তদীয় প্রীতি বুঝিতে পারিয়া নিবেদন করিলেন, ভগবান্! আমরা, প্রলয়কাল উপস্থিত না হওয়াতেও উদ্বেল রাক্ষসরূপ মহার্ণবের ভয়ে উপক্রত হইয়াছি।

অনন্তর সেই অনাদিপুরুষ বেলাভূমির সমীপস্থ পর্ব্বতের কন্দর প্রতিধ্বনিত, এবং সাগরনিনাদ পরাভূত করিয়া গম্ভীর স্বরে কহিতে লাগিলেন। পুরাতন কবি ভগবানের সেই বাণী বর্ণোচ্চারণ-স্থান হইতে সম্যক্ উচ্চরিত ও সংস্কারবিশুদ্ধ হওয়াতে নিঃসন্দেহ চরিতার্থ হইল। জগৎপতির বদননিঃসৃত সেই বাণী দন্তকান্তিসম্বলিত হওয়াতে বোধ হইল যেন চরণ হইতে নির্গতাবশিষ্ট ভাগীরথী উর্দ্ধগামিনী হইয়াছেন। (ভগবান্ কহিতে লাগিলেন, তমোগুণ যেমন প্রাণীদিগের সত্ত্ব ও রজোগুণকে অভিভূত করে, তদ্রূপ সেই নিশাচর যে তোমাদের মহিমা ও পরাক্রম অপহরণ করিয়াছে তাহা আমি অবগত হইয়াছি; এবং সাধুব্যক্তির অন্তঃকরণ যেরূপ অজ্ঞানকৃত পাপ দ্বারা পরিতা

পিত হয়, সেইরূপ সেই রাক্ষসের অত্যাচারে আমার ত্রিভুবন যে দগ্ধ ও উৎপীড়িত হইতেছে তাহাও আমার অবিদিত নাই। লোক-রক্ষা উভয়েরই কার্য্য অতএব এবিষয়ে দেবরাজের আমার নিকট কোন অভ্যর্থনা করিবার প্রয়োজন নাই; কারণ, বায়ু আপনিই অগ্নির সাহায্য করিয়া থাকে। দশানন তপস্যাকালে নিজ নবমুণ্ড স্বহস্তস্থিত অসি দ্বারা ছেদন করিয়া দশম মুণ্ডটী আমার চক্রের লাভাংশের ন্যায় স্থাপন করিয়াছে। চন্দন তরু যেমন সর্পের আরোহণ সহ্য করে, সেইরূপ আমিও ব্রহ্মার বরদানহেতু সেই দুরাত্মার ঘোরতর অত্যাচার সহ্য করিয়াছি। দুরাত্মা রাক্ষস কঠোর তপস্যায় বিধাতাকে পরিতুষ্ট করিয়া মর্ত্ত্য লোকে অনাস্থাবশতঃ দেবলোকের অবধ্য বলিয়া বর প্রার্থনা করিয়াছে। অতএব আমি রাজা দশরথের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া শাণিতশরাঘাতে সেই দুরাত্মার শিরঃপরম্পরা-রূপ কমলমালা রণভূমির বলিরূপে দান করিব। তোমরা অবিলম্বে যাজ্ঞিকদিগের কর্ত্তৃক যথাবিধানে প্রদত্ত স্ব স্ব যজ্ঞভাগ পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইবে, আর তাহা মায়াবী নিশাচরেরা আস্বাদন করিতে পারিবে না। বিমানচারী পুণ্যবানেরা আকাশপথে রাবণের পুষ্পক দর্শনমাত্র অতিমাত্র সন্ত্রস্ত হইয়া মেঘান্তরালে গোপনভাবে অবস্থান করিতেন, এক্ষণে তাঁহারা সে ভয় পরিত্যাগ করুন। তোমরা বন্দীকৃত সুরাঙ্গনাদিগের বেণীবন্ধসকল অতিত্বরায় মুক্ত করিতে পারিবে, সে কেশচয় নলকুবেরেরঅভিশাপবশতঃ দুরাত্মার করস্পর্শদূষিত হয় নাই।

কৃষ্ণ-মেঘ রাবণরূপ অনাবৃষ্টি দ্বারা অতিক্রান্ত সুরবৃন্দ-শস্যে এইরূপ বাক্য বারি বর্ষণ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তরুগণ যেমন পুষ্প দ্বারা বায়ুর অনুগমন করে, সেইরূপ ইন্দ্রাদি দেবতারাও স্ব স্ব অংশে দেবকার্য্যোদ্যত নারায়ণের অনুগমন করিলেন।

এদিকে মহারাজ দশরথের কাম্যকর্ম্ম পুত্রেষ্টি যজ্ঞের সমাধানান্তে এক দিব্য পুরুষ, আদিপুরুষের অধিষ্ঠান হেতু অতি দুর্ব্বহ সুবর্ণপাত্রস্থিত পায়স চরু দুই হস্তে ধারণ করিয়া অগ্নি হইতে আবির্ভূত হইল দেখিয়া ঋত্বিকগণ বিস্ময়াপন্ন হইলেন। যেরূপ দেবরাজ সমুদ্রোত্থিত অমৃত গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ নরপতি প্রজাপতিপ্রেরিত সেই পুরুষ কর্ত্তৃক আনীত অন্ন গ্রহণ করিলেন। মহারাজের গুণ যে অনন্যসাধারণ তাহা ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, ত্রৈলোক্যবিধাতা নারায়ণও তাঁহার তনয় হইতে অভিলাষ করিয়াছেন। যে প্রকার দিবাকর স্বর্গ ও মর্ত্ত্যে বালাতপ বিভক্ত করিয়া দেন, সেইরূপ ভূপতি সেই বিষ্ণুতেজোময় চরু পত্নীদ্বয়কে (কৌশল্যা

ও কেকয়ীকে) বিভাগ করিয়া দিলেন। মহারাজ প্রধান মহিষী কৌশল্যাকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন, এবং কেকয়ী তাঁহার বিশেষ অনুরাগভাজন ছিলেন ; এই জন্য নরপতির এই অভিপ্রায় ছিল, যে কৌশল্যা ও কেকয়ী উভয়েই স্ব স্ব অংশ হইতে সুমিত্রাকে প্রদান করিবেন। পত্নীদ্বয়ও বিবেচক পতির অভিপ্রায় বুঝিয়া উভয়েই আপন আপন অংশের অর্দ্ধভাগ সুমিত্রাকে অর্পণ করিলেন। ভ্রমরী যেরূপ করিগণ্ডবাহি মদরেখাদ্বয়ের প্রীতিভাজন হয়, সেইরূপ সুমিত্রা সপত্নীদিগের উভয়েরই প্রণয়ভাজন ছিলেন।

অমৃতা নামক বৃষ্টিবর্ষণী সূর্য্যদীধিতিগণ যেরূপ জলময় গর্ভ ধারণ করে, সেইরূপ মহিষীগণ প্রজাদিগের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত নারায়ণের অংশময় গর্ভ ধারণ করিলেন। এক সময়ে গর্ভবতী রাজ্ঞীরা পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়া, অভ্যন্তরে ফলধারিণী শস্যসম্পত্তির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। রাজ-মহিষীগণ স্বপ্নাবস্থায় দেখিতেন—শঙ্খ খড়্গ গদা শার্ঙ্গধারী খর্ব্বাকৃতি দিব্য পুরুষেরা আসিয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন ; কখন দেখিতেন, গরুড় স্বর্ণপক্ষের প্রভাজাল বিস্তার পূর্ব্বক গতিবেগে মেঘমালা আকর্ষণ করিয়া অন্তরীক্ষে তাঁহাদিগকে বহন করিতেছেন ; কখন বা দেখিতেন—কমলা বক্ষঃস্থলে নারায়ণ-দত্ত কৌস্তুভ ধারণ পূর্ব্বক হস্তে কমলব্যজন লইয়া তাঁহা-দিগকে সেবা করিতেছেন ; কখন বা সপ্তর্ষিগণ মন্দাকিনীতে স্নানাদি সমাপন করিয়া পরব্রহ্মের নাম পাঠ করিতে করিতে তাঁহাদিগকে উপাসনা করিতে-ছেন। রাজা মহিষীগণের নিকট সেইরূপ স্বপ্নবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পরম প্রীত হইলেন, এবং জগৎপিতার পিতা হইবেন ভাবিয়া আপনাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবে-চনা করিলেন। একমাত্র চন্দ্রবিম্ব যেমন নানাস্থানস্থিত প্রসন্ন সলিলে নানা-কার ধারণ করেন, সেইরূপ অদ্বিতীয় ভগবান্ সেই সকল রাজমহিষীর জঠরে নানা অংশে বিভক্ত হইয়া বাস করিতেছিলেন।

অনন্তর ওষধি যেরূপ রাত্রিকালে তিমিরান্তকারী জ্যোতি লাভ করে, সেইরূপ পতিব্রতা প্রধানরাজমহিষী কৌশল্যা প্রসবসময়ে শোকতমোনাশী এক পুত্রসন্তান লাভ করিলেন। পিতা দশরথ সন্তানের অতিরমণীয় দেহকান্তি সন্দর্শন করিয়া জগতের মঙ্গলালয় "রাম" এই নাম রাখিলেন। রঘুবংশপ্রদীপ অনুপমসৌন্দর্য্যশালী রামচন্দ্রের রূপে সূতিকাগৃহস্থিত দীপসকল যেন নিষ্প্রভ হইয়া গেল। সৈকত তীরভূমিতে বলিসাধন কমল নিক্ষিপ্ত হইলে শরৎকালীন অল্পপরিসরা জাহ্নবীর যেরূপ শোভা হয়, শয্যাস্থিত রামচন্দ্র দ্বারা, প্রসবহেতু কৃশোদরী কৌশল্যারও সেইরূপ অনির্ব্বচনীয় শোভা হইয়াছিল। অতি সুনীল

ভরত নামে কৈকেয়ীর এক পুত্রসন্তান জন্মিল ; বিনয় যেমন সম্পত্তির শোভা সম্বর্দ্ধন করে, তদ্রূপ তিনিও জননীকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সুশিক্ষিত বিদ্যা হইতে যেমন প্রবোধ ও বিনয় উৎপন্ন হয়, সেইরূপ সুমিত্রা লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন নামে দুই যমজ পুত্র প্রসব করিলেন। সমস্ত ভূলোকে দুর্ভিক্ষাদি কষ্ট রহিল না ; এবং নীরোগতাদি নানা গুণ প্রকাশ হইতে লাগিল ; ইহাতে বোধ হইল, যেন স্বর্গই অবনীতে অবতীর্ণ পুরুষোত্তমের অনুগমন করিয়াছে। নারায়ণ রামাদি চারি ভাগে অবতীর্ণ হওয়াতে, রেণুশূন্য নির্ম্মল বায়ু বহিতে লাগিল ; বোধ হইল যেন চারি দিক্, দশাননভীত নিজ নাথদিগের আশ্রয়-লাভ-দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়াই, নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। রাবণপীড়িত অগ্নি নির্ধূম ও প্রভাকর প্রসন্ন হইলেন ; ইহাতে বোধ হইল যেন তাঁহারা দুঃখের আশু অবসান হইবে ভাবিয়াই শোক পরিত্যাগ করিলেন। রাম ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র দশাননের কিরীট হইতে রত্নচ্ছলে রাক্ষসশ্রীর অশ্রুবিন্দু ধরাতলে পতিত হইল। মহারাজ দশরথের পুত্র জন্মিলে তৎকালোচিত বাদ্য-কার্য্য প্রথমতঃ স্বর্গীয় দেব দুন্দুভি দ্বারা সম্পাদিত হইল। এবং রাজভবনে যে পারিজাত কুসুমের বৃষ্টি নিপতিত হইল, তাহাই তৎকালকরণীয় মঙ্গল ক্রিয়ার প্রথম আরম্ভ স্বরূপ হইল।

কুমারগণ কৃতসংস্কার হইয়া ধাত্রীর স্তন্য পান পূর্ব্বক দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, এবং তৎসঙ্গে সঙ্গেই পিতা দশরথের পুত্রজন্মের পূর্ব্বে জাত আনন্দ ও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ঘৃতাহুতি দ্বারা হুতাশনের যেমন স্বাভাবিক তেজ প্রবর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ সুশিক্ষা দ্বারা কুমারদিগের নৈসর্গিক বিনীত স্বভাব আরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। সেই নিষ্কলঙ্ক রঘুকুল পরম্পর-অনুরক্ত ভ্রাতৃবর্গের দ্বারা, ঋতুগণ শোভিত দেবোদ্যানের ন্যায়, সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কুমারগণের মধ্যে সমান সৌভ্রাত্র সত্ত্বেও প্রীতির তারতম্য হেতু যেমন রাম লক্ষ্মণ এক সহচর, সেইরূপ ভরত শত্রুঘ্ন ও এক সহচর হইয়াছিলেন। যেমন বায়ু বহ্নির বা চন্দ্র সমুদ্রের প্রণয় কখন স্খলিত হইবার নয়, তদ্রূপ রাম লক্ষ্মণ ও ভরত শত্রুঘ্নের পরস্পর সদ্ভাবও অস্খলিত হইয়াছিল। গ্রীষ্মকালাবসানে নীল-ঘনাবৃত দিবস যেরূপ লোকের মনোহর হয়, সেইরূপ সেই প্রজানাথ কুমার-গণ প্রভাব ও বিনয় দ্বারা প্রকৃতিপুঞ্জের মন হরণ করিয়াছিল। নরপতির সেই পুত্রচতুষ্টয় ভূতলে অবতীর্ণ মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। যেরূপ মহাসমুদ্রেরা রত্নরাশি-দানে চতুর্দ্দিগীশ নরপতিকে সন্তুষ্ট করিয়াছিল, সেইরূপ পিতৃবৎসল কুমারগণ স্বগুণে পিতা দশরথের

প্রীতি সম্পাদন করিয়াছিল। অসুরগণের অনিভেদী দন্তচতুষ্টয়ে ঐরাবত যেরূপ শোভা পায় ; ফলানুমেয় সামাদি উপায়চতুষ্টয় দ্বারা নীতির যেরূপ শোভা হয় ; এবং যূপসদৃশ সুদীর্ঘ ভুজচতুষ্টয়ে নারায়ণ যেমন শোভা ধারণ করেন ; সেইরূপ সেই নারায়ণের অংশভূত কুমারচতুষ্টয়ে মহারাজ দশরথ শোভা পাইতে লাগিলেন।

"রামাবতার" নামক দশম সর্গ।

একাদশ সর্গ

বিশ্বামিত্র মুনি মহারাজ দশরথের নিকট আগমন করিয়া যজ্ঞবিঘ্ন বিনাশের নিমিত্ত শিখণ্ডকধারী বালক রামচন্দ্রকে ভিক্ষা চাহিলেন ; তেজস্বীদিগের বয়ঃক্রম-বিচারের প্রয়োজন হয় না। বিচক্ষণসেবী নরপতি, বহু আয়াসলব্ধ হইলেও রামকে লক্ষ্মণের সহিত মুনির হস্তে সমর্পণ করিলেন ; কারণ, রঘুবংশীয়েরা জীবনার্থী ব্যক্তিদিগের ও প্রার্থনাপূরণে কখন পরাঙ্মুখ হয়েন না। মহারাজ, সন্তানদ্বয়ের গমনকালে যেমন নগরের রথ্যাসংস্কার করিতে আদেশ করিলেন, অমনি বায়ু এবং সপুষ্পবারিবর্ষী মেঘের দ্বারা শীঘ্রই সে কার্য্য সম্পাদিত হইল। পিতার আদেশ-পালনে উন্মুখ ধনুর্দ্ধারী রাম লক্ষ্মণ তদীয় চরণে প্রণিপাত করিলেন, ভূপতিও, প্রবাসগমনোদ্যত কুমারযুগলের উপর বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ধনুদ্ধর রাম লক্ষ্মণ পিতার অশ্রুবিন্দু দ্বারা আর্দ্রচূড় হইয়া মুনির অনুগমন করিলেন ; পুরবাসিগণ একদৃষ্টিতে তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, তাহাদিগের দৃষ্টিপাতে যেন রাজমার্গের তোরণই বিরচিত হইল।

মহর্ষি কেবল রাম ও লক্ষ্মণ এই দুইজনকে লইয়া যাইতে অভিলাষ করিলেন, এই জন্য রাজা তাঁহাদিগের সঙ্গে সৈন্য সামন্ত প্রেরণ করিলেন না, কেবল আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করিলেন ; কারণ, তাঁহার আশীর্ব্বাদই তাঁহাদিগের রক্ষাকার্য্যে সমর্থ। উভয়ে মাতৃগণের চরণ বন্দনা করিয়া মহাতেজস্বী মুনির সহিত যাইতে যাইতে, সূর্য্যের গতিনিবন্ধন প্রবর্ত্তমান চৈত্র বৈশাখের ন্যায়, শোভা পাইতে লাগিলেন। যেরূপ বর্ষাকালে উদ্ধ্য ও ভিদ্য নামক নদের নামসদৃশ কার্য্য (জলোচ্ছ্বাস ও কূলভেদন) শোভা পায়, সেইরূপ তরঙ্গবৎ চঞ্চল ভুজশালী কুমারদ্বয়ের শৈশবসুলভ চঞ্চল গমনের শোভা হইয়া-

ছিল। মণিময় ভূমিতে বিচরণ যাঁহাদিগের অভ্যাস, সেই রাম লক্ষ্মণ মহর্ষি প্রদত্ত বলা ও অতিবলা নামক বিদ্যাদ্বয়ের প্রভাবে পথিমধ্যেও কিছুমাত্র ম্লান হন নাই, বরং যেন নিজ জননীর পার্শ্ববর্তীই আছেন এরূপ মনে করিয়াছিলেন। বাহন-সঞ্চারোচিত সানুজ রামচন্দ্র পুরাবৃত্তবিৎ পিতৃমিত্র বিশ্বামিত্রের মুখে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সকল শ্রবণ করিয়া যাইতে যাইতে এমনি অনন্যমনাঃ হইয়াছিলেন যে, পাদগমনক্লেশও বুঝিতে পারেন নাই। সরোবর সকল সুরস বারিদ্বারা, বিহঙ্গমগণ শ্রুতিসুখ কলরব দ্বারা, বনবায়ু সুরভি পুষ্পরেণু দ্বারা এবং মেঘবৃন্দ ছায়াদান দ্বারা তাঁহাদিগকে সেবা করিতে লাগিল। বনবাসী তপস্বীগণ প্রিয়দর্শন রাম লক্ষ্মণকে অবলোকন করিয়া যাদৃশ প্রীতি লাভ করিলেন, অরবিন্দশোভিত সলিল-দর্শনে বা শ্রমবিনোদক পাদপ দর্শনে কখন তাদৃশ সন্তোষ লাভ করেন নাই।

কার্ম্মুকহস্ত দাশরথি, হরকোপানলে দগ্ধদেহ কন্দর্পের তপোবনে উপস্থিত হইয়া, মনোহর দেহকান্তিতে তাঁহার প্রতিনিধি হইলেন, কিন্তু কার্য্যে তাঁহার সদৃশ ছিলেন না। রাম লক্ষ্মণ ইতিপূর্ব্বে মহর্ষির মুখে তাড়কার অভিশাপ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার উপদ্রবে প্রাণিসঞ্চারশূন্য দুর্গমপথে উপস্থিত হইয়া, ভূতলে শরাসনের অগ্রভাগ অবনমন পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে তাহাতে জ্যারোপণ করিলেন। অনন্তর তামসী বিভাবরীর সদৃশ কৃষ্ণবর্ণা তাড়কা তাঁহাদিগের জ্যারব শ্রবণমাত্র, কর্ণান্তলম্বি নরকপাল-কুণ্ডল আন্দোলিত করিয়া, বলাকাশোভিত ঘনমেঘাবলীর ন্যায় আবির্ভূত হইল। প্রেতচীবর পরিধানা রাক্ষসী প্রবলগতিবেগে মার্গবৃক্ষসকল কম্পিত করিয়া শ্মশানোত্থিত বাত্যার ন্যায় ভীমরবে রামচন্দ্রকে আক্রমণ করিল। নিতম্বদেশে পুরুষ নাড়ীনির্ম্মিত মেখলা পরিধান পূর্ব্বক এক বাহু উত্তোলন করিয়া তাড়কা আসিতেছে দেখিয়া, রাম স্ত্রীহত্যার ঘৃণা ও বাণ এককালে বিসর্জ্জন করিলেন। রাম-সায়ক, তাড়কার পাষাণসদৃশ কঠিন বক্ষঃস্থলে যে বিবর করিল, তাহাই যমরাজের দুর্গম রাক্ষসদেশ-প্রবেশের দ্বারস্বরূপ হইল। রামশরে বিদীর্ণ হৃদয়া রাক্ষসীর পতনকালে কেবল তদীয় কাননভূমি নহে, ত্রিলোকপরাজয় হেতু সুপ্রতিষ্ঠিতা রাবণলক্ষ্মীও কম্পিত হইল। নিশাচরী * রাম-মদনের দুঃসহ শরে পীড়িত হইয়া অঙ্গে সুগন্ধি রুধিররূপ চন্দন লেপন পূর্ব্বক জীবিতেশ্বরের † আবাসে গমন করিল।

---

* একপক্ষে রাক্ষসী, অন্যপক্ষে অভিসারিকা।

† এক পক্ষে যম, অন্যপক্ষে প্রাণনাথ।

যেরূপ সূর্য্যকান্ত মণি ভাস্কর হইতে ইন্ধন-দাহক তেজঃ প্রাপ্ত হয়, সেই রূপ রামচন্দ্র পরাক্রম-সন্দর্শনে পরমপ্রীত মহর্ষির নিকট হইতে সমন্ত্রক রাক্ষস-নাশক অস্ত্র লাভ করিলেন। পরে তিনি মহর্ষিমুখে শ্রুতপূর্ব্ব পবিত্র বামনাশ্রমে উপস্থিত হইয়া, পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত স্মৃতিপথে উদিত না হইলেও, উন্মনাঃ হইলেন।

অনন্তর বিশ্বামিত্র মুনি নিজ তপোবন প্রাপ্ত হইলেন; তথায় শিষ্যগণ পূজাসামগ্রী সকল প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন; আশ্রমতরুগণ ঋষির সম্মানার্থ পল্লবপুটরূপ অঞ্জলি বন্ধন করিয়াছিল, এবং দর্শনোন্মুখ মৃগকুল ঊর্দ্ধমুখে দণ্ডায়মান ছিল। যেরূপ পর্য্যায়োদিত চন্দ্র সূর্য্য রশ্মিজাল বিস্তার করিয়া অন্ধকার হইতে ত্রিভুবন রক্ষা করেন, সেইরূপ রাম লক্ষ্মণ শরদ্বারা অধ্বরদীক্ষিত মুনিকে বিঘ্ন হইতে রক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর বন্ধুজীব কুসুমের ন্যায় স্থূল রক্তবিন্দুতে সহসা বেদী দূষিত হইয়াছে দেখিয়া ঋত্বিক্‌গণ সভয়ে যজ্ঞকর্ম্ম হইতে বিরত হইলেন; সম্ভ্রমে তাঁহাদিগের হস্ত হইতে বিকঙ্কত নির্ম্মিত স্রুবাদি যজ্ঞপাত্র স্খলিত হইয়া পড়িল। রাম তৎক্ষণাৎ তূণীমুখ হইতে বাণ গ্রহণ করিতে করিতে ঊর্দ্ধমুখ হইয়া দেখিলেন, আকাশপথে রাক্ষসসৈন্য বিচরণ করিতেছে; গৃধ্রগণের পক্ষপবন দ্বারা তাহাদিগের ধ্বজপতাকাসকল কম্পিত হইতেছে। রাম যজ্ঞদ্বেষী অন্যান্য রাক্ষসকে লক্ষ্য না করিয়া, তাহাদিগের অধিপতি মারীচ ও সুবাহুকে বাণলক্ষ্য করিলেন; কেনই না করিবেন, মহোরগসংহারক গরুড় কি কখন জলব্যালের প্রতি বিক্রম প্রকাশ করিয়া থাকে? অস্ত্রবিশারদ দাশরথি শরাসনে বেগবান বায়ব্য অস্ত্র সন্ধান পূর্ব্বক তদ্দ্বারা পর্ব্বতসম সারবান্ তাড়কাপুত্র মারীচকে পরিণত পত্রের ন্যায় পাতিত করিলেন। সুবাহু নামে অপর যে রাক্ষস মায়াবলে সেই সেই স্থানে বিচরণ করিতে ছিল, শত্রুসংহার নিপুণ রামচন্দ্র তাহাকে ক্ষুরপ্রান্ত দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া আশ্রমের বহির্ভাগে পক্ষিগণকে বিভাগ করিয়া দিলেন।

রাম লক্ষ্মণ এইরূপে যজ্ঞবিঘ্ন নিবারণ করিলে, মুনিগণ তাঁহাদিগের রণবিক্রমের সম্যক্ অভিনন্দন করিয়া, মৌনাবলম্বী কুলপতি বিশ্বামিত্রের যাগক্রিয়া যথাক্রমে সমাপন করিলেন। যজ্ঞস্নানানন্তর মহর্ষি প্রণামনম্র চঞ্চলচূড় ভ্রাতৃযুগলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কুশক্ষত করতল দ্বারা তাঁহাদিগের গাত্র সম্মার্জ্জন করিলেন।

সেই সময়ে মিথিলাধিপতি জনকরাজা যজ্ঞারম্ভ করিয়া, বিশ্বামিত্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন; জিতেন্দ্রিয় মহর্ষি মিথিলায় যাইবার সময়ে ধনুর্ভঙ্গ-

শ্রবণে কৌতূহলাক্রান্ত রাম লক্ষ্মণকেও সমভিব্যাহারে লইয়া চলিলেন। তাঁহারা বহুদূর অতিক্রম করিয়া সায়ংকালে দীর্ঘতপাঃ গৌতম মহর্ষির রমণীয় আশ্রম তরুতলে বসতি করিলেন; যথায় তদীয় পত্নী অহল্যা ক্ষণকালমাত্র বাসবের কলত্রভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পাষাণময়ী গৌতমপত্নী রামচন্দ্রের পাতকনাশী পাদরেণুর অনুগ্রহে দীর্ঘকালের পর পুনরায় স্বীয় মনোহর দেহপ্রাপ্ত হইলেন।

প্রজানাথ জনক, রাম লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে করিয়া বিশ্বামিত্র মুনি উপস্থিত হইয়াছেন শুনিয়া অর্ঘগ্রহণ পূর্ব্বক, অর্থকাম সহিত মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মদেবের ন্যায় তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন। মিথিলানিবাসিগণ সেই ভ্রাতৃদ্বয়কে আকাশ হইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ পুনর্ব্বসুর ন্যায় সতৃষ্ণদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল, এবং নিরীক্ষণসময়ে চক্ষের পক্ষ্মপাতও বঞ্চনা বলিয়া মনে করিতে লাগিল। যূপচিহ্নিত ক্রিয়া সমাপনান্তে, কুশিকবংশতিলক অবসরজ্ঞ মহর্ষি জনক সন্নিধানে কহিলেন, "রামচন্দ্র শরাসন-দর্শনে নিতান্ত উৎসুক হইয়াছেন।" নরপতি বিখ্যাতবংশোদ্ভব বালক রামচন্দ্রের সুকুমার কলেবর দর্শন করিয়া, এবং স্বীয় ধনুঃ দুরানম বিবেচনা করিয়া, কন্যার পণসংস্থাপন হেতু ব্যথিত চিত্ত হইলেন; এবং কহিলেন, "ভগবন্! যে কার্য্য বৃহৎ মতঙ্গদিগেরও দুষ্কর, সে কর্ম্মে আমি করভকে নিষ্ফল যত্ন করিতে অনুমতি করিতে পারি না। অনেকানেক ধনুর্দ্ধারী রাজগণ এই কার্ম্মুকের নিকট লজ্জিত হইয়া জ্যাঘাত কঠিন স্ব স্ব ভুজদণ্ডে ধিক্কার দিয়া পলায়ন করিয়াছেন"। মহর্ষি রাজাকে কহিলেন, এই বালক রামচন্দ্রের বলবিক্রমের কথা শ্রবণ করুন; অথবা বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন নাই, পর্ব্বতপৃষ্ঠে বজ্রের ন্যায় এই শরাসনেই ইহাঁর সারবত্তা প্রকাশ পাইবে। জনক রাজা মহর্ষির এইরূপ বিশ্বস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, ইন্দ্রগোপকীট-পরিমাণ বহ্নিতে দাহিকা শক্তির ন্যায়, শিখণ্ডীধারী রামচন্দ্রেও পরাক্রম থাকা অসম্ভব নহে, বিশ্বাস করিলেন।

যেরূপ সহস্রলোচন দেবরাজ তেজোময় ধনুকের আবির্ভাবের নিমিত্ত মেঘগণকে আদেশ করেন, সেইরূপ মিথিলাধিপতি বহুসংখ্যক পার্শ্ববর্ত্তী অনুচরকে কার্ম্মুক আনয়ন করিতে আদেশ দিলেন। রামচন্দ্র প্রসুপ্তভুজঙ্গেন্দ্র-সদৃশ ভীষণমূর্ত্তি সেই ধনুক দর্শন করিবামাত্র গ্রহণ করিলেন; সেই শরাসন দ্বারাই বৃষধ্বজ, পলায়মান মৃগরূপধারী যজ্ঞের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। কন্দর্প যেরূপ কোমল কুসুমচাপে জ্যারোপণ করেন, সেইরূপ দাশরথি, পর্ব্বতের ন্যায় সুদৃঢ় শরাসনে অবলীলাক্রমে গুণাধিরোপণ করিলেন; সভাস্থগণ বিস্ময়াপন্ন হইয়া নির্নিমেষলোচনে তাহা অবলোকন

করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র অতিমাত্র কর্ষণদ্বারা যে সময়ে ধনুক ভঙ্গ করিলেন, সেই কালে ধনুক, বজ্রসম কঠোরশব্দে যেন ক্ষত্রিয়কুলে বদ্ধবৈর পরশুরামকেই 'পুনর্ব্বার ক্ষত্রিয়কুল উদ্যত হইয়াছে' নিবেদন করিল। অনন্তর সত্যপ্রতিজ্ঞ জনকরাজা হরকার্ম্মুকে রঘুকুমারের বলবিক্রম দর্শন করিয়া, ধনুর্ভঙ্গগণের ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে, তৎক্ষণাৎ তেজস্বী বিশ্বামিত্র সমীপে অগ্নি সাক্ষী করিয়া রামচন্দ্রকে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপা অযোনিজা কন্যা প্রদান করিলেন; এবং পূজ্যবর পুরোহিতকে অযোধ্যাপতি দশরথের নিকট প্রেরণ করিলেন, বলিয়া দিলেন, আপনি মহারাজ দশরথকে কহিবেন যে "আমার কন্যাকে পুত্রবধূ করিয়া নিমিকুল ভৃত্যভাবাপন্ন করুন"।

রাজা দশরথ নিজপুত্রের অনুরূপ বধূর অন্বেষণ করিতেছেন, এমন সময়ে অনুকূলবাদী জনকপুরোহিত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন; কল্পবৃক্ষফলের ন্যায় পুণ্যবান্‌দিগের মনোরথ সদ্যই পরিণত হয়। ইন্দ্রসহচর জিতেন্দ্রিয় মহারাজ ব্রাহ্মণের যথাযোগ্য সৎকার করিয়া, তাঁহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন, এবং সৈন্যরেণু দ্বারা সূর্য্যমণ্ডল রোধ করিয়া মিথিলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাজা, মিথিলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তাঁহার সৈন্যগণ উপকণ্ঠস্থিত উপবনতরুর পীড়া উৎপাদন পূর্ব্বক নগর বেষ্টন করিয়া রহিল; কামিনী যেরূপ অতিপ্রসক্ত কান্তসম্ভোগ সহ্য করে, সেইরূপ সেই পুরী সেই প্রণয়াবরোধ সহ্য করিল। আচারনিষ্ঠ বরুণ-বাসব-প্রতিম ভূপতিদ্বয় পরস্পর মিলিত হইয়া কন্যাপুত্রের নিজ মহিমানুরূপ বিবাহোৎসব সম্পন্ন করিলেন। রাম মেদিনীসুতা সীতার, এবং লক্ষ্মণ তাঁহার কনিষ্ঠা উর্ম্মিলার পাণিগ্রহণ করিলেন; আর তাঁহাদিগের অনুজ তেজস্বী ভরত ও শত্রুঘ্ন কুশধ্বজকন্যা কৃশোদরী মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তির করগ্রহণ করিলেন। রাজকুমারেরা নববধূ পরিগ্রহ করিয়া, সিদ্ধিসম্পন্ন সাম দান ভেদ ও দণ্ড এই উপায়চতুষ্টয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। রাজকন্যাগণ, রাজপুত্রদিগের সহিত মিলিত হইয়া, যেরূপ চরিতার্থ হইয়াছিলেন, সেইরূপ রাজপুত্রেরাও তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া চরিতার্থতা লাভ করিয়াছিলেন; বস্তুতঃ সেই বরবধূ সমাগম, প্রকৃতি-প্রত্যয়যোগের ন্যায়, পরস্পর সম্বদ্ধ হইয়াছিল।

তনয়বৎসল রাজা দশরথ, এইরূপে আত্মজদিগের পরিণয়কার্য্য সম্পাদন করিয়া, নিজ রাজধানী প্রস্থান করিলেন। জনকরাজা তিন দিবসের পথ পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন, পরে তাঁহারি নিকট বিদায় লইয়া প্রতিগমন করিলেন।

যেরূপ নদীবেগ তীরভূমি অতিক্রম করিয়া স্থলীর কষ্টদায়ক হয়, সেই-রূপ একদা পথিমধ্যে ধ্বজদণ্ড-বিমর্দ্দক প্রতিকূল বায়ু প্রবাহিত হইয়া, সৈন্য-গণের অতিশয় ক্লেশ উৎপাদন করিল। তদনন্তর গরুড়নাশিত সর্পের শরীর-বেষ্টিত মস্তকচ্যুত মণির ন্যায়, সূর্য্যদেব ভয়ানক পরিবেশমণ্ডলে আবৃত হইয়া পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিলেন। দিগঙ্গনা শ্যেন পক্ষীর পক্ষ-রূপ ধূসরবর্ণ অলক ধারণ করিল, সান্ধ্যমেঘরূপ রুধিরার্দ্র বসনে আচ্ছাদিত হইল, এবং ধূলিসমাকীর্ণ হইয়া রজস্বলা কামিনীর ন্যায় অবলোকনের অযোগ্য হইয়া উঠিল। দিবাকরাধিষ্ঠিত দিক আশ্রয় করিয়া শিবাগণ, ক্ষত্রিয়রুধির দ্বারা পিতৃলোক-সন্তর্পণ পরশুরামকে প্রেরণ করিবার জন্যই যেন, ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে লাগিল। কৃত্যবিৎ ক্ষিতীশ্বর, প্রতিকূল পবন প্রভৃতি সেই সকল দুর্নিমিত্ত দর্শন করিয়া শান্তিবিধানের নিমিত্ত কুলগুরু বশিষ্ঠকে কহিলেন; তিনি, "পরিণামে শুভ হইবে" বলিয়া রাজার ভয় ভঞ্জন করিয়া দিলেন।

হঠাৎ সৈন্যদিগের পুরোভাগে তেজোরাশি আবির্ভূত হইল। তাহারা নয়ন মার্জ্জনা করিয়া কিছু বিলম্বে এক পুরুষাকৃতি দেখিতে পাইল। যে পুরুষ পৈতৃক লক্ষণ উপবীত, ও মাতৃক চিহ্ন শরাসন ধারণ করিয়া চন্দ্রযুক্ত ভাস্কর, এবং সর্পবেষ্টিত চন্দনদ্রুমের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। যিনি, রোষ-কষায়িত মর্য্যাদাভ্রষ্ট পিতার আজ্ঞাবশবর্ত্তী হইয়া কম্পমান জননীর মস্তক ছেদন পূর্ব্বক প্রথমে ঘৃণা জয় করিয়াছিলেন, পরে পৃথ্বী জয় করেন। যিনি, দক্ষিণ শ্রবণে নিহিত অক্ষবীজবলয়ের ছলে একবিংশতি বার ক্ষত্রিয়বিনাশের গণনাই যেন করিতেছেন।

রাজা দশরথ, পিতৃবধজনিত ক্রোধ হেতু ক্ষত্রিয়বিনাশে প্রবৃত্ত ভার্গবকে দেখিয়া, স্বীয় দুর্ব্বল অবস্থা, ও শিশু সন্তান বিবেচনা করিয়া বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন। দারুণ শত্রু ও স্বীয় তনয় উভয়েতেই তুল্যরূপে বিদ্যমান রামনাম, সর্প এবং হারে স্থিত রত্নচয়ের ন্যায়, মহারাজের হৃদয়হারী ও ভয়-দায়ী হইয়াছিল। রাজা দশরথ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া "অর্ঘ অর্ঘ" এইরূপ কহিতে-ছেন, কিন্তু পরশুরাম সেদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, যেস্থানে রামচন্দ্র অব-স্থিতি করিতেছিলেন সেই দিকে ক্ষত্রিয়-ক্রোধবহ্নির শিখা-স্বরূপ ভীষণ তারকাযুক্ত চক্ষুঃ নিক্ষেপ করিলেন। সমরাভিলাষী ভৃগুনন্দন একমুষ্টি শরাসনে, ও অপর মুষ্টির অঙ্গুলি-বিবরে বাণ, স্থাপন করিয়া পুরোবর্ত্তী নির্ভীক রঘুবীরকে কহিতে লাগিলেন। "ক্ষত্রিয় জাতি আমার পিতৃহন্তা শত্রু, আমি তাহাদিগকে একবিংশতি বার নিপাত করিয়া শান্তিলাভ করিয়া

ছিলাম, এক্ষণে তোমার পরাক্রম-শ্রবণে, দণ্ডঘট্টিত সুপ্ত ভুজঙ্গের ন্যায়, রোষিত হইয়াছি। পূর্ব্বে অন্য কোন রাজাই জনকের যে ধনুক নত করিতে সমর্থ হয় নাই, তুমি সেই ধনুক ভাঙ্গিয়াছ শুনিয়া আমার বীর্য্যশৃঙ্গই যেন ভগ্ন হইয়াছে বোধ করিয়াছি। আর, অন্য সময়ে রামনাম উচ্চারিত হইলে কেবল আমাকেই বুঝাইত, এক্ষণে, সেই নাম, উদয়োন্মুখ তোমাতে বিভক্ত হওয়াতে, আমার বড় লজ্জা বোধ হইতেছে। আমি পর্ব্বতভেদেও অকুণ্ঠিত অস্ত্রধারণ করিতেছি, আমার দুই জন শত্রু সমান অপরাধী বলিয়া স্থির হইয়াছে, কার্ত্তবীর্য্য ধেনুবৎস হরণ করিয়াছিল, এবং তুমি কীর্ত্তিলোপে উদ্যত হইয়াছ। তুমি পরাজিত না হইলে আমি ক্ষত্রিয়নাশনজনিত বিক্রমে সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছি না; হুতাশন শুষ্কতৃণের ন্যায় সাগরেও যে জ্বলিত হয়, তাহাই তাহার মহিমা বলিয়া গণনা করিতে হইবে। আর, তুমি যে হরশরাসন ভগ্ন করিয়াছ, উহার সমস্ত সার ভগবান্ নারায়ণ হরণ করিয়াছিলেন, ইহা বিলক্ষণ জানিও; নদীবেগে মূল উৎপাত হইলে, মৃদুপবনও তটিনীতটস্থ তরুকে পাতিত করিতে পারে। ভাল, এক্ষণে আমার এই কার্ম্মুকে জ্যারোপণ করিয়া, শরসংযুক্ত ধনু আকর্ষণ কর, যুদ্ধে প্রয়োজন নাই,—ইহা করিলেই তোমাকে সমবাহুবল বিবেচনা করিয়া তোমার নিকটে পরাজয় স্বীকার করিব। অথবা যদি আমার প্রদীপ্ত পরশুধারার তর্জ্জনে ভীত হইয়া থাক, তবে বৃথা জ্যাঘাত-কঠিনাঙ্গুলি ভুজদ্বয়ে অঞ্জলি বন্ধন করিয়া অভয় প্রার্থনা কর"।

ভীষণাকৃতি ভার্গব এইরূপ কহিলে, রামচন্দ্র ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহার ধনু গ্রহণ করিয়াই সমুচিত উত্তর প্রদান করিলেন। জন্মান্তরীণ কার্ম্মুক-সংযোগে তিনি অতিমাত্র প্রিয়দর্শন হইলেন; কেবল নব জলধরই রমণীয়, তাহাতে আবার ইন্দ্রধনু মিলিত হইলে কি না হয়। প্রবল পরাক্রান্ত রামচন্দ্র ভূমিতলে যেমন কার্ম্মুকের একাগ্র নিহিত করিয়া জ্যারোপণ করিলেন, অমনি ক্ষত্রিয়বৈরী, ধূমাবশিষ্ট বহ্নির ন্যায়, নিষ্প্রভ হইলেন। জনসমূহ, পরস্পরাভিমুখে দণ্ডায়মান বর্দ্ধিততেজাঃ দাশরথি, ও হীনপরাক্রম ভৃগুনন্দনকে, দিনাবসানে পার্ব্বণ চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় দেখিয়াছিল। কুমারবিক্রম দয়ার্দ্রচিত্ত রামচন্দ্র ভার্গবকে হীনবীর্য্য দেখিয়া এবং নিজসংহিতশর অব্যর্থ বিবেচনা করিয়া কহিলেন, আপনি আমাকে অভিভব করিলেও, ব্রাহ্মণ বলিয়া, আমি আপনাকে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিতে পারি না; এক্ষণে বলুন এই বাণ দ্বারা আপনার স্বৈরগতি কিংবা যজ্ঞার্জ্জিত স্বর্গলোক অবরোধ করি। পরশুরাম

রামকে কহিলেন; আমি আপনাকে পুরাতন পুরুষ বলিয়া স্বরূপতঃ জানি না, এরূপ নহে, তবে আপনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এক্ষণে আপনার দিব্য তেজ দর্শনাভিলাষে আপনাকে কোপিত করিয়াছি। আমি পিতৃশত্রু-গণকে ভস্মসাৎ করিয়াছি, এবং সসাগরা ধরা পাত্রসাৎ করিয়াছি। আপনি পরম পুরুষ, আপনি যে আমাকে পরাভব করিলেন, এ আমার পক্ষে অতিশয় শ্লাঘা। অতএব হে ধীমন্! পুণ্যতীর্থ গমনের নিমিত্ত আমার অভিলষিত স্বৈবগতি রক্ষা করুন। স্বর্গপথ রুদ্ধ হইলে আমার কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না, কারণ আমি ভোগবাসনায় একান্ত পরাঙ্মুখ। রাম"তথাস্তু" বলিয়া স্বীকার করিলেন, এবং পূর্ব্বমুখ হইয়া বাণ পরিত্যাগ করিলেন। পরিত্যক্তবাণ পুণ্য বান্ পরশুরামের স্বর্গপথের দুরতিক্রম প্রতিবন্ধক হইল। রামচন্দ্রও, 'ক্ষমা করুন' বলিয়া তপোনিধি ভৃগুনন্দনের চরণ ধারণ করিলেন; বলনির্জ্জিত শত্রুর নিকট প্রণতি বীরগণের পক্ষে কীর্ত্তিকরই হইয়া থাকে। "আপনার প্রসাদে আমি মাতৃক রজোগুণবিরহিত হইয়া পৈতৃক শান্তিগুণ লাভ করিলাম; অতএব আপনি যে আমার হিতজনক নিগ্রহ করিলেন, তাহা আমার পক্ষে অনুগ্রহই হইয়াছে। এক্ষণে আমি চলিলাম। দেবকার্য্য সম্পাদনের জন্য আপনি ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আপনার কুশল হউক।" ঋষি রাম ও লক্ষ্মণকে এইরূপ কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

পরশুরাম গমন করিলে, পিতা দশরথ বিজয়ী পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া, স্নেহবশতঃ মনে মনে বিবেচনা করিলেন, রামচন্দ্র যেন পুনর্জ্জীবিত হইয়াছেন। মহারাজ, ক্ষণকালস্থায়ী শোকের পর, বৃষ্টিপাতে দাবানললঙ্ঘিত তরুর ন্যায়, সন্তোষ লাভ করিলেন। শক্রসদৃশ নরপতি পথিমধ্যে সুরম্য পটমণ্ডপে কতিপয় নিশা যাপন করিয়া অযোধ্যাপুরী প্রবেশ করিলেন; তথায় মৈথিলী দর্শনোৎসুক কামিনীদিগের নেত্রপাতে গবাক্ষদেশে যেন শত শত কুবলয় প্রস্ফুটিত হইয়াছে, বোধ হইতেছিল।

"সীতাবিবাহ-বর্ণন" নামক একাদশ সর্গ।

দ্বাদশ সর্গ।

উষাকালীন বর্ত্তিকান্তবর্ত্তিনী দীপশিখা যেরূপ সমস্ত তৈল সম্ভোগ করিয়া নির্ব্বাণোন্মুখ হয়, সেইরূপ অন্তিমদশাপন্ন রাজা দশরথ, বিষয় সম্ভোগে পরিতৃপ্ত হইয়া আসন্ন নির্ব্বাণ হইলেন। জরা কৈকেয়ীর ভয়েই যেন পলিতচ্ছলে দশরথের কর্ণোপান্তে আসিয়া কহিল, "রামচন্দ্রকে রাজলক্ষ্মী সমর্পণ কর"। যেরূপ কৃত্রিম মাধব উদ্যানস্থ প্রত্যেক তরুকে প্রফুল্ল করে, সেইরূপ প্রজাপ্রিয় রামচন্দ্রের সেই অভিষেক কিংবদন্তী প্রত্যেক পুরবাসীকেই আহ্লাদিত করিল।

ক্রূরকর্ম্মা কৈকেয়ী রামের অভিষেকার্থ সঞ্চিত দ্রব্যসামগ্রী সকল নরপতির শোকোষ্ণ অশ্রুবিন্দু দ্বারা দূষিত করিল। যেরূপ আসারসিক্ত ভূমি বিলমগ্ন সর্প উদ্গীরণ করে, সেইরূপ কোপনস্বভাবা কৈকেয়ী, পতি কর্ত্তৃক অনুনীত হইয়া তৎ প্রতিশ্রুত বরদ্বয় প্রার্থনা করিল। উভয় বরের মধ্যে একের দ্বারা রামচন্দ্রের চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস এবং অপরের দ্বারা স্বপুত্র ভরতের নিজবৈধব্য-পরিণাম রাজলক্ষ্মী অভিলাষ করিল। রামচন্দ্র প্রথমে বিষণ্নবদনে পিতৃদত্ত রাজ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পশ্চাৎ, "বনগমন কর," এই অনুমতি হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করিলেন। জনপদবাসিগণ ক্ষৌমযুগল পরিধানকালে রামচন্দ্রের যাদৃশ মুখকান্তি দর্শন করিয়াছিল, বল্কল পরিধান কালেও তাদৃশ অবিকৃত মুখরাগ দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। রাম পিতৃসত্য সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডকারণ্যে এবং প্রত্যেক সাধুব্যক্তির অন্তঃকরণে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে পুত্রবিয়োগকাতর রাজা দশরথ, স্বকর্ম্মজনিত অভিশাপ বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া, দেহত্যাগই নিজপাপের প্রায়শ্চিত্ত বিবেচনা করিলেন। কুমারগণ প্রবাসী এবং রাজা অস্তমিত হওয়াতে, রাজ্য রন্ধ্রান্বেষী শত্রুদিগের প্রলোভন বস্তু হইয়া উঠিল। অনন্তর অনাথ অমাত্যেরা বিপত্তিগোপন জন্য সংবৃতাশ্রু মূল সচিবদিগকে পাঠাইয়া মাতামহের আলয়বাসী ভরতকে আনয়ন করিলেন। কৈকেয়ীতনয় পিতার সেইরূপ মৃত্যুর বিবরণ শ্রবণ করিয়া কেবল নিজ মাতার প্রতিই বিরক্ত হইলেন এরূপ নহে, রাজ্যভোগেও পরাঙ্মুখ হইলেন। এবং সৈন্য সমভিব্যাহারে, আশ্রমবাসী মুনিগণ প্রদর্শিত, রাম

লক্ষ্মণের বসতিতক্ক সকল দর্শন করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহা দিগের অনুগমন করিলেন। ভরত চিত্রকূট-বনস্থিত রামের নিকট পিতার স্বর্গ-গমনের কথা নিবেদন করিয়া, অভুক্ত রাজলক্ষ্মী সম্ভোগের নিমিত্ত তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজলক্ষ্মী পরিগ্রহে অসম্মত হইলে ভরত স্বয়ং পৃথিবী পরিগ্রহ স্বীকার করিয়া আপনাকে পরিবেত্তা * বিবেচনা করিলেন। ভরত যখন তাঁহাকে স্বর্গতঃ পিতার নিদেশ হইতে নিবর্ত্তিত করিতে অসমর্থ হইলেন, তখন রাজ্যের অধিদেবতা করিবার নিমিত্ত তাঁহার পাদুকা দ্বয় যাজ্ঞা করিলেন। রামচন্দ্র 'তথাস্তু' বলিয়া ভরতকে বিদায় করিলে, তিনি আর অযোধ্যাপুরী প্রবেশ করিলেন না, নন্দিগ্রামে গমন করিয়া, পরন্যস্ত ধনের ন্যায়, রামরাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠের প্রতি দৃঢ়ভক্তিমান রাজ্যতৃষ্ণাবিমুখ ভরত এইরূপে যেন মাতৃকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তই করিতে লাগিলেন।

প্রশান্তচিত্ত সানুজ রামচন্দ্র সীতার সহিত অরণ্যে বনজাত ফল মূলাদি উপভোগে দিন যাপন করিয়া, যৌবনকালে বৃদ্ধ ইক্ষ্বাকুদিগের ব্রত আচরণ করিতে লাগিলেন। একদা নিজ মহিমায় কোন বৃক্ষের ছায়া স্তম্ভিত করিয়া, ঈষৎ শ্রমবশতঃ তাহার তলে সীতার উৎসঙ্গদেশে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। বাসবপুত্র বায়স কান্তসম্ভোগচিহ্নে দোষদর্শী হইয়াই যেন, সীতার স্তনদ্বয় বিদীর্ণ করিল। রামচন্দ্র সীতার বচনে জাগরিত হইয়া বায়সের প্রতি ঈষীকাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন; কাক এক নয়ন দান করিয়া তাহা হইতে আপনাকে পরিত্রাণ করিল।

রাম 'এই নিকটবর্ত্তী দেশে ভরত পুনরায় আসিতে পারেন' বিবেচনা করিয়া উৎকণ্ঠিত-মৃগ-সমাকীর্ণ চিত্রকূটপর্ব্বতস্থলী পরিত্যাগ করিলেন। যেরূপ ভাস্কর বর্ষাকালীন রাশিসকলে সংক্রমণ করিয়া দক্ষিণ দিকে গমন করেন, সেইরূপ তিনি আতিথেয় মুনিগণের আশ্রমে অবস্থিতি করিয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। জানকী রামের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন; দেখিয়া বোধ হইল যেন রাজলক্ষ্মী রামগুণে পক্ষপাতিনী হইয়া কৈকেয়ীর নিষেধ না মানিয়াই তাঁহার অনুগমন করিতেছেন। সীতা অত্রিপত্নী অনসূয়ার প্রদত্ত সুগন্ধি অঙ্গরাগ দ্বারা কানন এরূপ আমোদিত করিয়াছিলেন, যে ভ্রমরগণ পুষ্প ছাড়িয়া তাঁহার অঙ্গেই আসিয়া সংসক্ত হইয়াছিল।

---

* জ্যেষ্ঠ অকৃতদার থাকিতে যদ্যপি কনিষ্ঠ দারপরিগ্রহ করে, তবে তাহাকে পরিবেত্তা কহে।

যেরূপ রাহুগ্রহ চন্দ্রের পথ রোধ করে, সেইরূপ সান্ধ্যমেঘবৎ কপিশবর্ণ বিরাধ রাক্ষস, রামচন্দ্রের পথাবরোধ করিয়া দাঁড়াইল। অবগ্রহ যেরূপ শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসের মধ্যে বৃষ্টি হরণ করে, সেইরূপ লোকশোষণ বিরাধ রাক্ষস রাম লক্ষ্মণের মধ্যবর্ত্তিনী মৈথিলীকে হরণ করিল। রাম লক্ষ্মণ, বিরাধকে বধ করিয়া, 'যদ্যপি এখানে নিক্ষেপ করিয়া যাই, তাহা হইলে ইহার দুর্গন্ধে স্থলী দূষিত হইবে,' এই বিবেচনা করিয়া, তাহাকে ভূগর্ভে সমাহিত করিলেন।

অনন্তর অগস্ত্যমুনির আদেশে বিন্ধ্যাদ্রি যেরূপ পূর্ব্বাবস্থায় অবস্থিত হইয়াছিল, সেইরূপ মর্য্যাদারক্ষক, রামচন্দ্র তাঁহারই উপদেশে পঞ্চবটীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। নিদাঘতাপিতা ভুজঙ্গী যেরূপ চন্দনতরুর নিকট গমন করে, সেইরূপ সেই পঞ্চবটীতে স্মরপীড়িত শূর্পনখা রামের নিকট উপস্থিত হইল। রাক্ষসী স্বীয় বংশাবলী নিবেদন করিয়া সীতা-সমক্ষেই বিবাহার্থ রামচন্দ্রকে বরণ করিল; কামিনীগণের অতিপ্রবৃদ্ধ কামোদ্রেক কখন অবসর অপেক্ষা করে না। বৃষসদৃশ-পীবরাংস রামচন্দ্র কামুকী শূর্পনখাকে আদেশ করিলেন, "বালে! আমার সহধর্ম্মিণী নিকটে আছেন, তুমি আমার কনিষ্ঠকে ভজনা কর। লক্ষ্মণও" তুমি অগ্রে আমার জ্যেষ্ঠের অভিগমন করিয়াছ, এজন্য আমি তোমাকে পরিগ্রহ করিতে পারি না" বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলে, রাক্ষসী উভয়কূলগামিনী নদীর ন্যায় পুনরায় রামসমীপে উপস্থিত হইল। এই ব্যাপার দেখিয়া সীতা ঈষৎ হাস্য করিলেন। তখনি নির্ব্বাতনিশ্চল সমুদ্রবেলা যেরূপ চন্দ্রোদয়ে উচ্ছলিত হয়, সেইরূপ সেই সীতাপরিহাসে, ক্ষণসৌম্যা রাক্ষসী ক্রোধরক্ত হইয়া উঠিল। "তুই অবিলম্বেই এই পরিহাসের সমুচিত ফল পাইবি, আমার দিকে দৃষ্টিপাত কর, মৃগী যেরূপ ব্যাঘ্রীকে উপহাস করে, তুই আমাকে সেইরূপ উপহাস করিলি ইহা মনে কর।" এই কথা বলিয়া শূর্পণখা স্বনাম সদৃশ রূপ ধারণ করিল। মৈথিলী আতঙ্কে স্বামীর অঙ্কে নিলীন হইলেন। লক্ষ্মণ প্রথমে তাহার কোকিলার ন্যায় সুমিষ্ট স্বর শ্রবণ করিয়াছিলেন, পরে শৃগালীর ন্যায় অতিভয়ঙ্কর রব শুনিয়া তাহাকে মায়াবিনী বিবেচনা করিলেন। পরে নিকোষ অসি হস্তে শীঘ্র পর্ণশালা প্রবেশ পূর্ব্বক সেই ভীষণরূপা রাক্ষসীর নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া আরও বিকৃতাকার করিয়া দিলেন। শূর্পনখা, কুটিলনখধারী বেণুবৎ কর্কশপর্ব্ব অঙ্কুশাকার অঙ্গুলি দ্বারা আকাশ হইতে রাম লক্ষ্মণকে তর্জ্জন করিল, এবং তৎক্ষণাৎ জনস্থানে আসিয়া, খরদূষণাদি রাক্ষসগণের নিকট

রামকৃত তথাবিধ অভিনব রক্ষঃকুলের পরিভব বর্ণন করিল। রাক্ষসবর্গ, রামের সহিত যুদ্ধযাত্রার সময় নাসাকর্ণরহিত শূর্পনখাকে যে অগ্রে করিয়া লইয়াছিল, তাহাই তাহাদের অমঙ্গলসূচক হইয়াছিল। দৃপ্ত রাক্ষসদল অস্ত্র শস্ত্র উদ্যত করিয়া আসিতেছে দেখিয়া, রাম শরাসনে বিজয়াশা স্থাপন করিলেন এবং লক্ষ্মণের হস্তে সীতা সমর্পণ করিলেন। দাশরথি একাকী; রাক্ষস সহস্র সহস্র; কিন্তু সমরস্থলে তাহারা আপনাদিগের সমসংখ্যক রাম দর্শন করিতে লাগিল। সদ্বৃত্ত ককুৎস্থকুলতিলক অসজ্জনোক্ত নিজ দূষণের ন্যায়, দুর্বৃত্ত রাক্ষস-প্রেরিত দূষণকে ক্ষমা করিলেন না। রামচন্দ্র, খর ও ত্রিশিরাকে শরাঘাতে সংহার করিলেন। পর্য্যায়ক্রমে বিক্ষিপ্ত বাণসমূহ বোধ হইতে লাগিল যেন শরাসন হইতে এককালেই নিঃসৃত হইতেছে। দেহভেদী নিশিত রামবাণ, পূর্ব্ববৎ বিশুদ্ধাবস্থায় থাকিয়াই সেই রাক্ষসত্রয়ের পরমায়ু পান করিল; পতত্রিগণ রুধির পান করিল। রামচন্দ্রের শরনির্ভিন্ন সেই রাক্ষস-সৈন্যের মধ্যে কবন্ধ ভিন্ন উত্থানশীল অন্য কোন বস্তুই দৃষ্ট হয় নাই। সেই রাক্ষসসেনা শরবর্ষী রামচন্দ্রের সহিত সংগ্রাম করিয়া গৃধ্রগণের ছায়ায় দীর্ঘ নিদ্রায় নিমগ্ন হইল; একমাত্র শূর্পনখাই দশাননসন্নিধানে রামশরনিহত রাক্ষসদিগের অমঙ্গল সংবাদ উপনীত করিল। কুবেরানুজ রাবণ ভগ্নীর নিগ্রহ ও বন্ধুগণের বধবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, স্বীয় দশ মস্তকে রামের পদ নিহিত হইয়াছে বিবেচনা করিলেন। রাক্ষসরাজ মৃগরূপধারী নিশাচরের দ্বারা রাম লক্ষ্মণকে বঞ্চিত করিয়া, সীতা হরণ করিলেন; পক্ষীন্দ্র জটায়ু যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়া ক্ষণকালমাত্র তাঁহার প্রতিরোধ করিয়াছিলেন। রাম লক্ষ্মণ সীতার অনুসন্ধান করিতে করিতে ছিন্নপক্ষ গৃধ্ররাজকে অবলোকন করিলেন; তিনি তখন কণ্ঠাগত প্রাণ হইয়া যেন দশরথ-সৌহার্দ্যের ঋণমুক্তই হইয়াছেন। জটায়ু বাক্যে "রাবণ মৈথিলী হরণ করিয়াছে" এই সংবাদ কহিলেন, এবং স্বীয় সুস্বরূপ মহৎকার্য্য ব্রণ দ্বারা নিবেদন করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। জটায়ু লোকান্তরগত হইলে, রাম লক্ষ্মণের পিতৃবিয়োগ-শোক পুনরায় নবীভূত হইল, এবং তাঁহারা দাহাদি সমস্ত ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সমাপন করিলেন। রাম কবন্ধনামক রাক্ষসের প্রাণবধ করিলে সে শাপমুক্ত হইয়া তাঁহাকে কপিরাজ সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিতে উপদেশ দিল; তদনুসারে সমদুঃখ সুগ্রীবের সহিত তাঁহার মিত্রতা অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিল।

রামচন্দ্র, বালী বধ করিয়া, ধাতুর স্থানে আদেশের ন্যায়, সুগ্রীবকে চিরাভিলষিত বালিরাজ্যে সন্নিবেশিত করিলেন। কপিরাজ সুগ্রীবের প্রেরিত

বানরগণ, বিয়োগকাতর রামের মনোরথের ন্যায়, বৈদেহীকে অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। যেরূপ নির্ম্মম ব্যক্তি সংসারার্ণব উত্তীর্ণ হয়, সেইরূপ হনুমান্ সম্পাতিমুখে সীতাবার্ত্তা অবগত হইয়া সাগর পার হইল। এবং লঙ্কাতে অন্বেষণ করিতে করিতে, বিষবল্লী-বেষ্টিত মহৌষধির ন্যায়, রাক্ষসীপরিবৃত জানকীকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে রামের অভিজ্ঞান সূচক অঙ্গুরীয় প্রদান করিল। উহা সীতার হস্তগত হইবার সময় তাঁহার শীতল আনন্দাশ্রুবিন্দু দ্বারা যেন প্রত্যুদ্গত হইল। কপিবর, রামের সন্দেশদানে সীতাকে সান্ত্বনা করিয়া, রাবণকুমার অক্ষের প্রাণ সংহার করিল, এবং তন্নিবন্ধন উদ্ধতভাবে কিছুক্ষণ শত্রুনিগ্রহ সহ্য করিয়া লঙ্কাপুরী ভস্মীভূত করিল।

কৃতকর্ম্মা পবননন্দন, স্বয়ং উপস্থিত সাক্ষাৎ বৈদেহীর হৃদয়-স্বরূপ, তদীয় অভিজ্ঞানরত্ন রামকে দেখাইলেন। রামচন্দ্র জানকীর প্রেরিত মণি বক্ষঃস্থলে ধারণ পূর্ব্বক স্পর্শসুখে নিমীলিত হইয়া, স্তনসংসর্গশূন্য প্রেয়সীর আলিঙ্গনসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। রাম সীতাবার্ত্তাশ্রবণে তৎসঙ্গমে সমুৎসুক হইয়া, লঙ্কাবেষ্টন মহাসাগরকে পরিখাবৎ সুপ্রতর বোধ করিলেন। তিনি শত্রুনাশের নিমিত্ত বানরসৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া গমন করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ কেবল ভূতলে নহে, আকাশপথেও নিবিড়সংস্থানে গমন করিতে লাগিল; রাম সমুদ্রকূলে সেনা সন্নিবেশ করিয়া আছেন এমন সময়ে, বিভীষণ আসিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন; রাক্ষসলক্ষ্মী বুঝি, স্নেহবশতঃই তাঁহাকে সদবুদ্ধি প্রদান পূর্ব্বক প্রেরণ করিয়াছিলেন। দাশরথি বিভীষণকে রাক্ষসরাজ্য প্রদান করিবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন; নীতি সমুচিত সময়ে প্রযুক্ত হইলে অবশ্যই ফলসাধক হইয়া থাকে। রাম বানর দ্বারা সাগরসলিলোপরি এক সেতু বন্ধন করাইলেন; উহা দেখিয়া বোধ হইল, বিষ্ণুর শয়নের নিমিত্ত রসাতল হইতে শেষ নাগই যেন উত্থিত হইয়াছে। রাম সেই সেতুপথে লঙ্কায় উত্তীর্ণ হইয়া, পিঙ্গলবর্ণ বানরগণ দ্বারা পুরী রোধ করিলেন; তখন বোধ হইল, যেন আর একটি প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছে। লঙ্কায় বানরে ও রাক্ষসে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। চতুর্দ্দিকে রাম রাবণের জয় ঘোষণা প্রচারিত হইতে লাগিল। বৃক্ষের দ্বারা লৌহবদ্ধ লগুড় সকল চূর্ণ হইতে লাগিল, শিলানিক্ষেপে মুদ্গর নিষ্পিষ্ট হইতে লাগিল, শস্ত্রাঘাত অপেক্ষাও নখাঘাত অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল, এবং শৈলাঘাতে করিগণ নিহত হইতে লাগিল।

অনন্তর একদা সীতা রামচন্দ্রের ছিন্ন মস্তক দর্শন করিয়া বিচেতন হইলে, ত্রিজটা উহা মায়াকল্পিত বলিয়া, তাঁহাকে পুনরুজ্জীবিত করিলেন। সীতা, প্রাণনাথ জীবিত আছেন ইহা নিশ্চয় জানিয়া, শোক পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু পূর্ব্বে তাঁহার বিনাশ সত্য জানিয়া যে জীবিত ছিলেন, তজ্জন্য লজ্জিত হইলেন।

মেঘনাদের নাগপাশ গরুড়াগমনে শিথিল হইল, সুতরাং উহা রাম লক্ষ্মণের স্বপ্নবৃত্তান্তবৎ ক্ষণকাল ক্লেশকর হইয়াছিল। পরে দশানন শক্তিশেল-প্রহারে লক্ষ্মণের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিলেন; রাম স্বয়ং আহত না হইয়াও শোকাবেগে বিদীর্ণহৃদয় হইলেন। লক্ষ্মণ হনুমদানীত মহৌষধি সেবনে বিগতব্যথ হইয়া পুনর্বার রাক্ষসাঙ্গনাদিগকে পরিদেবন শিক্ষা দিতে লাগিলেন। শরৎকাল যেরূপ মেঘের ধ্বনি ও ইন্দ্রায়ুধের প্রভা বিলুপ্ত করে, সেইরূপ লক্ষ্মণ মেঘনাদের সিংহ-নাদ ও ইন্দ্রায়ুধপ্রভ ধনুকের কিঞ্চিন্মাত্র শেষ রাখিলেন না। অস্ত্রাঘাতে মনঃশিলা ছিন্ন করিলে পর্ব্বত যেরূপ দর্শনীয় হয়, সেইরূপ কুম্ভকর্ণ সুগ্রীব-হস্তে সূর্পণখা-সদৃশী অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া রামচন্দ্রকে অবরোধ করিল। "তুমি নিতান্ত নিদ্রাপ্রিয়, রাবণ তোমাকে অসময়ে বৃথা জাগরিত করিয়াছেন," এই বিবেচনা করিয়াই যেন রামসায়ক কুম্ভকর্ণকে দীর্ঘনিদ্রায় প্রবেশিত করিল। সমরোত্থিত ধূলি যেমন রাক্ষস-শোণিতনদীতে নিপতিত হইতে লাগিল, সেইরূপ ইতর রাক্ষসগণও বানর-সৈন্যে নিপতিত হইয়া নিধন প্রাপ্ত হইল। অনন্তর রাবণ, "অদ্য ব্রহ্মাণ্ড হয় রাবণশূন্য, নয় রামশূন্য হইবে" নিশ্চয় করিয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধমানসে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। দেবরাজ রামকে পদাতি ও লঙ্কেশ্বরকে রথারূঢ় দেখিয়া, কপিলবর্ণ-অশ্বসংযুক্ত রথ রামসন্নিধানে প্রেরণ করিলেন। রথের ধ্বজপট, মন্দাকিনীতরঙ্গ-সম্পৃক্ত বায়ুবেগে কম্পিত হইতেছিল; এবং ইন্দ্রসারথি মাতলি অশ্বচালন করিতেছিলেন; রামচন্দ্র তাঁহারই হস্ত অবলম্বন করিয়া, সেই জয়শীল রথে আরোহণ করিলেন। মাতলি মাহেন্দ্র বর্ম্মে রামের কলেবর আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন, যে বর্ম্মে অসুরনিঃক্ষিপ্ত অস্ত্রসকল উৎপলদলের ন্যায় নিষ্ফল হইয়া থাকে। বহুকালের পর পরস্পরসন্দর্শনে, বিক্রমপ্রকাশের অবসর প্রাপ্ত হইয়া রামরাবণের যুদ্ধ যেন চরিতার্থই হইল। সমস্ত রাক্ষসগণ নিহত হইলেও একাকী দশাননই মস্তকবাহুল্য ও পদবাহুল্যে, রাক্ষসগণপরিবৃতের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন। রাবণ ইন্দ্রাদি লোকপাল জয় করিয়াছেন, নিজ মস্তক প্রদান করিয়া ঈশ্বরকে অর্চ্চনা করিয়াছেন, কৈলাস পর্ব্বত উত্তোলন

করিয়াছেন, এই সকল কারণেই রাম তাহাকে শ্লাঘ্য শত্রু বিবেচনা করিলেন। লঙ্কেশ্বর অতিশয় ক্রোধভরে সীতাসঙ্গম সূচক রামের স্পন্দমান দক্ষিণ ভুজে নিঃক্ষেপ করিলেন। রামনিঃক্ষিপ্ত বাণও রাবণের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া নাগগণকে প্রিয়সংবাদ দিবার নিমিত্তই বুঝি ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। বাক্য দ্বারা বাক্যের, এবং অস্ত্র দ্বারা অস্ত্রের প্রতিশোধ প্রদান করিতে করিতে পরস্পরের জিগীষাবাদিদ্বয়ের ন্যায় ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। যেরূপ যুদ্ধকালে মত্তমাতঙ্গদ্বয়ের মধ্যস্থ বেদি পরস্পরের তুলাধিকার হয়, সেইরূপ পর্য্যায়ক্রমে জয় পরাজয় হওয়াতে জয়শ্রী পরস্পরের সাধারণ হইয়া রহিলেন। দেবাসুর, অস্ত্রপ্রয়োগ বা শত্রুপ্রযুক্ত অস্ত্রের প্রতীকার ইত্যাদি ব্যাপারে প্রীত হইয়া, যে পুষ্পবৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিতে লাগিলেন, তাহা পরস্পরের নিরন্তরাল শরসম্পাতে প্রতিরুদ্ধ হইল। রাক্ষসরাজ কূটশাল্মলী-সদৃশাকার বিজয়লক্ষ্মীমন্দার ন্যায় লৌহকীলসমাকীর্ণ শতঘ্নী নামক অস্ত্র শত্রুর প্রতি প্রয়োগ করিলেন। রাম লক্ষ্মণ, অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বাণ দ্বারা রাক্ষসগণের জয়াশার সহিত রথের নিকট আসিতে না আসিতেই তাহা কদলীর ন্যায় ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর রামচন্দ্র শত্রুকে প্রহার করিবার নিমিত্ত স্বীয় কার্ম্মুকে কান্তাশোকশল্যের উদ্ধারের ঔষধ-স্বরূপ অব্যর্থ ব্রহ্মাস্ত্র সন্ধান করিলেন। সেই দীপ্তাগ্র অস্ত্র আকাশপথে শতধা প্রদীপ্ত হইয়া, ভয়ঙ্করফণামণ্ডলধারী শেষ ভুজগের দেহবৎ লক্ষিত হইতে লাগিল। দাশরথি সেই মন্ত্র প্রযুক্ত অস্ত্রাঘাতে অর্দ্ধনিমেষ মধ্যে রাবণের মস্তক-পরম্পরা পাতিত করিলেন; ছেদনকালে রাবণ কিছুমাত্র বেদনা বোধ করিতে পারিলেন না। তাঁহার দেহ ভূতলে পতিত হইবার পূর্ব্বে তদীয় ছিন্ন কণ্ঠপংক্তি চঞ্চলতরঙ্গে নিপতিত বালার্কপ্রতিবিম্বের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। রাবণের মস্তক ছিন্ন হইয়া নিপতিত হইল দেখিয়াও, পাছে পুনর্ব্বার সংলগ্ন হয় এই আশঙ্কায় দেবগণের মনে বড় বিশ্বাস জন্মিল না।

অনন্তর দেবগণ-বিমুক্ত সুরভি পুষ্পবৃষ্টি, রাবণ বিজেতার আসন্নরাজ্যাভিষেক মস্তকে নিপতিত হইল; অলিকুল দিগ্বারণদিগের গণ্ডস্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক দানবারিসংযোগে পঙ্কভারাক্রান্ত হইয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিল। রামচন্দ্র, দেবকার্য্য সম্পাদন করিয়া শরাসনের জ্যা উন্মোচন করিলেন; ইন্দ্রসারথি মাতলিও অবিলম্বেই তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া, রাবণনামাঙ্কিত শরজালে চিহ্নিত ধ্বজশালী বাজিসহস্রযুক্ত রথ ঊর্দ্ধপথে লইয়া গেলেন। রাম অগ্নিপরিশুদ্ধা জানকীকে গ্রহণ করিয়া প্রিয়বন্ধু বিভীষণে শত্রুর

রাজলক্ষ্মী প্রদান পূর্ব্বক, সুগ্রীব, লক্ষ্মণ ও বিভীষণকে সমভিব্যাহারে লইয়া ভুজবিজিত বিমান-রত্নে আরোহণ পূর্ব্বক অযোধ্যাপুরী প্রস্থান করিলেন।

"রাবণ-বধ" নামক দ্বাদশ সর্গ।

ত্রয়োদশ সর্গ।

অনন্তর, বিশেষগুণজ্ঞ রামনামধারী নারায়ণ পুষ্পকরথারোহণে আকাশ-পথে বিচরণকালে রত্নাকর দর্শন করিয়া নির্জ্জনে প্রিয়তমা সীতাকে কহিলেন। দেখ বৈদেহি! ছায়াপথ দ্বারা সুচারু-তারকাপূর্ণ শারদীয় প্রসন্ন নভোমণ্ডলের যেরূপ শোভা হয়, এই ফেনপুঞ্জবিরাজিত জলনিধি মন্নির্ম্মিত সেতু দ্বারা মলয়গিরি পর্য্যন্ত দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া তদ্রূপ শোভা পাইতেছে। কপিলমুনি যজ্ঞদীক্ষিত সগররাজার অশ্বমেধের তুরঙ্গম পাতালদেশে লইয়া গেলে, আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা সেই অশ্বের অন্বেষণার্থ পৃথিবী খনন করিয়া এই সাগর পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন। সূর্য্যকিরণ ইহা হইতে জলময় গর্ভধারণ করে, ইহাতে রত্নরাশি পরিবর্দ্ধিত হয়, ইহা সলিলদাহক বাড়বানল ধারণ করে, এবং এই সমুদ্র হইতেই মনোমোহন সুধাংশু উদ্ভূত হইয়াছে। বিষ্ণুর ন্যায় নানাবিধ অবস্থাপন্ন এই মহার্ণবের দশদিগ্ব্যাপি রূপের স্বরূপ ও সীমা অবগত হওয়া অতীব দুষ্কর। আদিপুরুষ নারায়ণ কল্পান্তে যোগনিদ্রাভিলাষী হইয়া সর্ব্ব লোক সংহার পূর্ব্বক নাভিপদ্মাসনস্থ প্রথম বিধাতা কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া ইহাতেই শয়ন করেন। শত্রুভীত রাজগণ যেরূপ ধর্ম্মশীল মধ্যবর্ত্তী ভূপালকে অবলম্বন করেন, সেইরূপ শত শত পর্ব্বত পক্ষচ্ছেদী দেবেন্দ্রের নিকট পরাভূত হইয়া শরণাগতরক্ষক এই মহোদধির গর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। যখন ভগবান্ আদিবরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া রসাতল হইতে ধরিত্রীকে উদ্ধার করেন, তৎকালে ইহার অতি স্ফীত নির্ম্মল সলিল অবনীর মুখমণ্ডলে ক্ষণকাল অবগুণ্ঠন-স্বরূপ হইয়াছিল। নদীগণের অদ্বিতীয় উপভোক্তা তরঙ্গ-রূপ অধরপ্রদানে সুচতুর সরিৎপতি স্বাভাবিকী প্রগল্ভতা বশতঃ মুখসমর্পণপ্রবণা সরিৎবধূদিগের অধর স্বয়ং পান করিতেছে, এবং তাহারাও ইহার অধরসুধা পান করিতেছে।

এই সকল তিমি মৎস্য নদীমুখে মুখ ব্যাদান করতঃ জলজন্তুসম্বলিত নদী-বারি গ্রহণ পূর্ব্বক বদন মুদ্রিত করিয়া, মস্তকস্থ ছিদ্র দ্বারা জলরাশি ঊর্দ্ধে নিঃক্ষেপ করিতেছে। প্রিয়ে! দেখ দেখ, জলহস্তিগণ সহসা ভাসমান হওয়াতে ফেনরাশি কেমন দুই ভাগে বিভক্ত হইতেছে; ইহা ক্ষণকাল করিকপোলদেশে সংলগ্ন হইয়া যেন উহাদিগের কর্ণচামরের ন্যায় শোভা পাইতেছে। বেলাসমীরণ পান করিবার নিমিত্ত তীরাভিমুখে প্রস্থিত ভুজঙ্গগণ বৃহত্তরঙ্গের সহিত একাকার বোধ হইতেছে, কেবল উহাদিগের ফণমণ্ডলস্থ মণি সূর্য্যকিরণ সম্পর্কে প্রদীপ্ত হওয়াতেই সর্প বলিয়া অনুমিত হইতেছে। শঙ্খপুঞ্জ তরঙ্গবেগে সহসা তোমার অধরপল্লবসদৃশ ঊর্দ্ধাঙ্কুর বিদ্রুমলতায় প্রোতমুখ হইয়া অতিকষ্টে নির্গত হইতেছে। মেঘবৃন্দ জলপানে প্রবৃত্ত হইবামাত্রেই সহসা আবর্ত্তবেগে ঘূর্ণিত হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন সমুদ্র পুনরায় মন্দর-পর্ব্বত দ্বারা মথিত হইতেছে। ঐ দেখ দূর হইতে অস্ফুট প্রতীয়মান, তমাল-তালীবনশ্রেণীতে নীলবর্ণ, বেলাভূমি লৌহচক্রসদৃশ লবণাম্বুরাশির নেমিসংলগ্ন কলঙ্করেখার ন্যায় শোভা পাইতেছে। অয়ি বিশালনয়নে! বেলাবায়ু কেতকপুষ্পরেণু দ্বারা ত্বদীয় বদনমণ্ডল বিভূষিত করিতেছে; বুঝি বায়ু আমাকে তোমার বিম্বাধরে বদ্ধতৃষ্ণ ও ভূষণপরিধানের কালবিলম্বসহনে অক্ষম জানিতে পারিয়াছে। প্রিয়ে! এই আমরা বিমানবেগে মুহূর্ত্ত মধ্যে সাগরকূলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, এখানে সৈকত পুলিনে বিদীর্ণ শুক্তিপুট হইতে নির্গত মুক্তা সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, এবং পূগশ্রেণী ফলভরে অবনত হইয়াছে। অয়ি করভোরু! অয়ি মৃগনয়নে! একবার পশ্চাৎভাগে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ, আমরা সমুদ্র হইতে যত দূরবর্ত্তী হইতেছি, ততই যেন তন্মধ্য হইতে কানন সহ ভূমি নির্গত হইতেছে। প্রিয়ে! আমার মনে যখন যেরূপ অভিলাষ হইতেছে, বিমান সেইরূপই গমন করিতেছে,—কখন সুরগণের পথে, কখন মেঘপথে, ও কখন বিহঙ্গ-পথে বিচরণ করিতেছে। এই দেখ, ঐরাবতমদগন্ধি . মন্দাকিনীতরঙ্গস্পর্শে সুশীতল আকাশ-বায়ু তোমার বদনসংলগ্ন মধ্যাহ্নজনিত স্বেদবিন্দু হরণ করিতেছে। অয়ি কোপনে! যেমন তুমি কৌতূহলবশতঃ স্পর্শ করিবার অভিলাষে গবাক্ষদেশে হস্তপ্রসারণ করিয়াছ, অমনি বিদ্যুদ্বলয়ধারী মেঘ যেন তোমার হস্তে দ্বিতীয় আভরণ পরিধান করাইয়া দিল।

দেখ দেখ, ঐ কৌপীনবাসা মুনিগণ এক্ষণে জনস্থান বিঘ্নশূন্য বিবেচনা করিয়া চিরপরিত্যক্ত নিজ নিজ আশ্রম-বিভাগে নূতন পর্ণশালা নির্ম্মাণ

করিয়া বাস করিতেছেন। প্রিয়ে! এই সেই স্থান, যেখানে আমি তোমাকে অন্বেষণ করিতে করিতে ভূমিতলে পতিত একটী নূপুর দর্শন করিয়াছিলাম, দেখিলাম উহা যেন তোমার পাদপদ্ম হইতে বিশ্লেষ হেতু দুঃখিত হইয়াই মৌনাবলম্বন করিয়াছিল। অয়ি ভীরু! দুরাত্মা রাক্ষস তোমাকে যে পথ দিয়া হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল, বাক্‌শক্তিবিহীন লতাসকল, কৃপা করিয়া অবনতপল্লব শাখা দ্বারা আমাকে সেই পথ দেখাইয়া দিয়াছিল। মৃগীগণ দর্ভাঙ্কুরে স্পৃহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক উৎপক্ষ্মরাজি নয়ন দক্ষিণাভিমুখে প্রবর্ত্তিত করিয়া তোমার গমনপথানভিজ্ঞ আমাকে পথ প্রদর্শন করিয়াছিল। সম্মুখে মাল্যবান্ পর্ব্বতের এই অভ্রঙ্কষ শৃঙ্গ অবলোকন কর, যে স্থানে নব জলধরবৃন্দ যেরূপ নববারিধারা বর্ষণ করিয়াছিল, আমিও সেইরূপ তোমার বিরহে অশ্রুজল বর্ষণ করিয়াছিলাম। যে স্থানে বৃষ্টিধারাহত পল্বলের গন্ধ, অর্দ্ধস্ফুটিত কদম্ব কুসুম, এবং ময়ূরের শ্রুতিমধুর কেকারব, তোমার বিরহে আমার অসহ্য হইয়াছিল। অয়ি ভীরু! যে স্থানে পূর্ব্বানুভূত তোমার সকম্প আলিঙ্গন স্মরণ করিয়া গুহাবিসারী মেঘগর্জ্জন অতি কষ্টে সহ্য করিতাম; এবং যে শৃঙ্গে প্রস্ফুটিত কন্দলীপুষ্প নব জলধারাসিক্ত ভূমির বাষ্পসংযোগে, পরিণয়কালে ধূমোপরোধে অরুণবর্ণ তোমার নয়নকান্তির অনুকরণ করিয়া আমার ক্লেশপ্রদ হইয়াছিল।

আমার দৃষ্টি দূর হইতে অবতীর্ণ হইয়া, চতুঃপার্শ্বে বেতসবনাবৃত, ঈষৎ প্রতীয়মান চঞ্চল সারসগণে পরিপূর্ণ পম্পাসলিল শ্রমবশতঃই যেন পান করিতেছে। প্রিয়ে! যখন আমি তোমাহইতে অতিদূরবর্ত্তী ছিলাম, সেই সময়ে এই সরোবরে অবিযুক্ত চক্রবাকমিথুন পরস্পরকে পদ্মকেশর প্রদান করিতেছে ইহা অতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে অবলোকন করিতাম। এই তীরস্থিত ক্ষীণাকৃতি অশোকলতাটী স্তনমনোহর কুসুমস্তবকে অবনত দেখিয়া, তোমায় পাইলাম ভাবিয়া আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলে, লক্ষ্মণ আমাকে নিবারণ করিয়াছিল, তখন চক্ষের জলে আমার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গিয়াছিল।

এই গোদাবরীবাসী সারসশ্রেণী, বিমানাভ্যন্তরলম্বিত সুবর্ণকিঙ্কিনীর নিনাদ শ্রবণ পূর্ব্বক আকাশে উত্থিত হইয়া যেন তোমায় প্রত্যুদ্গমন করিতেছে। প্রিয়ে! বহুদিনের পর এই পঞ্চবটী অবলোকন করিয়া আমার মন আনন্দে বিকসিত হইতেছে। আহা! এই স্থানে তুমি অতিসুকুমারমধ্যা হইয়াও ঘটাম্বু সেচনে নবপ্ররূঢ় সহকারতরু সকল বর্দ্ধিত করিয়াছ; ঐ দেখ, তৎপালিত কৃষ্ণসারগণ উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। প্রিয়ে! এখন ও স্মরণ হইতেছে,

এই পঞ্চবটীতে গোদাবরীতীরস্থ বেতসকুঞ্জে তরঙ্গবায়ু দ্বারা মৃগয়াশ্রম অপনয়ন করিয়া তোমার উৎসঙ্গে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক নির্জ্জনে নিদ্রা যাইতাম।

যিনি ভ্রূভঙ্গমাত্রেই নহুষরাজাকে ইন্দ্রত্বপদ হইতে প্রভ্রষ্ট করিয়াছিলেন, সেই কলুষসলিল-পরিশোধক অগস্ত্যমুনির এই ধরণীপৃষ্ঠস্থ আশ্রমপদ দৃষ্ট হইতেছে; অনিন্দ্যকীর্ত্তি অগস্ত্য ঋষির বিমান-পথগামী হবির্গন্ধি অগ্নিত্রয় সমুত্থিত ধূমশিখা আঘ্রাণ করিয়া আমার অন্তরাত্মা রজোগুণ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া লঘুতা প্রাপ্ত হইতেছে।

অয়ি মানিনি! এই শাতকর্ণি মুনির চতুর্দ্দিকে কাননাবৃত পঞ্চাপ্সর নামক কেলিসরোবর দূর হইতে মেঘাচ্ছন্ন ঈষৎ প্রতীয়মান চন্দ্রবিম্বের ন্যায় শোভা পাইতেছে। পূর্ব্বে দেবরাজ, এই ঋষিকে দর্ভাঙ্কুর মাত্র ভোজন ও মৃগের সহিত বিচরণ করিতে দেখিয়াই, ইঁহার তপস্যায় শঙ্কিত হইয়া, পঞ্চ অপ্সরার যৌবনরূপ কূটজাল বিস্তার করেন। সলিলান্তর্ব্বর্ত্তি প্রাসাদে সুখাধিষ্ঠিত সেই শাতকর্ণি মুনির নিরন্তর মৃদঙ্গবাদ্যানুগত এই সঙ্গীতধ্বনি আকাশগামী হইয়া ক্ষণকাল পুষ্পকের চূড়াগৃহ প্রতিধ্বনিত করিতেছে।

ঐ দেখ, অপর এক জন তপস্বী সূর্য্যদেবকে ললাটোপরি রাখিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিচতুষ্টয়ের মধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক তপস্যা করিতেছেন; ইঁহার নাম মাত্র সুতীক্ষ্ণ, ফলতঃ ইনি অতিশয় শান্তপ্রকৃতি। বাসব ইঁহার তপস্যায় শঙ্কিত হইয়া অপ্সরা প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদিগের সস্মিত কটাক্ষপাত, নানাচ্ছলে অর্দ্ধবিনির্গত রসনাদাম, এবং নানাবিধ বিলাসচেষ্টা ইঁহার চিত্ত বিকৃত করিতে পারে নাই। এই ঊর্দ্ধবাহু মুনিবর কুশচ্ছেদকারী মৃগকণ্ডূয়নপর অক্ষমালাবলয়ধারী আনুকূল্যসূচক দক্ষিণ হস্ত আমার সম্মানার্থ এই দিকে প্রয়োগ করিতেছেন। ঐ দেখ, মৌনব্রতী মহর্ষি ঈষৎ মস্তক কম্পন দ্বারা আমার প্রণাম স্বীকার করিয়া বিমানরোধ-মুক্ত দৃষ্টি পুনর্ব্বার সূর্য্যমণ্ডলে সমর্পণ করিলেন। সাগ্নিক সরভঙ্গমুনির শরণ্য ও পবিত্র আশ্রম ঐ দেখা যাইতেছে, যিনি বহুকাল সমিধাদি দ্বারা অগ্নিকে প্রীত করিয়া পরিশেষে মন্ত্রপূত কলেবরও অগ্নিতে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার ভূরিফলপ্রদ আশ্রম তরুগণ ছায়াদানে পথিকজনের পরিশ্রম নিরাকরণ করিয়া তাঁহার পুত্রের ন্যায় অতিথিসেবা সম্পাদন করিতেছে।

অয়ি বন্ধুরগাত্রি! ঐ দেখ চিত্রকূটপর্ব্বত যেন গর্ব্বিত বৃষভের ন্যায় শোভা পাইতেছে; নির্ঝরধারা নিপতিত হওয়াতে গুহামুখ সকল শব্দিত হইতেছে, এবং মেঘবৃন্দসংযোগে শৃঙ্গসকল, বপ্রক্রীড়ায় পঙ্কসম্বলিতের ন্যায়, প্রতীয়মান

হইতেছে। বিদূরবর্ত্তিনী বলিয়া অতিকৃশার ন্যায় প্রতীয়মান নির্ম্মল-নিষ্পন্দ প্রবাহশালিনী মন্দাকিনী নদী পর্ব্বতোপত্যকায় ধরণীর কণ্ঠগতা মুক্তাবলীর ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। প্রিয়ে! ঐ দেখ পর্ব্বতসন্নিকটবর্ত্তী সেই সুজাত তমাল বৃক্ষ; ইহার সুগন্ধি পল্লব লইয়া আমি তোমার যবাঙ্কুরের ন্যায় ধবল-কান্তি কপোল দেশে কর্ণাভরণ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলাম। এই অত্রিমুনির প্রভূতপ্রভাবশালী তপোবন; এই স্থানে জন্তুগণ নিগ্রহভয়-বিরহেও বিনীত-ভাব অবলম্বন করিয়াছে, এবং বৃক্ষ সকল পুষ্প প্রসব না করিয়া একেবারেই ফলভার বহন করিয়া থাকে। প্রথিত আছে, এইস্থানে, সপ্তর্ষিগণ স্বহস্তে যাঁহার সুবর্ণ পদ্ম উত্তোলন করেন, এবং যিনি ত্রিলোচনের মস্তকমালার স্বরূপ সেই ভাগীরথীকে অত্রিপত্নী অনসূয়া তপস্বীদিগের স্নানের নিমিত্ত প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। বীরাসন বন্ধন পূর্ব্বক ধ্যানতৎপর মুনিগণের এই বেদিমধ্যস্থ বৃক্ষ-গণ, নির্ব্বাতবশতঃ নিষ্কম্পভাবে অবস্থিত হইয়া যেন ধ্যানপরায়ণ রহিয়াছে। প্রিয়ে! তুমি পূর্ব্বে যে বটবৃক্ষের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলে, এই সেই শ্যাম নামক বটতরু; আহা! তরুবর ফলিত হইয়া, পদ্মরাগমণিসম্বলিত নীলকান্ত-মণি রাশির ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে।

সুন্দরি! দেখ দেখ, কোন স্থানে উজ্জ্বল ইন্দ্রনীলমণি দ্বারা গুম্ফিত মুক্তা-হারাবলীর ন্যায়, স্থানান্তরে ইন্দীবরখচিত শ্বেতাম্বুজ-মালার ন্যায়, কোথাও বা নীলহংসসংসৃষ্ট মানসসরসীপ্রিয় রাজহংসশ্রেণীর ন্যায়, স্থানবিশেষে কালাগুরুরচিত-পত্রাবলী-সমবেত ভূমির চন্দন-তিলক রচনার ন্যায়, কোন স্থানে বা ছায়াবিলীন অন্ধকারে বিচ্ছুরিত জ্যোৎস্নাপ্রভার ন্যায়, কোথায়ও বা স্থানবিশেষে নীলনভঃস্থলদর্শিনী শারদীয় শুভ্র মেঘাবলীর ন্যায়, কোন স্থানে কৃষ্ণসর্পভূষিত ভস্মাঙ্গরাগলিপ্ত শঙ্করতনুর ন্যায়, যমুনাপ্রবাহ মিশ্রিত গঙ্গা কেমন শোভা পাইতেছে। এই গঙ্গাযমুনার সংগমস্থলে স্নান হেতু পবিত্রীকৃত দেহিগণের মরণসময়ে তত্ত্বজ্ঞান ব্যতিরেকেও মোক্ষলাভ হয়। এই নিষাদপতি গুহের পুরী, ঐ স্থানে আমি মুকুটরত্ন পরিত্যাগ করিয়া জটাবন্ধন করিলে, সুমন্ত্র, "কৈকেয়ি! তোমার অভিলষিত সিদ্ধ হইল" বলিয়া, রোদন করিয়া-ছিলেন। যাহার সুবর্ণপদ্মরেণু যক্ষকামিনীদিগের স্তনভূষণ সম্পাদন করে; প্রকৃতি যেমন মহত্তত্ত্বের কারণ, তদ্রূপ প্রামাণিক মহর্ষিগণ ব্রাহ্মসরোবরকে* যাহার কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন; তীরনিখাত-যূপ-শালিনী যে সরযূ, অযোধ্যা রাজধানীর সমীপে, অশ্বমেধান্তে স্নানার্থ অবতীর্ণ ইক্ষ্বাকুবংশীয়

* মল্লিনাথ ইহাকে মানস সরোবর কহেন।

দিগের দ্বারা অধিক পবিত্র বারিরাশি বহন করিতেছে; আমার অন্তঃকরণ, পুলিনোৎসঙ্গ-বিহারের সুখভোগী এবং প্রভূতপয়ঃপানে বিবর্দ্ধিত উত্তর কোশলেশ্বর দিগের সামান্য ধাত্রীর ন্যায় যাহাকে সম্বর্দ্ধনা করিতেছে, মদীয় জননীর ন্যায় সেই এই সরযূ মাননীয় মহারাজ কর্ত্তৃক বিরহিত হইয়া সুশীতল বায়ুসম্পৃক্ত তরঙ্গরূপ বাহুদ্বারা প্রোষিত পুত্রের ন্যায় যেন আমাকে আলিঙ্গন করিতেছে।

প্রিয়ে! যখন সম্মুখে সান্ধ্যমেঘবৎ কপিশবর্ণ ধূলিপটল উড্ডীন হইতেছে, তখন বোধ হয় ভরত মারুতি মুখে আমাদিগের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সৈন্য সমভিব্যাহারে আমাকে প্রত্যুদ্গমন করিতে আসিতেছেন। আমি খরাদি রাক্ষস বিনাশ করিয়া যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলে লক্ষ্মণ যেমন তোমাকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিয়া আমার হস্তে প্রত্যর্পণ করিত, সেইরূপ সজ্জন ভরত অদ্য নিশ্চয়ই তীর্ণপ্রতিজ্ঞ আমাকে অনুচ্ছিষ্ট রাজলক্ষ্মী সমর্পণ করিবেন। ঐ দেখ, চীরধারী ভরত পশ্চাতে সৈন্যগণ স্থাপন পূর্ব্বক কুলগুরু বশিষ্ঠ দেবকে অগ্রসর করিয়া, বৃদ্ধ অমাত্যদিগের সহিত অর্ঘহস্তে পদব্রজে আগমন করিতেছেন। ভরত তরুণবয়স্ক হইয়াও পিতৃদত্ত অঙ্কস্থিত রাজলক্ষ্মী উপভোগ না করিয়া এতদিন তাঁহার সহিত যেন কঠোর অসিধার ব্রত * অবলম্বন করিয়াছিলেন।

রামচন্দ্র এইরূপ কহিতেছেন ইত্যবসরে বিমান অধিদেবতা দ্বারা তাঁহার অভিলাষ বুঝিতে পারিয়া আকাশপথ হইতে অবতীর্ণ হইল; ভরতানুচর প্রজাগণ বিস্ময়াপন্ন হইয়া ঊর্দ্ধমুখে রথের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল। রাম সেবানিপুণ সুগ্রীবের হস্তধারণপূর্ব্বক পুরোগামিবিভীষণ-প্রদর্শিত ধরাতলসমীপবর্ত্তী পর্য্যায়রচিত স্ফাটিক সোপান দ্বারা বিমান হইতে অবতীর্ণ হইলেন।

প্রণত রামচন্দ্র ইক্ষ্বাকুবংশের কুলগুরু বশিষ্ঠদেবকে প্রণাম করিয়া, অর্ঘ-গ্রহণান্তে সাশ্রুনয়নে শত্রুঘ্নসহিত ভরতকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং জ্যেষ্ঠের প্রতি ভক্তিবশতঃ রাজ্যাভিষেকে পরাঙ্মুখ ভরতের মস্তক আঘ্রাণ করিলেন। রাম প্ররোহজটিল বটবৃক্ষের ন্যায়, শ্মশ্রুবৃদ্ধি হেতু বিকৃতানন প্রণত বৃদ্ধ মন্ত্রিদিগের প্রতি অনুকূল দৃষ্টিপাত কুশল প্রশ্ন ও মধুরসম্ভাষণাদি দ্বারা

* যুবা যুবতীর সহিত নিবৃত্তসঙ্গ হইয়া যে অবস্থিতি করে, তাহাকে অসিধার ব্রত কহে। অসিধারার উপর দিয়া গমন করা যেরূপ কঠিন, এই ব্রতাচরণও সেইরূপ দুষ্কর, এই জন্য এইরূপ নাম হইয়াছে।

অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন। "ঋক্ষ ও কপিগণের অধিপতি এই সুগ্রীব আমার বিপদ্‌কালের বন্ধু আর এই পুলস্ত্যপুত্র বিভীষণ সমর স্থলে আমার অগ্রবর্তী হইয়া যুদ্ধ করিয়াছেন" রামচন্দ্র এইরূপ আদরপূর্ব্বক পরিচয় প্রদান করিলে, ভরত লক্ষ্মণকে অতিক্রম করিয়া অগ্রে সুগ্রীব ও বিভীষণের বন্দনা করিলেন। অনন্তর ভরত লক্ষ্মণের নিকট উপস্থিত হইলে লক্ষ্মণ তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, ভরত তাঁহাকে উত্থাপিত করিয়া ইন্দ্রজিৎপ্রহারজনিত ব্রণ দ্বারা অতি কর্কশ তদীয় বক্ষঃস্থলে আত্মবক্ষঃস্থল প্রপীড়িত করিয়াই যেন গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন।

তখন বানরসেনাপতিরা রামাজ্ঞায় মনুষ্যদেহ ধারণ পূর্ব্বক গজেন্দ্রপৃষ্ঠে আরোহণ করিল; এবং হস্তিগণের নানাস্থান হইতে মদবারিধারা নির্গত হওয়াতে তাহারা শৈলারোহণসুখ অনুভব করিতে লাগিল। রাক্ষসেশ্বর অনুচরবর্গের সহিত দাশরথির আজ্ঞায় রথে আরোহণ করিলেন, ঐ সকল রথ এরূপ চমৎকার, যে, বিভীষণের মায়াবিরচিত রথও, সেই সকল রথের শিল্প-রচিত কৃত্রিম শোভার সাদৃশ্য হরণ করিতে সমর্থ হয় নাই। অনন্তর বুধবৃহস্পতি-যোগ হেতু সুদর্শনীয় তারাপতি যেমন গগনমণ্ডলস্থ চঞ্চল বিদ্যুৎসঙ্গত রাত্রিকালীন মেঘবৃন্দে আরোহণ করেন, সেইরূপ রামচন্দ্র পুনরায় ভরত ও লক্ষ্মণের সহিত বৈজয়ন্তীশোভিত ইচ্ছানুগ বিমানে আরোহণ করিলেন।

যেরূপ ভগবান্ আদিবরাহরূপ ধারণ করিয়া প্রলয়পয়োধিনিমগ্ন ধরার উদ্ধার করিয়াছিলেন, যেরূপ শরৎ সময় গাঢ়তর মেঘাবরণ হইতে চন্দ্রিকা প্রকাশিত করে, সেইরূপ রামচন্দ্র যাঁহাকে দশাননরূপ মহাশঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, ভরত সেই ধৈর্য্যশালিনী সীতাদেবীকে প্রণাম করিলেন। লঙ্কেশ্বরের প্রণতিভঙ্গে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সেই জনকাত্মজার বন্দনীয় চরণদ্বয়, এবং জ্যেষ্ঠের প্রতি ভক্তিবশতঃ মুকুটরত্ন-বিরহিত জটাধারী ভরতমস্তক, এই উভয়ে একত্র মিলিত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে পবিত্র করিল। আর্য্য রামচন্দ্র প্রজাগণের অনুগামী পুষ্পকে ধীরে ধীরে অর্দ্ধ ক্রোশ গমন করিয়া শত্রুঘ্নবিরচিত-পটমণ্ডপশালী অযোধ্যার সুরম্য উপবনে অবস্থিতি করিলেন।

"দণ্ডকাপ্রত্যাগমন" নামক ত্রয়োদশ সর্গ।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

আশ্রয়তরু-বিনাশে লতা যেরূপ অবস্থাপন্ন হয়, সেইরূপ রাম লক্ষ্মণ পতি-বিয়োগে শোচনীয় অবস্থান্তর-প্রাপ্ত জননীদ্বয়কে এককালে উপবন মধ্যে দর্শন করিলেন। তাঁহারা শত্রুবিজয়ী বিক্রমশালী যথাক্রমে প্রণত পুত্রদ্বয়কে, বাষ্পসলিলে দৃষ্টিরোধ হওয়াতে, স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু স্পর্শ-সুখানুভব হেতু পুত্র বলিয়া জানিতে পারিলেন। যেরূপ হিমাচলের নির্ঝর-বারি নিপতিত হইলে গঙ্গাসরযূর আতপতাপিত জলরাশি শীতল হয়, সেইরূপ সেই জননীদিগের আনন্দজ শীতল বাষ্পবারি বিগলনে শোকাশ্রুর উষ্ণতা দূরীভূত হইল। কৌশল্যা ও সুমিত্রাদেবী, রাম লক্ষ্মণের শরীরে রাক্ষসাস্ত্র জনিত ব্রণ আর্দ্রবৎ স্পর্শ করিয়া ক্ষত্রিয়াঙ্গনাদিগের অতিশয় অভিলষিত 'বীরপ্রসবিত্রী' শব্দের প্রতি হতাদর হইলেন। "পতিক্লেশদায়িনী আমি সেই অলক্ষণা সীতা" এইরূপে স্বনাম উচ্চারণ করিয়া বৈদেহী স্বর্গত মহা-রাজের মহিষীদ্বয়ের চরণে সমভক্তিভাবে প্রণত হইলেন। তাঁহারা, "বৎসে! উঠ উঠ; তোমারই পবিত্র চরিত্রে রামলক্ষ্মণ মহৎ সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে," এইপ্রকার সত্যপ্রিয় বাক্যে পরম স্নেহাস্পদ বধূকে সান্ত্বনা করিলেন।

অনন্তর বৃদ্ধ অমাত্যগণ, নানাতীর্থ হইতে সুবর্ণকুম্ভে জল আনাইয়া রঘু-বংশকেতু রামচন্দ্রের জননীগণের আনন্দাশ্রু-প্রবর্ত্তিত অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করাইলেন। কপিরাক্ষসগণ নানা নদী, সমুদ্র ও সরোবরে গমন করিয়া জল আনয়ন করিল, সেই বারিধারা বিজেতা রাঘবের মস্তকে পতিত হইয়া, বিন্ধ্যাদ্রির শিখরে নিপতিত মেঘনির্গলিত জলধারার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। পূর্ব্বে যিনি তপস্বিবেশ পরিগ্রহেও অতিশয় শোভা ধারণ করিয়া-ছিলেন, এক্ষণে সেই রামচন্দ্র রাজবেশ পরিধান করিয়া যে তদপেক্ষা অধিক-তর শোভা ধারণ করিলেন ইহা বলা দ্বিরুক্তিমাত্র। তিনি সসৈন্যে বৃদ্ধমন্ত্রি-গণ, রাক্ষস ও বানরগণ সমভিব্যাহারে তূর্য্যনিনাদে পৌরবর্গকে আনন্দিত করিয়া প্রাসাদবিক্ষিপ্ত-লাজবর্ষণে সুশোভিত উন্নততোরণা অযোধ্যারাজধানী প্রবেশ করিলেন। লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন রথারূঢ় রামচন্দ্রকে ধীরে ধীরে চামরব্যজন করিতে লাগিলেন, এবং ভরত আতপত্র ধারণ করিলেন; তখন বোধ হইতে

লাগিল যেন মূর্ত্তিমান্ সামাদি উপায়চতুষ্টয় একত্র মিলিত হইয়াছে। প্রাসাদ নির্গত অগুরুধূমরাজি বায়ুবেগে বিচ্ছিন্ন হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল, যেন অরণ্যবাস-প্রতিনিবৃত্ত রামচন্দ্র স্বহস্তে অযোধ্যানগরীর বেণীর মোক্ষণ করিয়া দিতেছেন! অযোধ্যাবাসিনী রমণীরা শ্বশ্রূজন-রচিত-মনোহর-বেশধারিণী কর্ণীরথারূঢ় রঘুবীরপত্নী সীতাকে প্রাসাদ-জালমার্গে স্পষ্ট লক্ষ্য অঞ্জলিপুট বন্ধন করিয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন। তিনি অনসূয়াপ্রদত্ত প্রভাগুণশালী চিরদিনস্থায়ী অঙ্গরাগে সুশোভিত হইয়া, পুনরায় অনলপ্রবিষ্টার ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ পূর্ব্বক, পতিকর্ত্তৃক "পবিত্রা" বলিয়া যেন পুরবাসিনীদিগের নিকট সন্দর্শিত হইতে লাগিলেন।

সৌজন্যনিধি রঘুনাথ সুহৃদ্‌বর্গকে বিবিধোপকরণ-সম্পন্ন বাসগৃহ প্রদান করিয়া সাশ্রুনয়নে পিতার আলেখ্যমাত্রাবশিষ্ট পূজাসম্ভারযুক্ত ভবনে প্রবেশ করিলেন। তথায় প্রবিষ্ট হইয়া ভরত মাতা কৈকেয়ীকে কহিলেন "মাতঃ! পিতা যে স্বর্গফলপ্রদ সত্য হইতে ভ্রষ্ট হন নাই, সে কেবল আপনারই পুণ্য বলে বিবেচনা করিবেন।" এই বলিয়া তাঁহার লজ্জা অপনয়ন করিলেন। রাম সুগ্রীব বিভীষণাদির সেবার্থ এপ্রকার ভোগসামগ্রী প্রদান করিতে লাগিলেন, যে তাঁহারা, ইচ্ছামাত্রে অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেও মনে মনে বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তিনি অভিনন্দন করিবার নিমিত্ত উপস্থিত অগস্ত্যাদি মুনিগণের যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিয়া, তাঁহাদিগের মুখে নিহত শত্রু রাবণের জন্মাদি বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন; তাহাতে তাঁহার আপনারই গৌরব অধিকতর প্রকাশ হইয়াছিল। ঋষিগণ স্ব স্ব স্থানে গমন করিলে রামচন্দ্র রাক্ষসকপীশ্বরদিগকে সীতার স্বহস্তার্পিত অত্যুৎকৃষ্ট পুরস্কার প্রদান করিয়া বিদায় করিলেন; তাঁহারা এরূপ সুখে কাল হরণ করিয়াছিলেন, যে অর্দ্ধমাস অতীত হইয়াছিল তাহা জানিতে পারেন নাই। পরে তিনি স্মরণমাত্রলভ্য দেবলোকের কুসুমস্বরূপ যে বিমানরত্ন রাবণের জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই হরণ করিয়াছিলেন, তাহা পুনরায় কৈলাসনাথ কুবেরের বহনের জন্য যাইতে অনুমতি করিলেন।

এইরূপে পিতৃনিয়োগে চতুর্দ্দশ বর্ষ অরণ্যে বাস করিবার পর রামচন্দ্র রাজাসন গ্রহণ পূর্ব্বক ধর্ম্মার্থকাম ও অনুজবর্গ উভয়েরই প্রতি তুল্যবৃত্তি অবলম্বন করিলেন। যেরূপ দেবসেনানায়ক কার্ত্তিকেয় ছয়মুখে কৃত্তিকাদি মাতৃগণের স্তন্যপান করিয়াছিলেন, সেই মাতৃবৎসল রামচন্দ্র কৌশল্যাদি জননীগণের সেবা করিতে লাগিলেন। লোভপরাঙ্মুখ, বিঘ্নবিঘাতক, বিনেতা, শোকাপহারী রামচন্দ্রের দ্বারা প্রজাপুঞ্জ, অর্থবান্, ক্রিয়াবান্ ও পুত্রবান্ হইয়াছিল।

রাম যথাসময়ে পৌরকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রিয়তমা জনকনন্দিনীর সহবাসসুখে কাল হরণ করিতেন ; তখন দেখিয়া বোধ হইত, যেন রাজলক্ষ্মী উপভোগলালসায় সীতার মনোহর-কলেবরে অধিষ্ঠান করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছেন। রাম ও সীতা আলেখ্যশোভিত বাসভবনে যথেষ্ট উপভোগসুখ অনুভবকালে দণ্ডকারণ্যের পূর্ব্বানুভূত দুঃখরাশি যত স্মরণ করিতেন, ততই সুখানুভব হইত।

অনন্তর সীতা অধিকতরস্নিগ্ধ লোচনে সুশোভিত শরৎতৃণবৎ পাণ্ডুবর্ণ মুখ দ্বারা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান গর্ভলক্ষণ ধারণ করিয়া পতির আনন্দদায়িনী হইলেন। রামচন্দ্র নীলবর্ণ স্তনাগভাগ দর্শনে সীতার গর্ভসঞ্চারে বিশ্বস্ত হইয়া লজ্জমানা কৃশাঙ্গী প্রিয়তমাকে নির্জ্জনে ক্রোড়ে লইয়া তদীয় মনোরথ জিজ্ঞাসা করিলেন। যেস্থানে হিংস্র জন্তুগণ বলিরূপ প্রদত্ত নীবারসকল চর্ব্বণ করিয়া থাকে, এবং বৈখানসকন্যারা একত্র সমবেত হইয়া পরস্পর প্রণয় প্রদর্শন করেন, সেই কুশসমাকীর্ণ ভাগীরথীতীরবর্ত্তী তপোবন গুলি পুনরায় দর্শন করিতে সীতা অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। রঘুপ্রবীর রামচন্দ্র বৈদেহীর মনোরথ পূরণের অঙ্গীকার করিয়া, অনুচরবর্গের সহিত প্রমুদিত অযোধ্যাপুরী অবলোকন মানসে অভ্রংকষ প্রাসাদ শিখরে আরোহণ করিলেন। তিনি সমৃদ্ধ বিপণি-সমাকীর্ণ রাজপথ, নৌকানিচয়ে অবগাঢ় সরযূ এবং বিলাসিনীসহচর বিলাসী পুরবাসিগণে পরিপূর্ণ পুরোপকণ্ঠস্থ উপবন সকল দর্শন করিয়া নিরতিশয় সন্তোষ লাভ করিলেন। বাগ্মিবর বিশুদ্ধচরিত সর্পরাজসদৃশ ভুজশালী শত্রুবিজেতা রঘুপতি নিজ চরিত্রবিষয়ে প্রজাগণের অভিপ্রায় জানিবার নিমিত্ত ভদ্র নামক একজন গূঢ়চরকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি আগ্রহাতিশয় সহকারে তাহাকে বারম্বার জিজ্ঞাসা করিলে, ভদ্র সমস্ত নিবেদন করিল ; "নরদেব! পৌরবর্গ আপনকার আর সমস্ত কার্য্যেই প্রশংসা করিয়া থাকে, কেবল রাক্ষসভবনে অবস্থিতির পর সীতাদেবীকে পরিগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া আপনাকে নিন্দা করে।" যেরূপ কঠিন লৌহ-মুদ্গরের আঘাত দ্বারা প্রতপ্ত লৌহ বিদীর্ণ হয়, সেইরূপ বৈদেহীবল্লভের হৃদয়, এই ঘোরতর অকীর্ত্তিকর কলত্রনিন্দা শ্রবণে আহত হইয়া, বিদীর্ণ হইল। এক্ষণে আত্মনিন্দার কথা কি উপেক্ষা করি, অথবা নির্দ্দোষা জায়া পরিত্যাগ করি—এইরূপ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রামচন্দ্র দোলার ন্যায় চলচিত্ত হইলেন। পরিশেষে বিবেচনা করিয়া এই স্থির করিলেন, অন্য কোন প্রকারেই নিন্দার নিবৃত্তি হইবে না, অতএব পত্নী

পরিত্যাগ দ্বারাই উহা পরিহার করিতে অভিলাষ করিলেন। ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর ত কথাই নাই, যশোধনদিগের নিজদেহ অপেক্ষাও যশ গুরুতর।

অনন্তর নিষ্প্রভ রামচন্দ্র অনুজগণকে আহ্বান করিলেন; তাঁহারা আসিয়া জ্যেষ্ঠের মলিন মুখকান্তি অবলোকন করিয়া বিষণ্ণভাবে উপবিষ্ট হইলে, তিনি আপনার অপবাদ বৃত্তান্ত তাঁহাদিগকে জানাইলেন, এবং কহিলেন, দেখ মেঘবায়ুসম্পর্কে বিশুদ্ধ দর্পণে যেরূপ কলঙ্ক সংলগ্ন হয়, সেইরূপ বিশুদ্ধচরিত্র আমা হইতে সূর্য্যসম্ভূত রাজর্ষিবংশের কিরূপ কলঙ্ক উপস্থিত হইল। যে প্রকার দ্বিপরাজ আলানস্তম্ভকে অসহ্য ক্লেশকর বিবেচনা করে, সেইরূপ আমি তরঙ্গনিক্ষিপ্ত তৈলবিন্দুর ন্যায় প্রজা মধ্যে প্রচারিত অভূতপূর্ব্ব এই অপবাদ কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেছি না। পূর্ব্বে আমি যেরূপ পিতৃনিয়োগে সসাগরা ধরা পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, সেইরূপ এক্ষণে অপবাদ নিরাকরণ জন্য সুতোৎপত্তির কাল উপস্থিত হইলেও তাহাতে নিস্পৃহ হইয়া বৈদেহীকে পরিত্যাগ করিব। আমি সীতাকে সাধ্বী বলিয়া জানি, কিন্তু লোকাপবাদ আমার পক্ষে প্রবল বোধ হইতেছে; কারণ, লোকের অসাধ্য কিছুই নাই, তাহারা পৃথিবীর ছায়াকে নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের কলঙ্ক রূপে আরোপ করিয়া থাকে। আমার রাক্ষসবধ-প্রয়াস ব্যর্থ হয় নাই তাহা বৈর নির্যাতনের নিমিত্ত করিয়াছি, পাদাহত ভুজঙ্গ অসহন হইয়া যে আস্কন্দীকে দংশন করে সে কি শোণিতপানের আশয়ে করিয়া থাকে? আমি নিন্দাশল্য উদ্ধৃত করিয়া অধিককাল প্রাণ ধারণ করিব, যদ্যপি তোমাদিগের এরূপ বাসনা থাকে, তবে আমি যাহা নিশ্চয় করিয়াছি, তোমরা দয়ার্দ্র চিত্ততা প্রযুক্ত তাহা নিষেধ করিও না।

জনকদুহিতার প্রতি নিতান্ত নিষ্ঠুরাচরণে কৃতসংকল্প রামচন্দ্র এইরূপ কহিলে, অনুজগণের মধ্যে কেহ নিষেধ বা অনুমোদন করিতে সমর্থ হইলেন না। ত্রিভুবনে বিখ্যাতকীর্ত্তি সত্যবাদী লক্ষ্মণাগ্রজ, আজ্ঞাবহ লক্ষ্মণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, সম্ভাষণ পূর্ব্বক পৃথক্ আদেশ করিলেন। "সৌম্য! তোমার ভ্রাতৃজায়া গর্ভাবস্থায় তপোবন দর্শনের অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন, অতএব এক্ষণে তুমি রথারোহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে সেই ছলে এখান হইতে লইয়া গিয়া বাল্মীকির আশ্রমপদে পরিত্যাগ করিয়া আইস।" লক্ষ্মণ শুনিয়াছিলেন, পরশুরাম পিতার আজ্ঞায় শত্রুবৎ জননীর শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন, অধুনা স্বয়ং জ্যেষ্ঠের সেইরূপ আদেশ গ্রহণ করিলেন; কারণ গুরুজনের আজ্ঞা অবিচারণীয়।

অনন্তর লক্ষ্মণ অনুকূল সংবাদ শ্রবণে পরিতুষ্ট সীতাকে নির্ভীক অশ্ব-যোজিত সুমন্ত্র-চালিত রথে আরোপিত করাইয়া প্রস্থান করিলেন। মনো-হর প্রদেশ সকল দিয়া যাইতে যাইতে সীতা "প্রাণনাথ আমার অত্যন্ত প্রিয়কারী" এই মনে করিয়া আনন্দিত হইলেন, কিন্তু তিনি জানিতেন না যে রামচন্দ্র তাঁহার প্রতি কল্পদ্রুমভাব পরিত্যাগ করিয়া অসিপত্র বৃক্ষ হইয়াছেন। পথিমধ্যে লক্ষ্মণ সীতার নিকট যে দুঃখ গোপন করি-য়াছিলেন, জন্মের মত প্রিয়সন্দর্শনচ্যুত তদীয় দক্ষিণ চক্ষুর স্পন্দনই তাঁহাকে সেই ভাবী গুরুতর দুঃখ নিবেদন করিল। দুর্নিমিত্তজনিত বিষাদে সীতার-মুখারবিন্দ অতিশয় ম্লান হইয়া গেল; তখন তিনি সরলান্তঃকরণে "সানুজ রামচন্দ্রের মঙ্গল হউক" বারংবার এই কামনা করিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠের আদেশে পতিব্রতা ভ্রাতৃজায়াকে বনান্তে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত লক্ষ্মণকে সম্মুখস্থিত জাহ্নবী তরঙ্গ-হস্ত উত্তোলন করিয়া যেন নিবারণ করিতে লাগিলেন। সারথি অশ্বগণকে নিরুদ্ধ করিলে, লক্ষ্মণ ভ্রাতৃজায়াকে রথ হইতে পুলিনে অবতীর্ণ করিয়া, সত্যপ্রতিজ্ঞ ব্যক্তি যেরূপ প্রতিজ্ঞা উত্তীর্ণ হয়, সেইরূপ নিষাদানীত নৌকায় আরোহণ করিয়া, গঙ্গা পার হইলেন।

অনন্তর সৌমিত্রি বহুকষ্টে বাক্‌শক্তি প্রকৃতিস্থ করিয়া, অন্তর্গত বাষ্পে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া মেঘ যেরূপ ঔৎপাতিক শিলা বর্ষণ করে, তদ্রূপ মহারাজের আদেশ প্রকাশ করিলেন। বায়ুবেগসঞ্চালিত প্রভ্রষ্টকুসুম লতা যেমন ভূতলশায়িনী হয়, সেইরূপ পরাভব-বাতাহত মৈথিলী নিজ জননী ধরিত্রীতে সহসা নিপতিত হইলেন; পতনকালে তাঁহার অঙ্গের আভরণ গুলি বিস্রস্ত হইয়া পড়িল। "ইক্ষ্বাকুবংশোদ্ভব সাধুচরিত স্বামী তোমাকে অকারণে কেন পরিত্যাগ করিবেন," এই সংশয়বশতঃই বুঝি জনয়িত্রী ধরিত্রী তাঁহাকে নিজগর্ভে প্রবেশ-স্থান প্রদান করিলেন না। বৈদেহী যখন মূর্চ্ছিত ছিলেন, তখন কোন দুঃখই অনুভব করিতে পারেন নাই, কিন্তু সংজ্ঞা লাভ করিয়া মনে মনে, দুঃখ-সন্তাপে দগ্ধ হইতে লাগিলেন; লক্ষ্মণের প্রযত্ন-লব্ধ প্রবোধ তাঁহার পক্ষে অচেতনাবস্থা অপেক্ষা সমধিক কষ্টকর হইল। পতিব্রতা জানকী পতি বিনাপরাধে পরিত্যাগ করিলেও, তাঁহার কিছুমাত্র দোষারোপ করিলেন না, কেবল আপনাকেই চিরদুঃখিনী দুষ্কৃতভাগিনী বলিয়া পুনঃ পুনঃ নিন্দা করিতে লাগিলেন। রামানুজ লক্ষ্মণ, পতিপরায়ণা সীতাকে সান্ত্বনা করিয়া বাল্মীকির আশ্রমপথ দেখাইয়া কহিলেন "দেবি! আমি পরাধীন, প্রভুর আজ্ঞাপালন হেতু আমার এই

পরুষকার্য্যটী ক্ষমা করিবেন," এই বলিয়া প্রণত হইলেন। সীতা তাঁহাকে উঠাইয়া কহিলেন, "সৌম্য! তুমি দীর্ঘজীবী হও, আমি তোমার প্রতি পরম প্রীত হইয়াছি। তোমার অপরাধ কি, উপেন্দ্র যেরূপ ইন্দ্রের অধীন, তুমিও সেইরূপ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অধীন হইয়াছ। বৎস! একে একে শ্বশ্রূগণকে আমার প্রণাম জানাইয়া কহিবে, আমি যে তাঁহাদিগের পুত্রের ঔরসজাত গর্ভ ধারণ করিতেছি, তাঁহারা যেন তাহার কল্যাণ কামনা করেন।' আর আমার হইয়া তুমি সেই রাজাকে কহিবে, তোমার সমক্ষে আমি অগ্নিপরিশুদ্ধা হইলেও, অলীক লোকাপবাদ-ভয়ে যে আমাকে পরিত্যাগ করিলে ইহা কি তোমার বিখ্যাত রঘুকুলের অনুরূপ কার্য্য হইল? অথবা তুমি অতি কল্যাণপ্রকৃতি, তুমি যে আমার প্রতি এরূপ যথেচ্ছাচার করিবে ইহা আমি আশঙ্কা করি না; ইহা আমারই জন্মান্তরীণ ঘোর পাতকের অসহ্য পরিণাম-বজ্রপাত। বোধ করি পূর্ব্বে তুমি উপস্থিত রাজলক্ষ্মী পরিত্যাগ করিয়া আমার সহিত বন গমন করিয়াছিলে, এক্ষণে তিনি সময় পাইয়া প্রবল রোষ বশতঃ ত্বদীয় ভবনে আমার অবস্থান সহ্য করিতে পারিলেন না। পূর্ব্বে এই তপোবনে নিশাচরেরা ঋষিপত্নীদিগের স্বামিগণকে উপদ্রুত করিলে, আমি তোমার প্রসাদে তাঁহাদিগকে আশ্রয়দান করিয়াছিলাম, এক্ষণে তুমি দেদীপ্যমান থাকিতে আমি কিরূপে অন্য ব্যক্তির শরণাগত হইব। যদি আমার গর্ভস্থ অবশ্যরক্ষণীয় ত্বদীয় সন্তান অন্তরায় না হইত, তাহা হইলে আমি কখনই তোমার চিরবিরহে নিষ্ফল এই হতজীবন ধারণ করিতাম না। আমি প্রসবের পর দিবাকরে দৃষ্টি অর্পণ করিয়া তপস্যা করিতে আরম্ভ করিব, এবং এই বলিয়া তপস্যা করিব, যেন জন্মান্তরেও তুমিই আমার স্বামী হও, এবং নিদারুণ বিরহ সহ্য করিতে না হয়। মনু কহিয়াছেন 'ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় ও ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমের পরিপালন করাই রাজধর্ম্ম;' অতএব আমাকে এইরূপ নির্ব্বাসিত করিলেও সামান্য তপস্বিনী জ্ঞানেও দর্শন করিতে হইবে।"

লক্ষ্মণ, "সমস্ত কথা রামের নিকট নিবেদন করিব" বলিয়া অঙ্গীকার পূর্ব্বক দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিলে, সীতা নিরতিশয় দুঃখভারে, ত্রাসিতা কুররীর ন্যায়, পুনরায় মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। ময়ূরগণ নৃত্য পরিত্যাগ করিল, বৃক্ষগণ কুসুম পরিত্যাগ করিতে লাগিল, এবং হরিণীরা গৃহীত দর্ভকবল পরিত্যাগ করিল; তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়াই যেন অরণ্যও অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিল।

ইত্যবসরে সমিধ-কুশাদি আহরণের নিমিত্ত বহির্গত আদিকবি বাল্মীকি রোদনধ্বনির অনুসারে আসিয়া সীতার নিকট উপস্থিত হইলেন; তিনি এরূপ দয়াবান্ ছিলেন যে নিষাদবিদ্ধ ক্রৌঞ্চ পক্ষীর দর্শনে তাঁহার যে শোক উপস্থিত হইয়াছিল তাহা হইতেই শ্লোক উৎপন্ন হইয়াছে। সীতা নয়ন রোধক অশ্রুধারা সংমার্জ্জন পূর্ব্বক বিলাপ হইতে বিরত হইয়া তাঁহাকে প্রণিপাত করিলেন; মহর্ষি গর্ভলক্ষণ দর্শন করিয়া সীতাকে সুপুত্র লাভে। আশীর্ব্বাদ প্রদান করিলেন; এবং কহিলেন, আমি প্রণিধান বলে জানিয়াছি, অলীক লোকাপবাদে ক্ষুব্ধ হইয়া পতি রামচন্দ্র তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। বৈদিহি! তুমি শোক করিও না, তুমি দেশান্তরস্থ পিত্রালয়ে আসিয়াছ। রাম ত্রিলোককণ্টক রাবণাদি নিধন করিয়াছেন, তিনি সত্যপ্রতিজ্ঞ ও নিরহঙ্কার, তথাপি তোমার প্রতি অকারণে এরূপ গর্হিত আচরণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার উপর আমার নিশ্চয়ই কোপ হইতেছে। তোমার জগদ্বিখ্যাত শ্বশুর আমার পরমবন্ধু ছিলেন, তোমার পিতা জনকরাজা জ্ঞানোপদেশ দ্বারা সাধুগণের সংসারদুঃখ ধ্বংস করেন, এবং তুমি পতিব্রতাদিগের অগ্রগণ্যা; অতএব তোমার প্রতি আমার অনুকম্পা না হইবার বিষয় কি? এই তপোবনে হিংস্রজন্তুগণ তপস্বিগণের সহবাসে অতি শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছে, তুমি নির্ভয়ে এখানে বাস কর, এইস্থানে তুমি অক্লেশে সন্তান প্রসব করিলে, তাহাদিগের জাতকর্ম্মাদি সমস্ত সংস্কার সম্যক্‌রূপে সম্পাদিত হইবে। মুনিগণের নিবিড়সন্নিবিষ্ট আশ্রমে আক্রন্নকূলা কলুষনাশিনী তমসা নদীতে অবগাহন পূর্ব্বক তাহার পুলিনে অভীষ্ট দেবতার অর্চ্চনা করিয়া তোমার অন্তরাত্মা প্রসন্ন হইবে। উদারভাষিণী তাপসকন্যারা ঋতুবিকসিত কুসুম, ফল, এবং অকৃষ্টপচ্য পূজাসাধন নীবারাদি ধান্য আহরণ করিয়া নবশোকাতুরা তোমার বিনোদন সম্পাদন করিবে। স্ববলানুরূপ সেচনঘট দ্বারা আশ্রমস্থিত বালপাদপ সকল সংবর্দ্ধিত করিয়া পুত্র প্রসবের পূর্ব্বে সন্তানস্নেহ অনুভব করিবে।

দয়ার্দ্রচিত্ত মহর্ষি বাল্মীকি অনুগ্রহাভিনন্দিনী সীতাকে সমভিব্যাহারে করিয়া সায়ংকালে বিনীতমৃগে পরিপূর্ণ নিজ আশ্রমপদে লইয়া গেলেন, তথায় যজ্ঞবেদির পার্শ্বে মৃগগণ আসীন হইয়াছিল। যেরূপ অমাবস্যা তিথি অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণ কর্ত্তৃক ভুক্তসার চন্দ্রমার চরম কলা ওষধিতে অর্পণ করে, সেইরূপ শোকসন্তপ্ত সীতাকে, তাঁহার আশ্রমপ্রীতি তাপসীগণের হস্তে সমর্পণ করিলেন। তাপসীরা তাঁহার যথোচিত সৎকার করিয়া সায়ং-

কাঠী ইঙ্গুদীতৈলে দীপ প্রজ্বালন পূর্ব্বক বাসের জন্য পবিত্র অজিনশয্যাচ্ছাদিত পর্ণশালা প্রদান করিলেন। সেই আশ্রমে স্নানপবিত্রা বল্কল-পরিধানা সীতা যথাবিধি অতিথিগণের সৎকার করিয়া ভর্ত্তার বংশবর্দ্ধনের জন্য বনজাত ফলমূলাদি আহার দ্বারা দেহভার বহন করিতে লাগিলেন।

এদিকে ইন্দ্রজিদ্বিজেতা লক্ষ্মণ "এখনও কি রাজা অনুতাপিত হন নাই" মনে মনে এই বিতর্ক করিয়া উৎসুকচিত্তে রামচন্দ্রকে সীতাবিলাপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। রামচন্দ্র শ্রবণ করিয়া তুষারবর্ষী পৌষচন্দ্রমার ন্যায় সহসা বাষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন; তিনি লোকাপবাদ-ভয়ে সীতাকে গৃহ হইতেই নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, কিন্তু হৃদয় হইতে নির্ব্বাসিত করেন নাই। বিবেচক রামচন্দ্র স্বয়ংই শোকাবেগ সম্বরণ পূর্ব্বক বর্ণাশ্রমপালনে জাগরূক ও রজোগুণশূন্যচেতাঃ হইয়া অনুজবর্গের সহিত সমান ভোগসুখে সমৃদ্ধিশালী রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। তিনি লোকাপবাদ-ভয়ে সেই একমাত্র পত্নী পতিব্রতা সীতাকে পরিত্যাগ করিলে, লক্ষ্মীদেবী তাঁহার বক্ষঃস্থলে অসম্বাধসুখে অবস্থানপূর্ব্বক সপত্নী-রহিতার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। "রাবণবিজয়ী রাম জনকতনয়াকে পরিত্যাগ করিয়া যে অন্য স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করেন নাই, এবং তাঁহারই হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতির সহবর্ত্তী হইয়া যে অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাধান করিতেছেন" এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সীতা দুঃসহ পরিত্যাগ-দুঃখ কোনরূপে সহ্য করিতে লাগিলেন।

"সীতা-পরিত্যাগ" নামক চতুর্দ্দশ সর্গ।

পঞ্চদশ সর্গ।

অবনিপতি রামচন্দ্র সীতা পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্ররসনা পৃথিবীমাত্র উপভোগ করিতে লাগিলেন। লবণনামা এক রাক্ষস যমুনাতীরবাসী মুনিগণের যজ্ঞ লোপ করাতে, তাঁহারা শরণার্থী হইয়া রক্ষণক্ষম রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা রামকে রক্ষণকার্য্যে ব্রতী দেখিয়া তপোবলে লবণকে সংহার করেন নাই; কারণ, শাপাস্ত্র মুনিগণ পরিত্রায়কের অভাবেই তপস্যার ব্যয় করিয়া থাকেন। ককুৎস্থ-কুলতিলক রামচন্দ্র ঋষিদিগের নিকট বিঘ্নশান্তির অঙ্গীকার করিলেন; ভগবান্ নারায়ণ ধর্ম্ম-

সংরক্ষণের জন্যই ধরাতলে রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তপস্বিগণ তাঁহাকে লবণের বধোপায় কহিয়া দিলেন, "শূলধারী লবণ অতিশয় দুর্জ্জয়, অতএব যে সময়ে সে শূলবিরহিত হইবে সেই সময়ে যুদ্ধার্থ তাহার নিকট গমন করিবেন"।

অনন্তর রাম শত্রুঘ্নকে রিপুবধ জন্য অন্বর্থনামা করিবার নিমিত্তই যেন, মুনিগণের শুভসম্পাদনার্থ যাইতে আদেশ করিলেন। বিশেষ বিধি যেরূপ সামান্য বিধির বাধাদানে সক্ষম, সেইরূপ রঘুবংশীয় যে কোন ব্যক্তিই হউন না কেন, সকলেই একাকী শত্রুবিনাশে সমর্থ। নির্ভীক শত্রুঘ্ন অগ্রজের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া রথারোহণে কুসুমশোভিত সুরভি বন স্থলী দর্শন করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। যেরূপ অধি উপসর্গ অধ্যয়নার্থ ইঙ্ধাতুর অনুবর্ত্তী হয়, সেইরূপ রামের আদেশে সেনাগণ প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য তাঁহার অনুগমন করিল। মুনিগণ রথের অগ্রে অগ্রে গমন পূর্ব্বক পথ প্রদর্শন করাইয়া চলিলেন; তেজস্বী শত্রুঘ্ন তদনুসারে গমন করিয়া বালখিল্য মুনিগণের প্রদর্শিত মার্গ-গামী মরীচিমালীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পথিমধ্যে তিনি রথশব্দশ্রবণে উন্নতগ্রীব মৃগকুলে সমাকীর্ণ বাল্মীকি-তপোবনে একরাত্রি অবস্থিতি করিলেন। মহর্ষি বাল্মীকি তপোবলে বিবিধ উৎকৃষ্ট বস্তু আহরণ করিয়া শ্রান্তবাহন কুমারের অতিথিসৎকার করিলেন। ক্ষিতি যেরূপ সমগ্র কোষ ও সৈন্যসম্পত্তি প্রসব করে, তদ্রূপ সেই রজনীতে তাঁহার গর্ভবতী ভ্রাতৃজায়া দুইটী সন্তান প্রসব করিলেন। সৌমিত্রি জ্যেষ্ঠের সন্তানোৎপত্তি শ্রবণে পরম পুলকিতচিত্ত হইয়া, প্রভাত-কালে কৃতাঞ্জলিপুটে মুনিকে আমন্ত্রণ করিয়া রথারোহণে প্রস্থান করিলেন।

শত্রুঘ্ন যে সময়ে মধুপঘ্ন নামক লবণপুরীতে উত্তীর্ণ হইলেন, সেই সময়েই কুম্ভীনসীতনয় বন হইতে রাজকরস্বরূপ জন্তুরাশি লইয়া উপস্থিত হইল; রাক্ষস ধূম্রবৎ ধূমলবর্ণ; সর্ব্বাঙ্গে বসাগন্ধ; কেশপাশ অগ্নিশিখা-সদৃশ পিঙ্গলবর্ণ; এবং পিশিতাশী রাক্ষসগণে পরিবৃত; দেখিলে বোধ হয় যেন চিতানল সঞ্চরণ করিতেছে। লক্ষ্মণানুজ লবণকে শূলরহিত দেখিয়া অবরোধ করিলেন; রন্ধ্র প্রহর্ত্তা ব্যক্তিদিগের জয়লাভ নিঃসন্দেহই হইয়া থাকে। "অদ্য বিধাতা আমার উদরের অনতিপর্য্যাপ্ত ভোজ্য দেখিয়া বুঝি ভীত হইয়াই ভাগ্যক্রমে তোমাকে প্রেরণ করিয়াছেন" নিশাচর এইরূপে শত্রুঘ্নকে তর্জ্জন করিয়া তদ্বিনাশার্থ এক উন্নত বৃক্ষ মুস্তাস্তম্বের

ন্যায় উৎপাটন করিল। সেই রাক্ষসনিক্ষিপ্ত বৃক্ষ সৌমিত্রির শাণিত বাণ দ্বারা পথিমধ্যে খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল, সুতরাং তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে সমর্থ হইল না, কেবল পুষ্পপরাগ আসিয়া স্পর্শ করিল। বৃক্ষ ছিন্ন হইলে রাক্ষস শত্রুঘ্নের প্রতি, পৃথক্ স্থানে অবস্থিত কৃতান্ত-মুষ্টির ন্যায়, বৃহৎ উপলখণ্ড নিক্ষেপ করিল। ঐ মহোপল, শত্রুঘ্ন-চালিত ইন্দ্র-অস্ত্রে আহত হইয়া বালুকা অপেক্ষাও অধিক পরমাণুভাব প্রাপ্ত হইল। নিশাচর দক্ষিণ বাহু উত্তোলন করিয়া উৎপাত-পবন-চালিত একতালবিশিষ্ট পর্ব্বতের ন্যায় শত্রুঘ্নের দিকে ধাবমান হইল। পরে শত্রুঘ্ন-নিক্ষিপ্ত বৈষ্ণবাস্ত্রে ভিন্ন-হৃদয় হইয়া পতনকালে ধরার কম্প সমুৎপাদন করিল, কিন্তু আশ্রমবাসিগণের কম্প হরণ করিল। নিহত শত্রুর দেহোপরি বিহগশ্রেণী নিপতিত হইল, এবং তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর মস্তকে দিব্য কুসুমবৃষ্টি পড়িতে লাগিল। তখন মহাবীর শত্রুঘ্ন লবণ বধ করিয়া আপনাকে ইন্দ্রজিদ্বধশোভী লক্ষ্মণের সহোদর বলিয়া স্বীকার করিলেন। তপস্বিগণ চরিতার্থ হইয়া যত তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার বিক্রমোন্নত মস্তক লজ্জায় অবনত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল।

পরাক্রম-ভূষণ বিষয় নিস্পৃহ সৌম্যমূর্ত্তি শত্রুঘ্ন, কালিন্দীর উপকূলে মথুরা নামে এক পুরী নির্ম্মাণ করিলেন। সুরাজার পরিপালন-গুণে প্রকাশমান পুরবাসিগণের ঐশ্বর্য্যে এরূপ বোধ হইয়াছিল, যেন স্বর্গের অতিরিক্ত লোক সকল আহরণ করিয়াই ঐ নগরী উপনিবেশিত হইয়াছে তথায় শত্রুঘ্ন হর্ম্ম্যোপরি আরোহণ করিয়া, ভূমির সুবর্ণখচিত বেণীর ন্যায় চক্রবাকপরিবৃত যমুনা দর্শন করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন।

দশরথ ও জনকের প্রিয়সখা মন্ত্রকৃৎ বাল্মীকি উভয়ের প্রতি প্রণয়বশতঃ সীতার তনয়দ্বয়ের যথাবিধি সংস্কার করিলেন। কবি একের কুশদ্বারা ও অপরের লব (অর্থাৎ গোপুচ্ছলোম) দ্বারা গর্ভক্লেদ মার্জ্জিত হইয়াছিল বলিয়া, তাঁহাদিগের নাম ক্রমান্বয়ে কুশ ও লব রাখিলেন। কুমারদ্বয়ের শৈশব কাল কিঞ্চিৎ অতিক্রান্ত হইলে, তিনি তাহাদিগকে সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করাইয়া কবিতা-বীজস্বরূপ স্বকৃত কাব্য রামায়ণ গান করাইতে লাগিলেন। কুশ লব মাতৃসমীপে রামের মধুর চরিত গান করিয়া তাঁহার পতিবিরহ-বেদনা কিঞ্চিৎ শিথিল করিয়াছিলেন।

অনলত্রয়সদৃশ তেজস্বী অপর তিনি জন ভ্রাতারও স্ব স্ব পত্নীতে দুই দুই সন্তান উৎপন্ন হইয়াছিল। শত্রুঘ্ন জ্যেষ্ঠদর্শনে উৎসুক হইয়া সর্ব্বশাস্ত্র-

বিশারদ শত্রুঘাতী ও সুবাহু নামক পুত্রদ্বয়কে মথুরা ও বিদিশার আধিপত্য প্রদান করিলেন। পুনরায় মহর্ষি বাল্মীকির তপঃক্ষয় করা অনুচিত বিবেচনায় মৈথিলী-তনয়দ্বয়ের গীত শ্রবণে নিঃস্পন্দ মৃগকুলে সমাকীর্ণ বাল্মীকির আশ্রমপদ অতিক্রম করিয়া গেলেন। জিতেন্দ্রিয় লক্ষ্মণানুজ রথ্যাসংস্কার প্রযুক্ত সমধিকশোভিনী অযোধ্যাপুরী প্রবেশ করিলেন; পৌরগণ লবণবধ হেতু তাঁহার প্রতি অত্যন্ত গৌরবসূচক দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। তিনি তথায় সভাসদগণে পরিবেষ্টিত সীতাপরিত্যাগ হেতু পৃথিবীর একমাত্র পতি রামচন্দ্রকে দর্শন করিলেন। যেরূপ ইন্দ্র কালনেমি-বধ হেতু প্রীত হইয়া উপেন্দ্রকে অভিনন্দন করিয়াছিলেন, সেইরূপ জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র লবণবিজয়ী প্রণত শত্রুঘ্নকে অভিনন্দন করিলেন। রামচন্দ্র তাঁহাকে কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি সমস্ত বিষয়ের কুশল নিবেদন করিলেন, কিন্তু তাঁহার সন্তানোৎপত্তির বিষয় কিছু কহিলেন না, কারণ আদিকবি বাল্মীকি সমুচিত সময়ে স্বয়ং প্রত্যর্পণ করিবেন বলিয়া নিষেধ করিয়াছিলেন।

একদা জনপদবাসী এক ব্রাহ্মণ অঙ্কশয্যাশায়ী অপ্রাপ্তযৌবন একটী শিশু সন্তানকে রাজদ্বারে স্থাপিত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। হা বসুন্ধরে! তুমি দশরথের হস্তভ্রষ্ট হইয়া সাতিশয় শোচনীয় হইয়াছ, তুমি রামের হস্তগত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা কষ্টতর দশা প্রাপ্ত হইয়াছ। প্রজাপালয়িতা রামচন্দ্র বিপ্রের শোকের কারণ শ্রবণ করিয়া লজ্জিত হইলেন, কারণ, অকালমৃত্যু কখনই ইক্ষ্বাকুরাজ্য স্পর্শ করে নাই। তিনি "মুহূর্ত্তকাল কাল ক্ষমা করুন" বলিয়া দুঃখিত দ্বিজকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক কৃতান্তকে জয় করিবার বাসনায় পুষ্পক রথ স্মরণ করিলেন। বধুকুল নামক শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক সেই রথে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন, ইত্যবসরে তাঁহার পুরোভাগে অশরীরিণী বাণী সমুদ্ভূত হইল—"মহারাজ! আপনার প্রজা মধ্যে কোন অপচার ঘটিতেছে, উহা অন্বেষণ করিয়া নিবারণ করুন, তাহা হইলেই কৃতকার্য্য হইবেন"। এইরূপ বিশ্বস্ত বাক্য শ্রবণে রামচন্দ্র বর্ণাপচার নিবারণ করিবার মানসে অতিবেগবশতঃ নিষ্কম্পকেতু রথ দ্বারা চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ইক্ষ্বাকুবংশধর দেখিলেন, ধূমারুণনয়ন বৃক্ষশাখাবলম্বী একজন পুরুষ অধোমুখে তপস্যা করিতেছে। পরে তাহার নাম বংশাদির পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় ধূমপায়ী কহিল, "আমি শম্বুক-নামা শূদ্র, স্বর্গলাভ-মানসে তপস্যা করিতেছি"। দুষ্টদমনকারী রামচন্দ্র তপস্যায় অনধিকারিতা প্রযুক্ত প্রজাগণের অনিষ্টজনক সেই শূদ্রের

শিরশ্ছেদ কর্ত্তব্য নিশ্চয় করিয়া অস্ত্র ধারণ করিলেন। তিনি জ্যোতিস্ফুলিঙ্গ দ্বারা দগ্ধশ্মশ্রু তদীয় বদন হিমক্লিষ্টকেশর পঙ্কজের ন্যায় কণ্ঠনাল হইতে পাতিত করিলেন। এইরূপে রাজা স্বয়ং দণ্ড বিধান করাতে শূদ্র যেরূপ সদ্গতি লাভ করিল, স্বপথভ্রষ্ট দুশ্চর তপস্যা দ্বারা উহার সেরূপ সদ্গতি হইত না।

শরৎকাল যেরূপ চন্দ্রের সহিত মিলিত হয়, সেইরূপ রঘুনাথ পথিমধ্যে মহাপ্রভাব অগস্ত্যমুনির সহিত মিলিত হইলেন। কুম্ভসম্ভব মুনি পূর্ব্বে পরিপীত সমুদ্রের নিকট আত্মনিষ্ক্রয়-স্বরূপ যে আভরণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই দেববাঞ্ছিত আভরণ রামচন্দ্রকে প্রদান করিলেন। এদিকে রামের প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে মৃত দ্বিজশিশু সঞ্জীবিত হইল; পরে রামচন্দ্র মৈথিলীর কণ্ঠাশ্লেষ-সম্পর্ক-শূন্য বাহুতে সেই অলঙ্কার পরিধান পূর্ব্বক অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলেন। ব্রাহ্মণ পুত্রলাভ করিয়া কৃতান্ত হইতেও পরিত্রাণকর্ত্তা রামচন্দ্রের স্তুতি দ্বারা পূর্ব্বকৃত নিন্দার পরিহার করিলেন।

রামচন্দ্র অশ্বমেধার্থ অশ্ব ছাড়িয়া দিলেন। তখন মেঘগণ যে প্রকার বারি দ্বারা শস্য বর্ষণ করে, সেইরূপ সুগ্রীব, বিভীষণ, ও নরেন্দ্রগণ তাঁহাকে বিবিধ উপঢৌকন দ্বারা অভিবর্ষণ করিলেন। নিমন্ত্রিত ঋষিগণ কেবল পার্থিব স্থান নহে জ্যোতির্ম্ময় স্থানও পরিত্যাগ করিয়া নানা দিক্ হইতে রামের যজ্ঞে আগমন করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্বারমুখী অযোধ্যাপুরী নগরোপকণ্ঠে অবস্থিত মুনিগণ দ্বারা লোকসৃষ্টিকারিণী ব্রাহ্মী তনুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। বৈদেহীর পরিত্যাগও শ্লাঘনীয়, কারণ, রামচন্দ্র যজ্ঞানুষ্ঠান কালে ভার্য্যান্তর পরিগ্রহ করেন নাই, তাঁহারই হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি সহধর্ম্মিণীর কার্য্য করিয়াছিল। পরে শাস্ত্রোক্ত প্রয়োজন অপেক্ষাও অধিক দ্রব্যসম্ভারে যজ্ঞ আরব্ধ হইল; অধিক কি, যেখানে ক্রিয়াবিঘাতক রাক্ষসেরাই রক্ষক হইয়াছিল।

অনন্তর মৈথিলীতনয় কুশ লব বাল্মীকির আদেশানুসারে আদৌ তৎপরিজ্ঞাত রামায়ণ ইতস্ততঃ গান করিতে আরম্ভ করিলেন। একে রামের চরিত্র, তাহাতে বাল্মীকির রচনা, তাহাতে আবার কুশ লব কিন্নরসদৃশ সুস্বরশালী; অতএব এমন কিছুই নাই যাহাতে তাঁহারা শ্রোতৃবর্গের মনোহরণ করিতে না পারিবেন। রূপগীতাভিজ্ঞ লোকগণ কুশ লবের রূপ ও গীতির মাধুর্য্য রামের নিকট নিবেদন করিতে লাগিল; রাম ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে সানন্দচিত্তে তাহা দর্শন ও শ্রবণ করিলেন। তাঁহাদিগের

গীতি শ্রবণে একাগ্রচিত্ত সভামণ্ডলী প্রভাতকালে নীহারবর্ষিণী নির্ব্বাত বনস্থলীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তৎকালে লোকেরা শিশুদ্বয় ও রামের বেশমাত্রে বিভিন্ন সৌসাদৃশ্য অবলোকন করিয়া অনিমিষলোচনে চাহিয়া রহিল। নৃপতিদত্ত পারিতোষিক গ্রহণে কুশ লবকে নিস্পৃহ দেখিয়া লোকে যাদৃশ প্রীত হইয়াছিল, তাঁহাদিগের প্রবীণতায় তাদৃশ প্রীতিলাভ করে নাই। "কোন্ মহাত্মা তোমাদিগকে গান শিক্ষা দিয়াছেন? এটা কোন্ কবির প্রণীত," মহারাজ স্বয়ং এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা বাল্মীকির নাম নির্দ্দেশ করিলেন।

অনন্তর রামচন্দ্র অনুজগণের সহিত বাল্মীকি সন্নিধানে যাইয়া তাঁহাকে নিজ দেহ ভিন্ন সমস্ত সাম্রাজ্য সমর্পণ করিলেন। পরম কারুণিক মুনিবর, "কুশ লব মৈথিলীর গর্ভজাত, আপনার সন্তান" বলিয়া তাঁহাকে পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক সীতার পরিগ্রহ প্রার্থনা করিলেন। "তাত! আপনার স্নুষা আমার সমক্ষে অগ্নিপরিশুদ্ধা হইয়াছেন, কিন্তু দুর্দ্দান্ত রাবণের দৌরাত্ম্যে অত্রত্য প্রজাগণ তাঁহাকে পবিত্রা বলিয়া বিশ্বাস করে না; অতএব মৈথিলী স্বীয় চরিত্র বিষয়ে প্রকৃতিপুঞ্জের বিশ্বাস জন্মাইয়া দিন, পরে আপনার আজ্ঞায় পুত্রসহ তাঁহাকে গ্রহণ করিব।" নৃপতি এইরূপ অঙ্গীকার করিলে, মহর্ষি, নিয়ম দ্বারা আত্মসিদ্ধির ন্যায়, শিষ্যগণ দ্বারা আশ্রম হইতে জানকীকে আনয়ন করাইলেন। অনন্তর একদিন ককুৎস্থকুলতিলক প্রকৃত কার্য্য সমাধানার্থ পৌরবর্গকে সমবেত করিয়া বাল্মীকিকে আহ্বান করিলেন। উদাত্তাদি স্বর ও সংস্কার-শালিনী ঋক্ দ্বারা যেরূপ তিগ্মরশ্মি সূর্য্যদেবের উপাসনা করেন, সেইরূপ, মুনিবর সপুত্রা সীতার সহিত রাম সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। সীতার প্রশান্ত মূর্ত্তি কাষায় বসনে সংবৃত, এবং তাঁহার লোচনদ্বয় নিজচরণে নিহিত, ইহা দেখিয়া সকলে তাঁহাকে পবিত্রা বলিয়া অনুমান করিল। প্রজাগণ সীতা-সন্দর্শন হইতে নয়ন নিবর্ত্তিত করিয়া ফলিত শালির ন্যায় অবনতবদনে রহিল। পরে মহর্ষি আসন পরিগ্রহ করিয়া, "বৎসে! স্বামীর সম্মুখে নিজ চরিত বিষয়ে লোকসকলকে নিঃসন্দিগ্ধ কর" এই বলিয়া আদেশ করিলেন। সীতা বাল্মীকিশিষ্য-প্রদত্ত পবিত্র জলে আচমন করিয়া সত্য বাক্য উচ্চারণ করিলেন। "ভগবতি বসুন্ধরে! যদি বাক্য মন ও কর্ম্মে আমি পতির প্রতি কোন রূপ ব্যভিচার না করিয়া থাকি, তবে আমাকে আত্মগর্ভে স্থান প্রদান করুন"। পতিব্রতা সীতা এইরূপ কহিলে, তৎক্ষণাৎ সম্ভূত ধরারন্ধ্র হইতে বৈদ্যুত জ্যোতির ন্যায় এক প্রভামণ্ডল নির্গত

হইল। সেই প্রভামণ্ডল মধ্যে নাগফণোদ্ধৃত সিংহাসনে আসীন সমুদ্ররসনা বসুন্ধরা দেবী প্রত্যক্ষরূপে আবির্ভূত হইলেন। তিনি পতিসমর্পিতনয়না সীতাকে অঙ্কে স্থাপন পূর্ব্বক, রাম বারংবার নিষেধ করিলেও, রসাতলে প্রস্থান করিলেন। দৈবশক্তিদর্শী কুলগুরু বশিষ্ঠ সীতাপ্রত্যর্পণাকাঙ্ক্ষী ধনুর্দ্ধারী রামচন্দ্রের ধরার প্রতি কোপ শান্তি করিলেন।

রঘুনাথ যজ্ঞাবসানে ঋষিবর্গ ও সুহৃদ্গণকে পুরস্কার প্রদান পূর্ব্বক বিদায় করিয়া, সীতাগত স্নেহ তদীয় তনয়দ্বয়ের প্রতি সমর্পণ করিলেন। প্রজাপালক রামচন্দ্র ভরতমাতুল যুধাজিতের আদেশক্রমে ভরতকে বিপুল ঐশ্বর্য্য দান পূর্ব্বক সিন্ধুনামক দেশ প্রদান করিলেন। ভরত তথায় যুদ্ধে গন্ধর্ব্বগণকে পরাজিত করিয়া শস্ত্রের পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে বীণা গ্রহণ করাইলেন। পরে তিনি অভিষেকযোগ্য তক্ষ ও পুষ্কল নামক পুত্রদ্বয়কে তন্নামক রাজধানীতে অভিষিক্ত করিয়া পুনরায় রামের নিকট আগমন করিলেন লক্ষ্মণ রামের আদেশক্রমে স্বীয় আত্মজ অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতুকে কারাপথের আধিপত্য প্রদান করিলেন। নরপতিগণ এইরূপে পুত্রদিগকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া ক্রমশঃ পতিলোকগত জননীগণের শ্রাদ্ধাদি সমাধা করিলেন।

একদা কাল মুনিবেশ ধারণ পূর্ব্বক রামের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, যে সময়ে আমরা উভয়ে নির্জ্জনে কথোপকথন করিব সেই সময়ে যিনি আমাদিগের নিকট আসিবেন আপনি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবেন, স্বীকার করুন। তিনি তাহাই অঙ্গীকার করিলে যম স্বমূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া রাজাকে কহিলেন, ব্রহ্মার আজ্ঞা, আপনি স্বর্গারোহণ করুন। ইত্যবসরে রামদর্শনার্থী দুর্ব্বাসার অভিসম্পাত ভয়ে দ্বারস্থ লক্ষ্মণ, পূর্ব্বোক্ত বৃত্তান্ত জানিলেও, তাঁহাদিগের রহস্য ভঙ্গ করিলেন। যোগবিৎ লক্ষ্মণ সরযূতীরে গমন পূর্ব্বক তনুত্যাগ করিয়া অগ্রজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন। স্বীয় চতুর্থাংশ লক্ষ্মণ প্রথমে স্বর্গারোহণ করাতে রাম পৃথিবীতে ত্রিপাদ ধর্ম্মের ন্যায় শিথিলভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। স্থিরধী রঘুপতি রিপুনাগাঙ্কুশ কুশকে কুশাবতীতে এবং সমীচীন-বচন-বিন্যাসে সাধুদিগের চিত্তরঞ্জক লবকে শরাবতীতে সংস্থাপিত করিয়া, অনুজদ্বয়ের সহিত হুতাশনকে অগ্রে করিয়া উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন; অযোধ্যাও স্বামীবাৎসল্য বশতঃ তাঁহার অনুগমন করিল। চিত্তজ্ঞ কপিরাক্ষসগণ প্রজাগণের কদম্বমুকুলবৎ স্থূল অশ্রুপাতে অভিষিক্ত রামের পদবী গ্রহণ করিল। উপস্থিত বিমানে অধিরূঢ় ভক্তবৎসল রঘুনাথ অনুগামীদিগের নিমিত্ত সরযূকে স্বর্গারোহণের সোপানস্বরূপ করিলেন। সরযূ-

নিমগ্ন প্রাণিগণের বিমর্দ্দ গোপ্রতরণ সদৃশ হইয়াছিল, এই হেতু তদবধি সেই স্থান 'গোপ্রতর' নামক পবিত্র তীর্থ বলিয়া পৃথিবীতে প্রথিত হইল। দেবাংশ সুগ্রীবাদি স্ব স্ব মূর্ত্তি লাভ করিলে, প্রভু রামচন্দ্র, অমরত্বপ্রাপ্ত পুরবাসীদিগের জন্য স্বর্গান্তর বিরচিত করিলেন। ভগবান্ নারায়ণ এইরূপে দশাননের শিরশ্ছেদন রূপ দেবকার্য্য সমাধা করিয়া বিভীষণ ও পবননন্দনকে দক্ষিণ ও উত্তর গিরিতে দুই কীর্ত্তিস্তম্ভের ন্যায় সংস্থাপন পূর্ব্বক সর্ব্বলোকাশ্রয়ভূতা স্বমূর্ত্তিতে প্রবেশ করিলেন।

"স্বর্গারোহণ" নামক পঞ্চদশ সর্গ।

ষোড়শ সর্গ।

রামচন্দ্র স্বর্গারোহণ করিলে পর, লবপ্রভৃতি সপ্ত রঘুবীর বয়োজ্যেষ্ঠ ও গুণজ্যেষ্ঠ কুশকে সমস্ত উৎকৃষ্ট সম্পত্তির আধিপত্য প্রদান করিলেন; সৌভ্রাত্র-গুণ ইহাঁদিগের বংশানুযায়ী। যেরূপ বারিধি বেলাভূমি কখন অতিক্রম করে না, সেইরূপ তাঁহারা সেতুবন্ধন, কৃষি গোরক্ষণাদি ও আকর হইতে গজগ্রহণ প্রভৃতি অমোঘ কর্ম্ম দ্বারা অতি প্রভাবশালী হইলেও আত্মাধিকৃত দেশের বিভাগসীমা কখন অতিক্রম করেন নাই। নারায়ণাবতার রামাদির অতিবদান্য সেই সন্তানগণের বংশ, সামবেদোৎপন্ন মদস্রাবী দিগ্গজদিগের বংশের ন্যায় অষ্টশাখায় বিস্তৃত হইয়া উঠিল।

অনন্তর একদা নিশীথসময়ে দীপশিখা নিশ্চল ও শয়ন-গৃহের সমস্ত লোক নিদ্রাভিভূত হইলে, কুশ জাগরিত হইয়া প্রোষিতভর্তৃকার বেশধারিণী অদৃষ্ট-পূর্ব্বা এক রমণী দর্শন করিলেন। কামিনী বাসবতেজাঃ শত্রুবিজয়ী বন্ধুমান্ সাধুপভুক্তসম্পত্তি কুশের সম্মুখে জয়শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন। পরে দাশরথি শরীরের পূর্ব্বভাগ শয্যা হইতে উত্থাপন পূর্ব্বক দর্পণনিপতিত প্রতিবিম্বের ন্যায় অর্গলরুদ্ধ গেহে প্রবিষ্ট বনিতাকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্নচিত্তে কহিলেন, "তুমি অর্গলাবদ্ধ গৃহে প্রবেশ করিয়াছ, অথচ তোমার কোন যোগপ্রভাব লক্ষিত হইতেছে না, এবং নীহারপাতখিন্ন মৃণালিনীর ন্যায় অতিদুঃখিতাব আকার ধারণ করিতেছ। শুভে! কে তুমি?

কাহার পত্নী? আমার নিকট আসিবার প্রয়োজন কি? জিতেন্দ্রিয় রঘু-বংশীয়দিগের চিত্ত পরস্ত্রীবিমুখ ইহা বিবেচনা করিয়া উত্তর প্রদান কর"।

তিনি কহিলেন, মহারাজ! ভবদীয় পিতা স্বপদে প্রস্থান করিবার সময় যে দোষশূন্য পুরীর অধিবাসিগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া গিয়াছেন, আমি সেই নাথ বিহীন পুরীর অধিদেবতা, জানিবেন। আমি পূর্ব্বে সুরাজার শাসনগুণে উৎসবপূর্ণ বিভূতি দ্বারা ঐশ্বর্য্যশালিনী অলকাপুরী অভিভব করিতাম, এক্ষণে সমগ্রশক্তিসম্পন্ন সূর্য্যবংশীয় ভবাদৃশ ব্যক্তি থাকিতে শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি। রবি অস্তগত ও প্রবল বায়ুভরে মেঘসকল বিচ্ছিন্ন হইলে দিনান্তের যেরূপ অবস্থা হয়, নাথবিরহে শত শত অট্টালিকা ও অগণ্য সামান্য গৃহ সকল ভগ্ন এবং প্রাচীরসকল নিপতিত হওয়াতে মদীয় বাসভবনেরও তাদৃশ অবস্থা ঘটিয়াছে। রজনীযোগে অভিসারিকাগণ উজ্জ্বল কলধ্বনি নূপুর পরিধান করিয়া যে রাজপথে গমনাগমন করিত, অধুনা শিবাগণ সেই রাজপথে সশব্দমুখনিঃসৃত উল্কাপ্রভায় মাংস অনুসন্ধান করিতে করিতে গতায়াত করিতেছে। পূর্ব্বে যে দীর্ঘিকা-জল প্রমদাগণের করাগ্রদ্বারা আস্ফালিত হইয়া মৃদঙ্গের গম্ভীর ধ্বনির অনুকরণ করিত, এক্ষণে সেই বারি বন্য মহিষদিগের শৃঙ্গ দ্বারা আহত হইয়া কর্কশ শব্দ করিতেছে। ক্রীড়াময়ূরগণ যষ্টিনিবাস* ভঙ্গ হওয়াতে বৃক্ষে শয়ন করিতেছে, মৃদঙ্গ বাদ্য বিরহে নৃত্য বিহীন হইয়াছে, এবং তাহাদিগের পুচ্ছের কিয়দংশ দাবানলে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং তাহারা বনময়ূরভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। রমণীগণ যে সোপানপথে অলক্তকার্দ্র চরণ নিক্ষেপ করিত, এক্ষণে আমার সেই সোপান মার্গে ব্যাঘ্র সকল সদ্য মৃগবধ করিয়া রুধিরাক্ত পদ নিক্ষেপ করিতেছে। চিত্রলিখিত করিণীগণ যাহাদিগকে মৃণালখণ্ড অর্পণ করিতেছে, এবং যাহারা পদ্মবনমধ্যে আলিখিত, সেই সকল আলেখ্যলিখিত মতঙ্গজগণ সম্প্রতি নখাঙ্কুশাঘাতে বিদীর্ণ-কুম্ভ হইয়া কুপিত সিংহের প্রহার বহন করিতেছে। কালবশে ক্রমশঃ বর্ণবিন্যাস বিলুপ্ত হওয়াতে ধূসরবর্ণপ্রাপ্ত স্তম্ভদেশস্থ রমণী-প্রতিকৃতি সকলের উপরি বিমুক্ত সর্পকঞ্চুক* স্তনাবরণের কার্য্য করিতেছে। সময়ক্রমে হর্ম্ম্যতলে ধবলসুধা মলিনতা প্রাপ্ত হইয়াছে; তৃণাঙ্কুর প্ররূঢ় হইয়াছে; সুতরাং রাত্রিকালে মুক্তাগুণবিশদ চন্দ্রকিরণ আর প্রতিফলিত হয়

* ময়ূর থাকিবার এক প্রকার স্থান।

* সাপের খোলষ।

না। পূর্ব্বে বিলাসিনীগণ অতিযত্নে যেসকল উদ্যানলতার শাখা অবনত করিয়া পুষ্প চয়ন করিত, এক্ষণে বন্য পুলিন্দ ও বানরগণ আমার সেই সকল উদ্যানলতা ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে। অধুনা গবাক্ষসকলে রাত্রিতে দীপালোক বহির্গত হয় না; দিবাভাগেও কান্তাগণের মুখশ্রীতে অলঙ্কৃত হয় না; এবং ধূমনির্গম একেবারে রহিত হইয়াছে, এক্ষণে কেবল লূতাতন্তুজালে আবৃত হইয়াছে। আহা! সরযূর অবস্থা দেখিলে অন্তঃকরণে নিদারুণ ক্ষোভ উপস্থিত হয়; সৈকত প্রদেশ গুলি বলিক্রিয়াবর্জ্জিত, সলিলরাশি স্নানসাধন গন্ধ দ্রব্যের সংসর্গ-বিরহিত, এবং তীরস্থিত বেতসকুঞ্জ সকল জন সমাগমশূন্য হইয়াছে। অতএব মহারাজ! যে প্রকার আপনার পিতা কার্য্যানুরোধে স্বীকৃত মানুষ দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় বিষ্ণুমূর্ত্তি লাভ করিয়াছেন, সেইরূপ আপনি এই বসতি পরিত্যাগ করিয়া পৈতৃক রাজধানী অযোধ্যায় গমন করুন। রঘুশ্রেষ্ঠ কুশ হৃষ্টচিত্তে তাঁহার প্রার্থনা "তথাস্তু" বলিয়া স্বীকার করিলেন, তিনি ও প্রসন্নবদনে অন্তর্দ্ধান করিলেন।

পরদিন প্রভাতকালে নৃপতি সভাস্থলে ব্রাহ্মণদিগকে রাত্রিকালীন সেই অদ্ভুত স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন; তাঁহারা কুলরাজধানী স্বয়ং কুশকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন শুনিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন করিতে লাগিলেন। অনন্তর নরপতি কুশাবতী নগরী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের হস্তে ন্যস্ত করিয়া, শুভ দিনে অন্তঃপুর-নারীগণের সহিত, মেঘবৃন্দের পুরোগামী বায়ুর ন্যায়, সৈন্যপরিবৃত হইয়া অযোধ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। সেনাবলীর গমনকালে পতাকাশ্রেণী উপবনের, বৃহদাকার মাতঙ্গগণ বিহারশৈলের, এবং রথ সকল বৃহৎ গৃহসমূহের, শোভা ধারণ করাতে, স্বয়ং রাজধানীই যেন গমন করিতেছে এরূপ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। শ্বেতচ্ছত্ররূপ নির্ম্মলবিম্বশালী কুশের আদেশে অযোধ্যায় প্রস্থিত সৈন্যগণ, চন্দ্রোদয়ে বেলাভূমি-প্রাপ্ত জলধির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। কুশের প্রস্থানকালে বসুন্ধরা তাঁহার সৈন্যগণের বাধা সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়াই যেন রেণুচ্ছলে নভোমণ্ডলে আরোহণ করিল। সৈন্যের কিয়দংশ কুশাবতী হইতে গমনোদ্যোগে ব্যস্ত, কিয়দংশ পুরোভাগে অবস্থানোদ্যোগে ব্যাপৃত, এবং কিয়দংশ পথিমধ্যে গমনতৎপর হওয়াতে, তাহারা যেখানে দৃষ্ট হইয়াছিল সেই স্থলেই সমস্ত একত্রিত বলিয়া বোধ হইয়াছিল। সেনানায়ক নরপতির দ্বিপগণের মদবারিধারায় ও অশ্বগণের খুরাঘাতে ধূলিপটল পঙ্কভাব, এবং পঙ্কও রেণুভাব, প্রাপ্ত হইতে লাগিল। বিন্ধ্যপর্ব্বতের নিতম্বদেশে মার্গান্বেষী সৈন্যগণ বহুদিকে বিভিন্ন

হইয়া কলরব করিতে করিতে নর্ম্মদা নদীর ন্যায় গুহামুখ প্রতিধ্বনিত করিয়াছিল। পার্ব্বতীয় প্রদেশে তাঁহার রথচক্র গৈরিকাদি ধাতু ভেদ করিয়া গমন করাতে, নেমি অরুণিত হইল এবং গমনধ্বনির সহিত তূর্য্যধ্বনি মিশ্রিত হইতে লাগিল। ক্রমে নৃপতি পুলিন্দ সমর্পিত উপঢৌকন দর্শন পূর্ব্বক বিন্ধ্যপর্ব্বত অতিক্রম করিলেন। বিন্ধ্যাচল তীর্থে গজসেতু বন্ধন পূর্ব্বক পশ্চিমবাহিনী গঙ্গাপার হইবার সময় অন্তরীক্ষে উড্ডীন চঞ্চলপক্ষ হংসগণ তাঁহার অযত্নচালিত চামরের কার্য্য করিয়াছিল। তিনি কপিলরোষে ভস্মীভূত-কলেবর পূর্ব্ব পুরুষদিগের স্বর্গপ্রাপ্তির একমাত্র কারণ নৌকাসঞ্চারহেতু চঞ্চল সুরধুনীবারি বন্দনা করিলেন। এইরূপে রাজা কিছুদিনের পথ অতিক্রম করিলে পর, সরযূর তীর প্রাপ্ত হইয়া, নিরন্তর যাগনিষ্ঠ রঘুবংশীয়দিগের বেদিপ্রতিষ্ঠিত শত শত যূপ দর্শন করিলেন। সুশীতল-সরযূতরঙ্গ-সম্পৃক্ত কুলরাজধানীর উপবনান্ত-বায়ু কুসুমিত তরুশাখা কম্পিত করিয়া পথিশ্রান্ত সেনাগণ সমাবৃত কুশকে প্রত্যুদগমন করিল।

অনন্তর রিপুবিজয়ী পৌরবন্ধু বলবান্ কুলকেতু ভূপতি, চঞ্চলধ্বজশালী সেনাসমূহ নগরের প্রান্তভাগে সন্নিবেশিত করিলেন। মেঘ সকল যেরূপ বারিবর্ষণদ্বারা গ্রীষ্মতাপিত মেদিনী নবীকৃত করে, সেইরূপ প্রভুনিযুক্ত শিল্পিগণ সমস্ত উপকরণ লইয়া সেই দুর্দ্দশাপন্ন পুরী নবীকৃত করিল। রঘুবীর প্রশস্ত দেবালয়ের সমীপে উপোষিত বাস্তুবিধানজ্ঞদিগের দ্বারা পশুবলিসংযুক্ত পূজাবিধি সম্পাদন করাইলেন। যেরূপ কামিজন কান্তাহৃদয়ে প্রবেশ করে, সেইরূপ তিনি রাজভবনে প্রবেশ করিয়া অমাত্যাদি প্রধান পুরুষদিগকে মর্য্যাদানুরূপ বাসভবন প্রদান পূর্ব্বক যথোচিত সম্মাননা করিলেন। বিপণিস্থিত নানাবিধ পণ্যে পরিপূর্ণ সেই পুরী, মন্দুরাস্থ বাজিরাজি এবং স্তম্ভনিবদ্ধ মাতঙ্গগণ দ্বারা, সর্ব্বাঙ্গে আভরণভূষিত নারীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মৈথিলীতনয় পূর্ব্বশোভাপ্রাপ্ত রঘুবংশীয়দিগের রাজধানী অযোধ্যায় বাস করিয়া ইন্দ্রভবন বা কুবেরপুরীর প্রতি অভিলাষ করেন নাই।

অনন্তর নিদাঘ কাল, নৃপতির প্রিয়তমাদিগকে রত্নখচিত উত্তরীয় ধারণ, অত্যন্তপাণ্ডুবর্ণ স্তনদেশে হারপরিধান, নিশ্বাসবায়ু দ্বারাও অপনেয় বসন গ্রহণ প্রভৃতি বেশবিন্যাস উপদেশ দিবার নিমিত্তই যেন সমাগত হইল। অগস্ত্যাধিষ্ঠিত দিক হইতে ভাস্কর সমীপে সন্নিবৃত্ত হইলে, উত্তর দিক্ আনন্দ শীতল বাষ্পবৃষ্টির ন্যায় হিমালয়-সম্বন্ধীয় হিমনিস্যন্দ বিসর্জ্জন করিল। দিবসের উত্তাপ প্রবৃদ্ধ হইল; এবং রাত্রি অতিমাত্র কৃশতা ধারণ করিল; উভয়ে

যেন পরস্পর প্রণয়কলহ দ্বারা বিচ্ছিন্ন অনুতাপিত দম্পতীর ন্যায় হইল। দিন দিন গৃহদীর্ঘিকাবারি শৈবালশালী নিম্নস্থ সোপানভঙ্গী পরিত্যাগ করিতে লাগিল, পঙ্কজের মৃণালদণ্ড ঊর্দ্ধে জাগিতে লাগিল; এইরূপে ক্রমশঃ দীর্ঘিকাজল নারী-নিতম্বের সমপরিমাণ হইয়া আসিল। উপবনে সায়ন্তন-মল্লিকার কলিকাসকল প্রস্ফুটিত হইয়া সৌরভ বিকীর্ণ করিলে, ভ্রমরগণ প্রত্যেক পুষ্পে পদনিক্ষেপ পূর্ব্বক গুণ গুণ ধ্বনি করিয়া যেন তাহাদের গণনাই করিতে লাগিল। রমণীদিগের স্বেদার্দ্র নূতন নখক্ষতে চিহ্নিত কপোলদেশে শিরীষ কুসুমের কেসরসকল অত্যন্ত সংলগ্ন হওয়াতে উহা কর্ণ হইতে পরিচ্যুত হইয়াও সহসা ভূমিতে পতিত হয় নাই। ধনিগণ ধারাসম্পাতসিক্ত বাস ভবনে ধারাযন্ত্র * নিঃসৃত বারিকণাদ্বারা ব্যাপ্ত চন্দনরস-ধৌত শিলাতলে শয়ন করিয়া আতপতাপ নিবারণ করিতে লাগিলেন। বসন্তাপগমে হীনবীর্য্য অনঙ্গ, অঙ্গনাদিগের স্নানান্তে উন্মুক্ত, ধূপগন্ধে বাসিত, সায়ন্তনমল্লিকামণ্ডিত কেশপাশে সবলতা লাভ করিল। পরাগপূর্ণ অর্জ্জুন পুষ্পের ঈষৎপিঙ্গলবর্ণ সুদীর্ঘ মঞ্জরী হরকোপানলে দগ্ধদেহ মদনের খণ্ডীকৃত মৌর্ব্বীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মনোজ্ঞগন্ধ সহকারপল্লব, সুবাসিত পুরাণ মদ্য, অভিনব পাটলকুসুম ইত্যাদি রমণীয় বস্তু যোজনা করিয়া গ্রীষ্মসময় কামিজনের নিকট স্বীয় আতপাদি দোষের অপরাধ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। সেই অতি-কঠোর সময়ে মানবগণের দুইটী বস্তু অতি মনোহর হইয়াছিল—তাপহরণ-ক্ষম-কিরণজালে মণ্ডিত চন্দ্রমা এবং দুঃখাপনোদন-সমর্থ অভ্যুদয়ান্বিত নব-পতির চরণযুগল।

অনন্তর তরঙ্গচঞ্চল সতৃষ্ণ উন্মদ রাজহংসগণে সমাকীর্ণ, তীরস্থিত লতার কুসুমবাহী, গ্রীষ্মে সুখদায়ক সরযূজলে রমণীগণ সমভিব্যাহারে বিহার করিতে নরপতির অভিলাষ হইল। বিষ্ণুতেজাঃ নরাধিপ, তীরভূমিতে পটমণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইয়া জালজীবিদিগের দ্বারা কুম্ভীরাদি হিংস্র জলজন্তুগণ অপসারিত করাইলেন, পরে বিভব ও প্রতাপানুরূপ জলবিহারে প্রবৃত্ত হইলেন। তট হইতে সোপানপথে অবতরণকালে কামিনীগণের পরস্পর অঙ্গদসংঘর্ষণ-শব্দে ও চরণলগ্ন-নূপুর-ধ্বনিতে সরযূবিহারী হংসসকল উদ্বিগ্ন হইল। রাজা নৌকারোহণে, পরস্পরের প্রতি জলসেচনে আসক্ত মহিলাদিগের অবগাহন-কৌতুক দর্শনকালে, পার্শ্ববর্ত্তিনী চামরধারিণীকে কহিলেন, দেখ, সরযূ-

* ফোয়ারা।

প্রবাহ আমার শত শত অন্তঃপুরচারিণীদিগের অবগাহনধৌত অঙ্গরাগে মেঘাবৃত সায়ংকালের ন্যায় নানাবর্ণ ধারণ করিয়াছে। নৌকাসঞ্চালিত বারিরাশি, অবগাহনকালে পুরনারীদিগের যে অঞ্জন বিলুপ্ত করিয়াছিল, তাহার পরিবর্ত্তে তাহাদিগের নয়নে মদরাগশোভা প্রত্যর্পণ করিতেছে। এই রমণীগণ নিতম্বনিতম্ব ও পয়োধরের গুরুতা প্রযুক্ত দেহ-বহনে অক্ষম হইয়াও ঔৎসুক্যবশতঃ কেয়ূরভূষিত বাহু দ্বারা অতিক্লেশে সন্তরণ দিতেছে। বারিবিহাররত কামিনীদিগের কর্ণচ্যুত এই সকল চঞ্চল শিরীষকুসুমের কর্ণভূষণ, নদী-প্রবাহে নিপতিত হইয়া শৈবালপ্রিয় মৎস্যগণকে প্রতারিত করিতেছে। সলিলাস্ফালনে আসক্ত এই সকল অঙ্গনাদিগের স্তনদেশে মুক্তাসদৃশ জলকণা সকল উৎপতিত হওয়াতে, মুক্তাহার গলিত হইয়া পতিত হইয়াছে তথাপি লক্ষিত হইতেছে না। বিলাসিনী কামিনীদিগের রূপাবয়বের উপমান বস্তু সমস্ত সন্নিহিত হইয়াছে—নতনাভির সহিত আবর্ত্তশোভার, ভ্রূভঙ্গের সহিত তরঙ্গভঙ্গী, এবং স্তনশোভার সহিত চক্রবাক সাদৃশ্য লাভ করিয়াছে। তীরবাসী উন্নতকলাপ প্রস্নিগ্ধকেকারবকারী ময়ূরগণ কর্ত্তৃক অভিনন্দ্যমান শ্রবণমধুর সংগীতানুগ এই সকল বিলাসিনীকৃত বারিরূপ-মৃদঙ্গধ্বনি শ্রবণ-বিবর পরিপূর্ণ করিতেছে। জলসেকবশতঃ নিতম্বদেশে বসন সংশ্লিষ্ট হওয়াতে, চন্দ্রোদয়ে জ্যোৎস্নান্তরিত তারকারাজির ন্যায়, তদন্তর্গত মেখলা ভূষণ, সূত্রবিবর সকল জলপূরিত হওয়াতে, মৌনাবলম্বন করিয়াছে। দেখ, এই সকল রমণীরা সদর্পে সখীজনের প্রতি বারিধারা নিক্ষেপ করাতে তাহারাও তাহাদিগের বদনে প্রতিনিক্ষেপ করিতেছে, এইরূপে কামিনীরা অবক্র অলকাগ্রে সংলগ্ন কুঙ্কুমাদিচূর্ণ দ্বারা অরুণিত জলকণা বর্ষণ করিতেছে। কেশবন্ধন শিথিল, পত্রলেখা বিলুপ্ত, মুক্তাময় ভূষণ বিশ্লিষ্ট; এইরূপে জলবিহারে কামিনীগণের বদন আকুলিত হইলেও শোভাবিহীন হয় নাই।

যেপ্রকার বন্যহস্তী উৎপাটিত নলিনী-দল স্কন্ধদেশে ধারণ করিয়া করিণীর সহিত ক্রীড়া করে, সেইরূপ চঞ্চলহারধারী কুশ, বিমানবৎ নৌকা হইতে অবতীর্ণ হইয়া, রমণীগণের সহিত জলক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। কামিনীগণ দীপ্যমান নৃপতির সহিত মিলিত হইয়া অতিশয় শোভা পাইতে লাগিল মুক্তা নিজেই লোচনাভিরাম, তাহাতে আবার জ্যোতিষ্মান্ ইন্দ্রনীলমণি যোগ হইলে, তাহার যে কি শোভা হয় তাহা আর কি কহিব। বিশাল নয়না অঙ্গনাগণ প্রণয়ভরে স্বর্ণশৃঙ্গ-নিঃসৃত কুঙ্কুমাদি-রঞ্জিত বারিধারা তাঁহাকে অভিষেক করাতে, তিনি গৈরিকাদি ধাতুনিঃস্রব-সংযুক্ত শৈলরাজে

ন্যায় অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি, অন্তঃপুর সুন্দরীগণের সহিত সরযূতে অবগাহন কালে, অপ্সরাগণ-পরিবেষ্টিত মন্দাকিনীবিহারশীল দেবরাজের শোভা অনুকরণ করিয়াছিলেন।

রামচন্দ্র অগস্ত্যমুনির নিকট যে দিব্য অলঙ্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা রাজ্যের সহিত কুশকে অর্পণ করেন। অধুনা সেই জয়শীল আভরণ বারিবিহার-কালে তাঁহার অজ্ঞাতসারে সলিলে পতিত হইল। অভিলাষানুরূপ স্নানকার্য্য সমাপন করিয়া যে সময় তিনি নারীগণের সহিত পটমণ্ডপে উপস্থিত হইলেন, তখনি প্রসাধনসাধনের পূর্ব্বেই দিব্যবলয়শূন্য বাহু অবলোকন করিলেন। সেই আভরণ, জয়লক্ষ্মীর বশীকরণ সাধন, এবং তাঁহার পিতা পূর্ব্বে পরিধান করিতেন, এই জন্যই তিনি তাহার নাশে বিশেষ দুঃখিত হইলেন, নতুবা লোভবশতঃ নহে; কারণ, তাঁহার নিকট রত্নাভরণ ও পুষ্পাভরণ উভয়ই সমান আদরণীয় ছিল।

অনন্তর নরপতি নদীজলে মজ্জন-কুশল সমস্ত জালজীবিগণকে শীঘ্র সেই আভরণান্বেষণে আদেশ করিলেন, তাহারা সরযূতে অবগাহনানন্তর বিফল-প্রয়াস হইয়াও অম্লানবদনে তাঁহাকে কহিল, দেব! অনেক যত্ন করিলাম, কিছুতেই আপনার জলমগ্ন আভরণ-রত্ন লাভ করিতে পারিলাম না; এই হ্রদমধ্যবাসী কুমুদনামা নাগ লোভবশতঃ নিশ্চয়ই তাহা গ্রহণ করিয়াছে। পরে কোপলোহিতনেত্র বলবান্ ধনুর্দ্ধর রঘুবীর, কার্ম্মুকে জ্যাযোজনপূর্ব্বক হ্রদতীরে উপস্থিত হইয়া ভুজঙ্গনাশের নিমিত্ত গরুড়দৈবত অস্ত্রগ্রহণ করিলেন। অস্ত্রসন্ধান মাত্রেই হ্রদ আন্দোলিত হইল, এবং তরঙ্গহস্তে তটভূমি আহত করিয়া, গর্ত্তপতিত হস্তীর ন্যায় ভীষণ শব্দ করিতে লাগিল। যেরূপ মথ্যমান সমুদ্র হইতে কল্পতরু লক্ষ্মীর সহিত উত্থিত হইয়াছিল, সেইরূপ ভুজঙ্গনাথ সেই ক্ষুভিত-নক্র নদী হইতে কন্যাসমভিব্যাহারে সহসা উত্থিত হইলেন। রাজা, ভূষণ-প্রত্যর্পণার্থী ভুজঙ্গনাথকে উপস্থিত দেখিয়া গারুত্মত অস্ত্র প্রতিসংহার করিলেন; সাধুদিগের কোপ বিনম্র ব্যক্তির প্রতি কখন স্থায়ী হয়না।

পরে অস্ত্রমহিমাভিজ্ঞ কুমুদ, ত্রৈলোক্যনাথ রামচন্দ্রের পুত্র, প্রতাপে অরাতিকুলাঙ্কুশ, মহারাজ কুশকে মানোন্নত মস্তকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, আমি আপনাকে, ভূভারহরণার্থ মানুষদেহধারী ভগবান্ নারায়ণের সুতসংজ্ঞক শরীরান্তর বলিয়া জানি, অতএব কিরূপে আমি আরাধনীয় আর্য্যের প্রীতির ব্যাঘাতদানে সাহসী হইব। তবে এই বালা কন্দুকক্রীড়ায় আসক্ত হইয়া, ঊর্দ্ধনয়নে করোত্থিত কন্দুক-দর্শন-কালে অন্তরীক্ষ হইতে নিপতিত নক্ষত্রের

স্নান হ্রদ হইতে পতিত আপনার জয়সাধন এই আভরণ কৌতুকবশতঃ গ্রহণ করিয়াছিল। এক্ষণে মহারাজ! এই ভূষণরত্ন আপনার জ্যাঘাত-রেখার চিহ্নে লাঞ্ছিত আজানুলম্বিত ভুরক্ষণার্গল বলিষ্ঠ বাহুর সহিত পুনরায় মিলিত হউক। আর আপনি আমার এই কনিষ্ঠা ভগিনী কুমুদ্বতীকে চিরকাল ভবদীয় চরণশুশ্রূষা দ্বারা নিজাপরাধ পরিহার করণে অনুমতি করুন।

কুমুদ এইরূপ কহিয়া আভরণ প্রত্যর্পণ করিলে, কুশ তাঁহাকে কহিলেন, আপনি আমার শ্লাঘ্য বন্ধু। পরে কুমুদ বন্ধুগণে পরিবৃত হইয়া উভয়কুল-ভূষণ কুমুদ্বতীর সহিত বিধিপূর্ব্বক কুশকে সংযোজিত করিলেন। নরপতি, উদ্গতশিখাশালী বহ্নির সমক্ষে মাঙ্গল্য-ঊর্ণা-বদ্ধ তদীয় পাণি সহধর্ম্মাচরণার্থ স্পর্শ করিলে, দিব্য তূর্য্যধ্বনি দিগন্ত ব্যাপ্ত করিল এবং অদ্ভুত মেঘগণ উদিত হইয়া সুরভি পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিল। এইরূপে নাগরাজ ত্রিভুবনগুরু রামচন্দ্রের ঔরস ও জানকীর গর্ভজাত কুশকে বন্ধু লাভ করিলে, এবং কুশও তক্ষকের পঞ্চম পুত্র কুমুদকে বন্ধু লাভ করিলে, প্রথম ব্যক্তি পিতৃবধ শত্রু গরুড়ের ভয় হইতে রক্ষা পাইলেন, আর পৌরপ্রিয় দ্বিতীয় ব্যক্তিও সর্পভয়বিহীন অবনি সুখে পালন করিতে লাগিলেন।

"কুমুদ্বতী-পরিণয়" নামক ষোড়শ সর্গ।

সপ্তদশ সর্গ।

যেরূপ বুদ্ধি যামিনীর অন্ত্য যাম হইতে প্রসন্নতা লাভ করে, সেইরূপ কুমুদ্বতী কুশের ঔরসে অতিথিনামে পুত্র লাভ করিলেন। যদ্রূপ অপ্রতিম-তেজাঃ ভাস্কর উত্তর ও দক্ষিণ দুই পথ পবিত্র করিয়া থাকেন, সেইরূপ নিরুপমকান্তি পিতৃমান্ অতিথি, পিতা ও মাতা উভয়েরই কুল পবিত্র করিলেন। অর্থবেত্তাগণের শ্রেষ্ঠ কুশ প্রথমে কৌলিক বিদ্যার * সমুচিত শিক্ষা প্রদান করাইলেন, পশ্চাৎ রাজকন্যাদিগের সহিত বিবাহ দিলেন। সদ্বংশোদ্ভব বীর জিতেন্দ্রিয় রাজা, সৎকুলীন বীর্য্যবান্ সংযতেন্দ্রিয় পুত্রের দ্বারা আপনাকে সহায়বান্ বিবেচনা করিলেন। পরে তিনি কুলোচিত বাসব-সাহায্য করিতে গিয়া যুদ্ধে দুর্জ্জয় দৈত্যকে বধ করিলেন এবং তৎ-কর্ত্তৃক নিহতও হইলেন। যেরূপ কৌমুদী কুমুদানন্দদায়ক শশাঙ্কের অনুগমন

* আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি।

করে, সেইরূপ নাগরাজভগিনী কুমুদ্বতী তাঁহার অনুগমন করিলেন। তাঁহাদিগের উভয়ের মধ্যে একজন ত্রিদিবেশ্বরের অর্দ্ধাসন ভাগী, অপরা শচীর পারিজাতের অংশভাগিনী সখী হইলেন। পরে বৃদ্ধ মন্ত্রিগণ সময়যায়ী রাজার অন্তিম আজ্ঞা স্মরণ করিয়া তাঁহার আত্মজ অতিথিকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে মনন করিলেন। এবং তাঁহার অভিষেকের জন্য শিল্পিগণ দ্বারা উন্নত বেদিবিশিষ্ট চতুঃস্তম্ভের উপরিভাগে প্রতিষ্ঠিত এক নূতন মণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইলেন। প্রকৃতিপুঞ্জ, সেই মণ্ডপমধ্যে ভদ্রপীঠে উপবেশিত অতিথির সন্নিধানে সুবর্ণকুম্ভস্থ তীর্থবারি গ্রহণ করিয়া উপস্থিত হইল। মুখভাগে তাড়িত মধুর গম্ভীর শব্দায়মান দুন্দুভি দ্বারা, বংশপরম্পরায় যে তদীয় কল্যাণ স্থায়ী হইবে তাহা অনুমিত হইল।

জ্ঞাতি বৃদ্ধগণ, দূর্ব্বা, যবাঙ্কুর, বটত্বক ও অভিন্নপুট নবপল্লব দ্বারা তাঁহার নীরাজনাখ্য ক্রিয়া সমাপন করিলেন। সর্ব্বাগ্রে পুরোহিতপ্রমুখ ব্রাহ্মণগণ জয়সাধক অথর্ব্ববেদোক্ত মন্ত্রবিশেষ দ্বারা তাঁহাকে অভিষেক করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার মস্তকে সশব্দে নিপতিত বৃহৎপ্রবাহ অভিষেকবারি, ত্রিপুরারির মস্তকে নিপতিত গঙ্গার ন্যায়, শোভা পাইতে লাগিল। ধারাধর সমুদিত হইলে চাতকে যেরূপ তাহার অভিনন্দন করে, সেইরূপ বন্দিগণ সেই সময়ে তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিল। তিনি মন্ত্রপূত সলিল দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া, বৃষ্টিকালীন বৈদ্যুতাগ্নির ন্যায় সমধিক দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। অভিষেক সমাপনান্তে তিনি স্নাতক ব্রাহ্মণদিগকে যাহাতে তাঁহাদের যজ্ঞ প্রচুরদক্ষিণায় নির্ব্বাহ হয় এরূপ পরিমাণে ধন দান করিলেন। তাঁহারা হৃষ্ট চিত্তে রাজাকে যে আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিলেন, তাহা তাঁহার পূর্ব্বকৃত পুণ্যজনিত ফল দ্বারা অধঃকৃত হইল। তিনি কারাবদ্ধের বন্ধনচ্ছেদন, বধার্হের অবধ্যতা, ভারবাহী বলীবর্দ্দাদির ভারমোচন এবং ধেনুর দোহননিষেধের আদেশ করিলেন। তাঁহার আজ্ঞায় পিঞ্জরবদ্ধ শুকাদি ক্রীড়া পক্ষিগণ মুক্তিলাভ করিয়া যথেচ্ছ গমন করিল।

অনন্তর নৃপতি বেশবিন্যাসের নিমিত্ত কক্ষান্তরে স্থাপিত গজদন্তনির্ম্মিত আস্তরণাচ্ছাদিত বিশদ আসনে উপবেশন করিলেন। প্রসাধকবর্গ জলে হস্ত ক্ষালনপূর্ব্বক ধূপদ্বারা শুষ্ককেশ অতিথিকে গন্ধমাল্যাদি নেপথ্যসাধন দ্রব্য দ্বারা অলঙ্কৃত করিতে লাগিল। তাহারা, মুক্তাহারনিবদ্ধ, মাল্যবেষ্টিত, কেশবন্ধনে দীপ্তিমান্ পদ্মরাগ মণি প্রোথিত করিল। মৃগনাভি-বাসিত চন্দন দ্বারা অঙ্গরাগ সমাপন করিয়া পরিশেষে গোরোচনা দ্বারা পত্ররচনা সম্পন্ন করিল।

মাল্যধারী নৃপতি সমস্ত আভরণ ও হংসচিহ্নিত পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া রাজলক্ষ্মী-বধূর বরপ্রায় অতিশয় দর্শনীয় হইয়া উঠিলেন। হিরণ্ময় দর্পণে বেশবিন্যাসদর্শন সময়ে অতিথির প্রতিবিম্ব তন্মধ্যে নিপতিত হইয়া সূর্য্যোদয়ে মেরু পর্ব্বতে পতিত কল্পতরুর প্রতিবিম্বের ন্যায় দীপ্তি পাইয়াছিল।

অনন্তর ছত্রচামরাদি রাজচিহ্ন হস্তে করিয়া অনুচরবর্গ জয়শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক পার্শ্বে পার্শ্বে যাইতে লাগিল, তিনি সুরসভা-সদৃশ সভামণ্ডপে গমন করিলেন, এবং তথায় নৃপতিগণের চূড়ামণিঘর্ষণের রেখাঙ্কিত পাদপীঠযুক্ত চন্দ্রাতপশোভিত পৈতৃক সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। তিনি অধিষ্ঠিত হইলে, শ্রীবৎসনামক গৃহসদৃশ সেই বৃহৎ সভামণ্ডপ, শ্রীবৎসলাঞ্ছিত কৌস্তুভশোভিত নারায়ণের বক্ষঃস্থলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অতিথি, বাল্যকালে যৌবরাজ্য পাইয়াই অধিরাজ্য লাভ করাতে, রেখাভাবের অন্তেই পূর্ণতা-প্রাপ্ত শশাঙ্কের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। অনুজীবিগণ, প্রসন্ন মুখকান্তি স্মিতপূর্ব্বাভিভাষী নৃপতিকে মূর্ত্তিমান্ বিশ্বাস বলিয়া বিবেচনা করিতেন। দেবেন্দ্রসুন্দর অতিথি ঐরাবত-তেজা গজরাজের পৃষ্ঠে ভ্রমণকালে কল্পতরু সদৃশ-ধ্বজশালী রাজপুরীকে সাক্ষাৎ স্বর্গই করিয়াছিলেন। তাঁহার মস্তকোপরি যে ছত্র ধৃত হইয়াছিল, সেই অমলকান্তি আতপত্র পূর্ব্বরাজার বিয়োগ-জনিত জগতের দুঃখ অপহরণ করিল। ধূমনির্গমের পর অগ্নির শিখা বহির্গত হয়, সূর্য্য উদিত হইলে পর অংশু নির্গত হয়, কিন্তু অতিথি, তেজস্বীদিগের এই প্রকৃতিসিদ্ধ ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া, একেবারে সমস্ত গুণের সহিত উদিত হইলেন। যেরূপ শরৎকালে বিভাবরী প্রসন্নতারকা নেত্রে ধ্রুবনক্ষত্রকে অবলোকন করে, সেইরূপ পৌরনারীগণ, প্রীতিপ্রফুল্লনয়নে তাঁহাকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। বিশাল দেবালয়মধ্যে অর্চ্চিত অযোধ্যার দেবতাসকল প্রতিমায় অধিষ্ঠিত হইয়া অনুগ্রহ ভাজন অতিথির শুভানুধ্যানে প্রবৃত্ত হইলেন। অভিষেকসিক্ত বেদী শুষ্ক হইতে না হইতেই তাহার দুঃসহ প্রতাপ সাগর বেলান্ত পর্য্যন্ত গমন করিল। কুলগুরু বশিষ্ঠদেবের মন্ত্র ও ধনুর্দ্ধারী অতিথির বাণ এই উভয়ে মিলিত হইলে এমন কি কার্য্য আছে যে সম্পন্ন হয় না। তিনি স্বয়ং ধর্ম্মপরায়ণ সভ্যগণে পরিবৃত হইয়া প্রত্যহ আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক অর্থিপ্রত্যর্থিগণের সংশয় প্রযুক্ত অবশ্যনির্ণেয় ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। পরে অনুজীবিগণ, তাঁহার মুখপ্রসাদ সূচিত কার্য্যসিদ্ধি ফলোন্মুখী বিবেচনা করিয়া পুরস্কার প্রার্থনা করিলেই যথেষ্ট ধনলাভ করিত। প্রজাগণ পূর্ব্বনৃপতির শাসনে শ্রাবণমাসীয় নদীর

ন্যায় বৃদ্ধিশীল হইয়াছিল, অধুনা তাঁহার অধিকারে ভাদ্রমাসীন নদীর ন্যায় ভূয়সী সমুন্নতি লাভ করিল।

তিনি যাহা কহিতেন, কথন তাহা মিথ্যা হইত না ; যাহা দান করিতেন, কথন তাহা পুনর্গ্রহণ করিতেন না ; কেবল শত্রুদিগকে উৎপাটিত করিয়া পুনর্বার যে তাহাদিগকে স্বপদে আরোপিত করিতেন এইস্থলেই নিয়মভঙ্গ হইত। যৌবন, সৌন্দর্য্য, ও ঐশ্বর্য্য, ইহারা প্রত্যেকই মদকারণ, কিন্তু তাহাতে এই সমস্ত গুলির একত্র সমাবেশ হইয়াছিল, তথাপি তাঁহার মন কিছুমাত্র বিকৃত হয় নাই।

এইরূপে দিন দিন প্রকৃতিগণ অনুরক্ত হইয়া উঠিলে, নূতন রাজপদে প্রতি ষ্ঠিত হইয়াও অতিথি দৃঢ়মূল বৃক্ষের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ হইলেন। বাহ্যশত্রু অনিত্য, কারণ তাহারা দূরস্থিত ; অতএব তিনি অগ্রে অন্তরস্থ নিত্য কামক্রোধাদি ষড়রিপু জয় করিলেন। প্রকৃতিচপলা লক্ষ্মী, সুপ্রসন্নমুখ রাজার নিকট নিকষের স্বর্ণরেখার ন্যায় অচলা হইলেন। শৌর্য্যহীন নীতি ভীরুতার লক্ষণ, আর কেবল শৌর্য্য হিংস্র জন্তুর আচরণ, ইহা বিবেচনা করিয়া তিনি উভয় দ্বারা সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। তিনি চাররূপ রশ্মি প্রেরণ করিয়া মেঘ নির্ম্মুক্ত সূর্য্যের ন্যায় রাজ্যের সমস্ত বিষয় দর্শন করিতেন। অসন্দিগ্ধচেতা নরপতি, রাজাদিগের দিবা ও রাত্রিভাগের যে সময়ে যাহা কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা নিশ্চয়রূপে নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি প্রতিদিন মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিতেন ; সর্ব্বদা আলোচিত হইলেও তাঁহার অতিগূঢ় মন্ত্রণা কথন প্রকাশিত হইত না। তিনি যথাসময়ে নিদ্রাভিভূত হইলেও পরস্পর অপরিচিত স্বপররাজ্যে প্রেরিত প্রণিধি দ্বারা সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইতেন, সুতরাং দিবারাত্র জাগরূক ছিলেন।

অতিথি স্বয়ং শত্রুদুর্গ রোধ করিতেন, কিন্তু স্বকীয় দুর্গসকল অনাক্রম্য ছিল; গজঘাতী সিংহ কথন ভয়ে গিরিগুহাশায়ী হয় না। তাঁহার সম্যক্ পর্য্যালোচিত বিঘ্নবিহীন কল্যাণকর কার্য্যসকল গর্ভস্থ শস্য-পাকের ন্যায় অতিগূঢ়ভাবে ফলিত হইত। যেরূপ লবণাম্বুধি বর্দ্ধিত হইলে নদীমুখেই প্রস্থান করে, কথন বিপথগামী হয় না সেইরূপ তিনি অতি সমুন্নতি প্রাপ্ত হইয়াও কথন কুপথগামী হয়েন নাই। তিনি প্রকৃতিপুঞ্জের বিরাগ উপশমনে সদাই সম্যক্ সমর্থ ছিলেন, কিন্তু যাহার প্রতিবিধান করিতে হয়, এরূপ

কার্য্য উৎপন্ন হইতেই দিতেন না। প্রচুরশক্তিসম্পন্ন হইলেও তিনি যাহাকে পরাভব করিতে পারিবেন এমন ব্যক্তির সহিতই যুদ্ধ করিতে যাইতেন; দাবানল বায়ুসহায় হইলেও কখন জলের নিকট গমন করে না। নৃপতি, অর্থ কামের দ্বারা ধর্ম্মের, বা ধর্ম্মসেবা দ্বারা অর্থকামের, অবহেলন করেন নাই, এবং কামের দ্বারা অর্থের, বা অর্থের দ্বারা কামের, অবহেলন করেন নাই, তিনি তিনটীতেই সমানরূপে আসক্ত ছিলেন। হীন ব্যক্তির সহিত মিত্রতায় কোন উপকার নাই, এবং অতিপ্রবৃদ্ধ ব্যক্তির মিত্রতায় অপকার হইবার সম্ভাবনা, এই হেতু তিনি মধ্যমাবস্থ ব্যক্তির সহিত মিত্রতা করিতেন। তিনি শত্রু ও আপনার শক্ত্যাদির ন্যূনাধিক্য বিবেচনা করিয়া যদি আপনাকে অধিকবলশালী দেখিতেন তাহা হইলেই যুদ্ধযাত্রা করিতেন, নতুবা বিপরীত দেখিলে নিরস্ত হইয়া থাকিতেন।

কোষ পরিপূর্ণ থাকিলেই সকলে আশ্রিত হয়, এই জন্য তিনি অর্থসংগ্রহ করিতেন; চাতকে সলিলপূর্ণ মেঘেরই সেবা করিয়া থাকে। তিনি অগ্রে শত্রুর কার্য্যের বিঘ্ন করিয়া পরে আত্মকার্য্যে উদ্যুক্ত হইতেন, এবং আত্মছিদ্র গোপন করিয়া রন্ধ্র পাইলেই শত্রুনাশ করিতেন। দণ্ডবান্ নৃপতি, কুশ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত শিক্ষিতাস্ত্র যুদ্ধকুশল সৈন্যগণকে নিজদেহ অপেক্ষা বিভিন্ন জ্ঞান করিতেন না। বৈরিগণ সর্পের শিরঃস্থ মণির ন্যায় তাঁহার শক্তিত্রয় * আকর্ষণ করিতে পারেন নাই, কিন্তু অয়স্কান্ত যেরূপ লৌহ আকর্ষণ করে, সেইরূপ তিনি শত্রুর শক্তিত্রয় হরণ করিয়াছিলেন। সার্থবাহগণ দীর্ঘিকার ন্যায় নদীতে, উপবনের ন্যায় বনেতে, এবং স্বীয় ভবনের ন্যায় পর্ব্বতে, যথেচ্ছ পরিভ্রমণ করিত। রাজা বিঘ্নভয় হইতে তপস্যার রক্ষা করিতেন এবং তস্করভয় হইতে সম্পত্তি রক্ষা করিতেন; আর তৎপরিবর্ত্তে আশ্রমবাসী তপস্বীরা ও ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় তাঁহাকে আপনাদিগের উৎপন্নের ষষ্ঠাংশ প্রদান করিতেন। তিনি যেরূপ বসুন্ধরা পালন করিতেন, বসুন্ধরাও সেইরূপ তাঁহাকে বেতন দিতেন,—তাঁহাকে আকর হইতে রত্ন, ক্ষেত্র হইতে শস্য, এবং বন হইতে হস্তী প্রদান করিতেন।

কুমার-পরাক্রম অতিথি, ষড়্‌গুণ† ও ষড়্‌বিধ ‡ সৈন্য এই উভয়ের উপ

---

* প্রভাবজ, মন্ত্রজ ও উৎসাহজ।

† সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ ও আশ্রয়—এই ছয় গুণ।

‡ মৌল, ভৃত্য, সুহৃৎ, শ্রেণী, দ্বিষৎ, বন্য—এই ছয় সৈন্য।

যুক্ত স্থলে প্রয়োগ বিষয়ে নিপুণ হইয়াছিলেন। তিনি, এইরূপে ক্রমে সাম দান ভেদ দণ্ড এই চতুর্ব্বিধ নীতি প্রয়োগ করিয়া, মন্ত্রাদি অষ্টাদশ বিষয়ে তাহার সম্পূর্ণ ফল লাভ করিয়াছিলেন। বীরগামিনী জয়লক্ষ্মী, কপট যুদ্ধপ্রণালী জানিলেও ধর্ম্মযুদ্ধে তৎপর নৃপতির নিকট অভিসারিকার বৃত্তি অবলম্বন করিতেন। যেরূপ মদস্রাবী হস্তীর, মদগন্ধে ভগ্নসাহস সামান্য দন্তীর সহিত যুদ্ধ দুর্লভ হয়, সেইরূপ তাঁহার প্রতাপ দ্বারা ভগ্নোৎসাহ শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ দুর্লভ হইয়াছিল।

চন্দ্র, অতিবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেই ক্ষীণ হয়, সমুদ্রও সেইরূপ হইয়া থাকে, কিন্তু তিনি ঐ উভয়ের ন্যায় সমুন্নতশালী হইয়াছিলেন, কিন্তু ক্ষীণভাব প্রাপ্ত হন নাই। যেরূপ মেঘগণ সমুদ্রে গমন করিয়া বদান্যতা লাভ করে, সেইরূপ দরিদ্র যাচক সাধুগণ সেই মহাত্মা নরপতির নিকট গমন করিয়া বদান্যতা লাভ করিতেন। তিনি প্রশংসনীয় কার্য্য করিতেন, কিন্তু কেহ স্তব করিলে লজ্জিত হইতেন; তথাপি স্তাবকদ্বেষী নরপতির যশ বৃদ্ধিই হইত; রাজা, অভ্যুদিত সূর্য্যের ন্যায়, দর্শনদানে প্রজাগণের পাপক্ষয় করিতেন, এবং বস্তুতত্ত্বের উপদেশ দিয়া তাহাদিগের অজ্ঞানতিমির হরণ করিতেন, এই প্রকারে তাহাদিগকে স্বায়ত্ত করিয়াছিলেন। কমলে ইন্দুরশ্মির গতি নাই, এবং কুমুদে সূর্য্যরশ্মির গতি নাই, কিন্তু গুণবান্ রাজার গুণনিকর বিপক্ষেও স্থান লাভ করিয়াছিল অশ্বমেধের জন্য দিগ্বিজয়ে প্রবৃত্ত নৃপতির শত্রুবঞ্চনকার্য্যও ধর্ম্ম-বহির্ভূত হয় নাই।

যেরূপ ইন্দ্র দেবগণেরও দেব, সেইরূপ অতিথিও এইপ্রকারে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথে থাকিয়া প্রভাব দ্বারা রাজগণেরও রাজা হইয়া উঠিলেন। তিনি সমান গুণশালিতা প্রযুক্ত ইন্দ্রাদি চতুর্লোকপালের পঞ্চম, পঞ্চ ভূতের ষষ্ঠ, এবং সপ্ত মহাকুলপর্ব্বতের অষ্টম বলিয়া অভিহিত হইতেন। যেরূপ দেবগণ বাসবের আজ্ঞা পালন করিয়া থাকেন, সেইরূপ, রাজগণ দূর হইতে আতপত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক ছত্রবিহীন মস্তকে তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতেন। তিনি অশ্বমেধযজ্ঞে ঋত্বিজ্‌বর্গকে দক্ষিণা দ্বারা এরূপ অর্চ্চনা করিতেন, যে তাঁহার ও কুবেরের নাম তুল্যরূপে বিখ্যাত হইয়াছিল। ইন্দ্র হইতে সুবৃষ্টি হইত, যম রোগোৎপত্তি নিবারণ করিতেন, বরুণ নৌসঞ্চারীদিগের সুবিধার জন্য জলপথ সুখসঞ্চর করিতেন, পূর্ব্বরাজগণের মহিমাভিজ্ঞ কুবের ধন বর্দ্ধন করিতেন; এইরূপে লোকপালগণ শরণাগতের ন্যায় তাঁহার কার্য্য করিতেন।

"অতিথি-বর্ণন" নামক সপ্তদশ সর্গ।

অষ্টাদশ সর্গ।

অপ্রতিবিজয়ী অতিথি, নিষধরাজ অর্থপতির তনয়ার গর্ভে নিষধশৈলসম সারবান্ নিষধনামে এক সন্তান উৎপাদন করিলেন। যেরূপ জীবলোক সুবৃষ্টিযোগে পাকোন্মুখ শস্য দেখিয়া আনন্দিত হয়, সেইরূপ তিনি প্রভূত-পরাক্রমশালী যুবা নিষধকে প্রজারক্ষণ কার্য্যের ভার সমর্পণ করিবেন স্থির করিয়া পরম হৃষ্টচিত্ত হইলেন। কুমুদ্বতীতনয়, বহুকাল শব্দাদিবিষয়-জনিত সুখ উপভোগ করিয়া আত্মজ নিষধের উপর রাজ্যভার অর্পণ পূর্ব্বক বিশুদ্ধ কর্ম্মার্জ্জিত স্বর্গধামে গমন করিলেন।

অদ্বিতীয় বীর নিষধ রাজা সসাগরা একচ্ছত্রা ধরা উপভোগ করিতে লাগিলেন; তাঁহার লোচনযুগল কমলদলবৎ বিশাল, চিত্ত সাগরসদৃশ গম্ভীর এবং বাহুদ্বয় পুরীর অর্গলতুল্য সুদীর্ঘ ছিল।

তাঁহার অবসানে, তৎপুত্র অনলতেজাঃ নল বংশলক্ষ্মী লাভ করিলেন হস্তী যেরূপ নলবন ভগ্ন করে, সেইরূপ নলিননেত্র নল, শত্রুবল মর্দ্দন করিয়াছিলেন। গন্ধর্ব্বাদি নভশ্চরগণ কর্ত্তৃক গীতকীর্ত্তি নৃপতি নভস্তলসদৃশ শ্যামবর্ণ নভোনামক সন্তান লাভ করিলেন, ঐ তনয় শ্রাবণ মাসের ন্যায় অত্যন্ত প্রজাপ্রিয় হইয়াছিলেন। পরম ধার্ম্মিক নল, সুযোগ্য পুত্রকে অযোধ্যার আধিপত্য প্রদান করিয়া মুক্তিলাভ কামনায় বার্দ্ধক্যে বনগমন পূর্ব্বক মৃগগণের সহচর হইলেন।

নভো রাজা দিঙ্নাগগণ মধ্যে পুণ্ডরীক নাগের ন্যায় রাজগণের অজেয় পুণ্ডরীক নামে সন্তান উৎপাদন করিলেন। পিতা নভঃ স্বর্গগামী হইলে পুণ্ডরীকহস্তা রাজলক্ষ্মী নারায়ণের ন্যায় তাঁহাকে আশ্রয় করিলেন। অমোঘধন্বা পুণ্ডরীক, প্রজাবর্গের হিতানুষ্ঠানে রত ক্ষমাশীল ক্ষেমধন্বা নামক পুত্রকে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া শান্তিগুণ অবলম্বন পূর্ব্বক তপস্যার্থ বনগমন করিলেন।

ক্ষেমধন্বার সমরে সেনাদলের অগ্রযায়ী দেবসম এক পুত্র জন্মিল। যাঁহার দেবানীক নামটী স্বর্গেও বিশ্রুত হইয়াছিল। যেরূপ ক্ষেমধন্বা পিতৃসেবানিরত সুত দেবানীককে লাভ করিয়া পরমসুখী হইয়াছিলেন, সেইরূপ পুত্রও তনয়বৎসল পিতার স্নেহে পরমপ্রীতিমান্ হইয়াছিলেন। গুণরাশির একনিধি যাগনিষ্ঠ ক্ষেমধন্বা আত্মসদৃশ আত্মজের উপর চিরপরিধৃত লোকরক্ষার ভার সমর্পণ করিয়া দেবলোকে গমন করিলেন।

দেবানীকের জিতেন্দ্রিয় তনয় প্রিয়বাদিতা গুণে স্বজনদিগের ন্যায় শত্রুগণেরও প্রিয়পাত্র ছিলেন, প্রিয়বাক্য-প্রয়োগে একবার ত্রাসিত হরিণগণও বশীভূত হয়। সমগ্রভুজপরাক্রমশালী দেবানীকপুত্র অহীনগু সমগ্র পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন। তিনি নবকালেও নীচসংসর্গে বিমুখ ছিলেন বলিয়া অনর্থকর পানদ্যূতাদি ব্যসন বিবর্জিত হইয়াছিলেন। পিতা দেবানীক মানবলীলা সম্বরণ করিলে মানবগণের বিশেষজ্ঞ অতিসুনিপুণ অহীনগু অবনীতে চতুরংশে অবতীর্ণ আদিপুরুষের ন্যায় সুপণ্ডিত সামাদি উপায়চতুষ্টয় দ্বারা চতুর্দ্দিকের অধীশ্বর হইলেন।

অরিবিজয়ী অহীনগু পরলোক গমন করিলে রাজলক্ষ্মী তদীয় তনয় পারিযাত্রকে আশ্রয় করিলেন। তিনি উন্নতিতে পারিযাত্র নামক কুলশৈলকেও পরাজয় করিয়াছিলেন। পারিযাত্রের উদারস্বভাব প্রস্তর ফলকের ন্যায় বিশালবক্ষা শিল নামে পুত্র জন্মিল। তিনি বাণপাতে বিপক্ষপক্ষ পরাজয় করিয়া লোকেও স্তব করিতে দেখিলে অত্যন্ত লজ্জিত হইতেন। অনিন্দিতচরিত্র পারিযাত্র বুদ্ধিমান যুবা আত্মজ শিলকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া স্বয়ং সুখভোগে রত হইলেন। ভূপালগণ নানা কার্য্যভার হেতু কারাকদ্ধের ন্যায় একান্ত সুখে বঞ্চিত অনুরাগজনক ভোগরসে অপরিতৃপ্ত, সৌন্দর্য্যশালিতাপ্রযুক্ত কামিনীদিগের সম্যক্ উপভোগ্য পারিযাত্রের প্রতি রমণীদিগের বিশেষ রতিদশনে বৃথা অনুরাগপরবশ হইয়াই যেন অপ্রতিসমর্থা জরা তাঁহাকে একেবারে বশীভূত করিল। শিল নরপতির প্রসিদ্ধনামা, সমস্ত রাজমণ্ডলে প্রধান, পদ্মনাভসদৃশ, গম্ভীরনাভি, উন্নাভ নামক তনয় উৎপন্ন হইল।

তদনন্তর, সংগ্রামে বজ্রসমধ্বনি বজ্রধরতেজা উন্নাভতনয় বজ্রনাভ হীবকান্বতুমনা বসুন্ধরার অধিপতি হইলেন। বজ্রনাভ স্বীয় পুণ্যবলে স্বর্গলোকে গমন করিলে, সসাগরা বসুন্ধরা তদীয় পুত্র নিহতশত্রু শঙ্খণ নামক নরপতিকে আকরোৎপন্ন রত্নোপহার দ্বারা সেবা করিতে লাগিলেন। তাঁহার অবসানে ভানুতেজা অশ্বিনীকুমারসদৃশ সুন্দর তৎপুত্র পৈতৃক রাজপদ প্রাপ্ত হইলেন; তিনি সাগরতটে সৈন্য ও অশ্ব সকল সন্নিবেশিত করিয়া লোকে ব্যুষিতাশ্ব নামে খ্যাত হইলেন। ক্ষিতীশ্বর ব্যুষিতাশ্ব, বিশ্বেশ্বরের আরাধনা করিয়া সমগ্র-পৃথিবী-পালনে সমর্থ বিশ্বসহ নামে বিশ্ববন্ধু আত্মজ উৎপাদন করিলেন। অনিলসহায় হুতাশন যেরূপ তরুগণের অসহ্য হয়, সেইরূপ নীতিজ্ঞ বিশ্বসহ, নারায়ণের অংশরূপী হিরণ্যনাভ নামে সন্তান

লাভ করিয়া শত্রুদিগের নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিলেন। পিতৃঋণনির্ম্মুক্ত কৃতকৃত্য প্রজানাথ বিশ্বসহ, চরমাবস্থায় অবিনশ্বর সুখভোগের আশায়, আজানুলম্বিতবাহু হিরণ্যনাভকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বল্কলধারী হইলেন।

সূর্য্যবংশাবতংস অযোধ্যাধিপতি সোমপায়ী হিরণ্যনাভের ঔরসে নয়নানন্দদায়ী দ্বিতীয় শশধরের ন্যায় কৌশল্যনামে পুত্র জন্মিল। ব্রহ্মসভা পর্য্যন্ত বিশ্রুতকীর্ত্তি কৌশল্য নরপতি ব্রহ্মিষ্ঠ নামে ব্রহ্মনিষ্ঠ তনয়কে প্রজারক্ষণকার্য্যে নিয়োগ করিয়া পরব্রহ্মে লীন হইলেন। কুলভূষণ পুত্রবান্ ব্রহ্মিষ্ঠ নরপতি, শাসনাধীন মেদিনী অবাধে সম্যক্ রূপে শাসন করাতে, প্রজাবর্গ বহুকাল আনন্দাশ্রুনয়নে প্রীতি লাভ করিয়াছিল। গুরুশুশ্রূষা দ্বারা পূতাত্মা নারায়ণ সদৃশাকৃতি পদ্মপলাশলোচন পুত্রনামা তনয় পিতা ব্রহ্মিষ্ঠকে পুত্রিগণের প্রধান করিয়া তুলিয়াছিলেন। বিষয়বাসনা-পরাঙ্মুখ দেবরাজের ভাবী সখা ব্রহ্মিষ্ঠ বংশধর পুত্র দ্বারা বংশমর্য্যাদা রক্ষিত হইবে বিবেচনা করিয়া ত্রিপুষ্কর তীর্থে অবগাহন পূর্ব্বক দেবত্ব লাভ করিলেন।

পুত্র নরপতির পত্নী পূর্ণিমা তিথিতে, পুষ্পরাগমণি অপেক্ষাও অধিক দীপ্তিশালী পুষ্য নামক পুত্র প্রসব করিলেন; তিনি দ্বিতীয় পুষ্যনক্ষত্রের ন্যায় সমুদিত হইলে প্রজাগণ সবিশেষ অভ্যুদয় লাভ করিল। মহাত্মা পুত্র নরপতি, পুনর্দ্দেহধারণে ভীত হইয়া, পুত্রহস্তে পৃথিবী সমর্পণ পূর্ব্বক ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ জৈমিনির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন, এবং পরমযোগী সেই মুনিবরের সন্নিধানেই যোগবিদ্যা অভ্যাস করিয়া, পরিশেষে মুক্তিলাভ করিলেন।

অনন্তর ধ্রুবসদৃশ ধর্ম্মাত্মা পুষ্যরাজপুত্র ধ্রুবসন্ধি বসুধার শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন, সত্যপ্রতিজ্ঞ সেই শ্রেষ্ঠ নরপতির নিকট প্রণত শত্রুর সন্ধি কখন ভগ্ন হয় নাই। প্রতিপচ্চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন তদীয় পুত্র সুদর্শনের শৈশবদশাতেই হরিণায়তলোচন রাজা ধ্রুবসন্ধি মৃগয়াবিহার করিতে গিয়া সিংহকবলে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। মন্ত্রিবর্গ ঐকমত্য অবলম্বন পূর্ব্বক, নাথবিহীন প্রজাগণের দুরবস্থা দেখিয়া পরলোকগামী নৃপতির সেই কুলতন্তু শিশুসন্তানকে অযোধ্যার অধিপতি করিলেন। অপ্রৌঢ়ভূপালপালিত সেই রঘুকুল, নবেন্দুশোভিত গগনের ন্যায়, একমাত্র সিংহশিশুসেবিত কাননের ন্যায়, এবং কমলকোরকশালী সলিলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। কিরীটধারী বালক ভূপতি ক্রমশঃ পিতৃসম-প্রভাবশালী হইবেন লোকে ইহা বিবেচনা করিয়াছিল; কারণ, দেখিতে পাওয়া যায়, করভপ্রমাণ মেঘখণ্ড পুরোগামী বায়ু সহযোগে সমস্ত দিগন্ত আবৃত করিয়া ফেলে। যখন তিনি সমুজ্জ্বল

রাজবেশ পরিধান করিয়া গজপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক রাজমার্গে বিহার করিতেন, তখন হস্তিপালক তাঁহাকে ধারণ করিয়া থাকিত, এবং প্রজাগণ ষড়্‌বর্ষীয় হইলেও প্রভুতাহেতু তাঁহাকে তৎপিতার ন্যায় সম্মান-সহকারে অবলোকন করিত। তিনি উপবেশন করিয়া পৈতৃক সিংহাসন সমাক্‌রূপে আচ্ছাদিত করিতে পারেন নাই, কিন্তু সুবর্ণগৌর তেজঃপুঞ্জ দ্বারা বিস্তৃতদেহ হওয়াতেই তাহা ব্যাপ্ত করিতেন। রাজগণ, সিংহাসনের অধঃপ্রদেশে ঈষৎলম্বিত সুবর্ণপাদপীঠস্পর্শনে অক্ষম অলক্তকরঞ্জিত তদীয় চরণদ্বয় আপনাদিগের উন্নত মুকুট অবনত করিয়া বন্দনা করিতেন। অল্পপ্রমাণ ইন্দ্রনীল মণিতে মহানীল শব্দ নির্দ্দেশ যেরূপ নিরর্থক হয় না, সেইরূপ সেই শিশু রাজার প্রতি প্রসিদ্ধ মহারাজ শব্দ প্রযুক্ত হইত। পার্শ্বসঞ্চালিত চামরের বায়ুসেবী শিশু নরপতির কপোলসংসর্পি চঞ্চল কাকপক্ষে সুশোভিত বদনের আজ্ঞা সাগরকূল পর্য্যন্ত অস্খলিত ছিল। সস্মিতবদন নরপতি কনকপট্টশোভিত ললাটদেশে বিন্যস্ত তিলক ধারণ করিয়া অরিসুন্দরীদিগের বদন তিলকবিহীন করিয়াছিলেন। শিরীষকুসুম হইতেও অধিক সুকুমার নরপতি ভূষণধারণেও ক্লেশ অনুভব করিতেন, কিন্তু প্রভাব হেতু নিতান্ত গুরুতর ভূভারবহনে সমর্থ ছিলেন। তিনি সমস্ত লিপি অভ্যাস করিবার পূর্ব্বেই জ্ঞানবান্‌ বৃদ্ধগণের সাহায্যে দণ্ডনীতির সমগ্র ফল লাভ করিয়াছিলেন। রাজলক্ষ্মী সুদর্শনের অপ্রশস্ত বক্ষঃস্থলে নিবাসাবকাশ না দেখিয়া, তাঁহার প্রৌঢ়াবস্থার অপেক্ষায় থাকিয়া সম্প্রতি লজ্জাপযুক্তই যেন আতপত্রচ্ছায়াচ্ছলে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহার ভুজদ্বয় অদ্যাপি জ্যাঘাতচিহ্নে লাঞ্ছিত হয় নাই, খড়্গমুষ্টি স্পর্শ করে নাই, এবং যুগপরিমাণ প্রাপ্ত হয় নাই, তথাপি সেই ভুজেই ধরাতল সুরক্ষিত হইয়াছিল।

কালক্রমে তাঁহার শরীরাবয়বই যে কেবল বৃদ্ধি পাইয়াছিল এরূপ নহে, জনমনোহর বংশোচিত ঔদার্য্য শৌর্য্যাদি যে সমস্ত গুণ তদীয় দেহে অতি সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত ছিল, তাহারাও বৃদ্ধি পাইল। গুরুদিগের প্রীতিপ্রদ সুদর্শন জন্মান্তরে সমস্ত বিদ্যার পারদর্শন করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই সমস্ত স্মরণ করিয়াই যেন ত্রিবর্গলাভের নিদানভূত বিদ্যাত্রয় ও পৈতৃক প্রকৃতিমণ্ডল অধিকার করিলেন। তিনি অস্ত্রশিক্ষার সময়ে উর্দ্ধে কেশবন্ধন, শরীরের পূর্ব্বভাগ বিস্তৃত ও বাম জানু কুঞ্চিত করিয়া সশর শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিতেন। অনন্তর তিনি, বিলাসিনীদিগের নয়নপ্রিয় মধুস্বরূপ, অনুরাগবন্ধনরূপ-প্রবালশালী মনসিজ-তরুর কুসুমস্বরূপ, স্বভাবজাত

সর্ব্বাঙ্গব্যাপী আভরণস্বরূপ, একমাত্র বিলাসস্থান যৌবন লাভ করিলেন। অমাত্যগণ সৎপুত্রকামনায় দূতিসন্দর্শিত রমণীচিত্র হইতেও সমধিক সুন্দরী রাজকন্যা আনয়ন করিল, তাঁহারা সেই যৌবনসম্পন্ন নরপতির প্রথম-পরিগৃহীত রাজলক্ষ্মী ও বসুমতীর সপত্নীভাব অবলম্বন করিলেন।

"বংশানুক্রম" নামক অষ্টাদশ সর্গ।

ঊনবিংশ সর্গ।

শাস্ত্রবিৎদিগের অগ্রগণ্য জিতেন্দ্রিয় রাজা সুদর্শন চরম বয়সে অগ্নিতেজা নিজতনয় অগ্নিবর্ণকে স্বকীয় রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া নৈমিষারণ্য আশ্রয় করিলেন। তথায় তীর্থজল দ্বারা গৃহদীর্ঘিকা, কুশাসন দ্বারা শয্যা, এবং পর্ণশালা দ্বারা প্রাসাদ বিস্মৃত হইয়া নিষ্কাম তপঃসঞ্চয় করিতে লাগিলেন; তদীয় তনয় অগ্নিবর্ণ অধিগতরাজ্যপালনে কোন ক্লেশ অনুভব করেন নাই, কারণ, তাঁহার পিতা স্বভুজবলে বিপক্ষপক্ষ নির্ম্মূল করিয়া মেদিনীকে কেবল তাঁহার উপভোগার্থই দিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাকে যে কোন বিপুকণ্টক উদ্ধার করিতে হইবে এরূপ রাখিয়া যান নাই। কামুক অগ্নিবর্ণ কতিপয় বৎসর স্বয়ং কুলোচিত প্রজাপালন করিয়া, সচিববর্গের প্রতি সাম্রাজ্যের ভার অর্পণ পূর্ব্বক নিতান্ত স্ত্রীপরায়ণ হইয়া উঠিলেন। নিরন্তর কামিনীগণে পরিবৃত সেই কামুকের মৃদঙ্গধ্বনিত সদনে উত্তরোত্তর অধিকসমৃদ্ধিসম্পন্ন উৎসবপরম্পরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব সমৃদ্ধ উৎসবকেও আচ্ছাদিত করিতে লাগিল। তিনি ইন্দ্রিয়ার্থ-বিরহিত হইয়া ক্ষণকালও থাকিতে পারিতেন না, দিবানিশি অন্তঃপুরেই বিহার করিতেন, এবং দর্শনোৎসুক প্রজাগণের কথা একবারও মনে করিতেন না। যদি কদাচিৎ মাননীয় মন্ত্রিগণের অনুরোধে প্রকৃতিপুঞ্জের প্রার্থিত দর্শন দিতেন, তাহাও গবাক্ষবিবরাবলম্বী চরণমাত্র দ্বারা সম্পন্ন হইত। অনুজীবিগণ নবাতপস্পৃষ্ট সরোরুহের ন্যায় কোমল নখরাগ-রঞ্জিত তদীয় চরণ প্রণিপাতপুরঃসর ভজনা করিত।

উদ্দামমন্মথ অগ্নিবর্ণ দীর্ঘিকাসলিলে বিহার করিতেন, তৎকালে যুবতী বিলাসিনীদিগের উন্নত পয়োধর-ক্ষোভে দীর্ঘিকার কমল সকল চঞ্চল হইত, এবং ঐ সকল দীর্ঘিকার জলমধ্যে বিহারভবন গূঢ় নির্ম্মিত ছিল, তথায় তাঁহার নিধুবনলীলা সম্পন্ন হইত। জলবিহার-কালে জলসেক হেতু অঙ্গনা-

গণের লোচনাঞ্জন ক্ষালিত, এবং অধররাগ ধৌত হওয়াতে উহা পাটলবর্ণ হইত, সুতরাং তখন তাহাদিগের মুখমণ্ডলের প্রকৃত সৌন্দর্য্য বিনির্দ্দিষ্ট হইত; ইহাতে রাজা অধিকতর প্রলোভিত হইতেন। দ্বিপরাজ করিণীসহায় হইয়া যেরূপ প্রফুল্ল কমলিনী উপভোগ করে, তদ্রূপ তিনি প্রিয়তমাগণ সমভিব্যাহারে ঘ্রাণতর্পণ মধুগন্ধে বাসিত পানভূমিতে মদিরা সেবন করিতেন অঙ্গনাগণ মদাতিরেকের নিদানভূত তদীয় মুখাসব নির্জ্জনে কামনা করিত, তিনিও বকুলসদৃশ স্পৃহা-হেতু তাহাদিগের প্রদত্ত মুখমদিরা পান করিতেন। মধুরনাদিনী বীণা এবং মধুরভাষিণী কামিনী এই দুইটী তাহার উৎসঙ্গে নিরন্তর বর্ত্তমান থাকিত, কখন উহা শূন্য থাকিতে দিত না। কলাকুশল নরপতি স্বয়ং বাদ্যবাদন কালে লোলমাল্য ও চঞ্চলবলয় হইয়া নর্ত্তকীদিগের মনোহরণ করিতেন, সুতরাং তাহারা অভিনয়প্রণালী হইতে স্খলিত হওয়াতে পার্শ্ববর্ত্তী নাট্যাচার্য্যগণের সমক্ষে লজ্জিত হইত। নৃত্যাবসানে তিনি নর্ত্তকীগণের শ্রমজল দ্বারা বিলুপ্ততিলক সুচারু বদনে প্রেমবশতঃ স্বীয় মুখমারুত প্রদান করিতে করিতে উহা চুম্বন করিতেন, তখন আপনাকে অমরাবতী ও অলকাপুরীর অধীশ্বর অপেক্ষাও অধিক পুণ্যশালী জ্ঞান করিতেন।

স্বয়ং উপযাচক হইয়া নব নব উপভোগদ্রব্যে আসক্ত নরপতির সমাগমে প্রেয়সীগণ উপভোগ্য বিষয় অর্দ্ধপ্রদর্শিত ও অর্দ্ধসংবৃত রাখিত। ভূপতি প্রণয়িনীদিগকে ছলনা করিয়া তাহাদিগের নিকট অঙ্গুলি কিসলয়ের তর্জ্জন, ভ্রূভঙ্গকুটিল নিরীক্ষণ, এবং বহুবার মেখলানিগড়বন্ধন প্রাপ্ত হইতেন। তিনি পর্য্যায়প্রাপ্ত সুরতকামিনীকে কোন প্রিয়তমার পশ্চাদ্ভাগে দূতীর জ্ঞাতসারে দণ্ডায়মান হইয়া বিরহাশঙ্কিনী প্রণয়িনীর কাতর বচন শ্রবণ করিতেন। মহিষীগণের সমক্ষে নর্ত্তকীদিগের উপর ঔৎসুক্য জন্মিলে তিনি স্বেদাপ্লুত অঙ্গুলি হইতে স্খলিতবর্ত্তিক হস্তে তাহাদিগের দেহ চিত্রিত করিয়া অতিকষ্টে ধৈর্য্য অবলম্বন করিতেন। মহিষীগণ নৃপপ্রেমগর্ব্বিত কামিনীদিগের প্রতি অসূয়াপরবশ ও নিজ মদনজ্বালায় উন্মত্ত হইয়া রোষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মদন মহোৎসবচ্ছলে মহীপতিকে আনাইয়া আপনাদিগের মনোরথ পূর্ণ করিয়া লইতেন। রাজা প্রভাতে আগমন করিলে অপর নারীর উপভোগচিহ্ন দর্শনে প্রণয়িনীরা অভিমানিনী হইতেন, তখন তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে প্রসাদিত করিতেন, কিন্তু প্রণয়শৈথিল্য প্রদর্শন করিয়া পুনর্ব্বার পরিতপ্ত করিতেন। ভূপতি কদাচিৎ স্বপ্নবশে সপত্নীজনের নাম উল্লেখ করিলে, তদীয় অঙ্গনাগণ বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়াই শয্যার আস্তরণে

বিবর্ত্তন, অশ্রুবিন্দু-বিগলন এবং হস্তবলয় ভগ্নকরণ প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা রোষ প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিত। তিনি পথপ্রদর্শিনী দূতীর সঙ্গে পুষ্পশয্যাশোভিত লতাগৃহে আসিয়া মহিষীগণের ভয়ে কম্পমানকলেবরে দাসীরতি উপভোগ করিতেন। মহীপতির মুখ হইতে যদি কখন কোন প্রিয়তমা কামিনীর নাম বিনির্গত হইত,তখন তাঁহার অঙ্গনাগণ তাঁহাকে এইমাত্র কহিত, "কামুক! আমি তোমার বল্লভার নাম প্রাপ্ত হইলাম, এক্ষণে তাহার সৌভাগ্যও পাইবার আকাঙ্ক্ষা করি, এজন্য আমার মন নিতান্ত লোলুপ।" বিলাসী অগ্নিবর্ণ শয়ন হইতে উত্থিত হইলে, সেই শয্যা দেখিয়া তাঁহার বিবিধ রতিলীলা প্রতীয়মান হইত,—কোন স্থান কুঙ্কুমাদি চূর্ণে পিঙ্গল, কোন স্থান চঞ্চল মাল্যে আকুল, কোন স্থানে ছিন্ন মেখলা পতিত, এবং কোন স্থান বা অলক্তকরাগে রঞ্জিত। তিনি নিজ হস্তে কামিনীগণের চরণ লাক্ষারঞ্জিত করিতেন, কিন্তু তাহাদিগের বিগলিতবসন নিতম্ব ও জঘনে যখন তদীয় নয়ন আকৃষ্ট হইত, তখন আর অবহিত হইয়া প্রসাধন করিতে পারিতেন না।

নববধূগণ চুম্বনদানে অধর বিবর্ত্তিত, এবং বসনাকর্ষণে হস্তরোধ করিয়া অভিলাষের বিঘ্ন উৎপাদন করিলেও, ভূপতির সেই বধূসুরত মন্মথের ইন্ধনস্বরূপ হইত। দর্পণতলে উপভোগচিহ্ন দর্শন কালে রাজা পৃষ্ঠদেশে আসিয়া পরিহাস করিলে, বধূগণ স্মিতমনোহর প্রতিবিম্বেই লজ্জাবনতমুখী হইত। যামিনীর অবসানে ভূপাল যখন শয়নতল পরিত্যাগ করিতেন, তখন কামিনীরা তদীয় কণ্ঠে নিজ কোমল বাহুলতা বন্ধন, এবং পাদাগ্র দ্বারা তদীয় পদতল নিরোধ করিয়া, তাঁহার নিকট চুম্বন প্রার্থনা করিত। তরুণ বিলাসী দর্পণতলে স্পষ্টলক্ষ্য পরিভোগচিহ্ন দর্শন করিয়া যাদৃশপ্রীতিলাভ করিতেন, বাসবশোভাবিনিন্দি নিজ রাজবেশ সন্দর্শন করিয়া তাদৃশ প্রীত হইতেন না। মিত্রকার্য্য ব্যপদেশে পার্শ্বদেশ হইতে প্রস্থানোদ্যত অগ্নিবর্ণ অবস্থানে অসমর্থ হইলে, প্রিয়তমাগণ "হে শঠ! তোমার পলায়নচ্ছল ঠিক বুঝিতে পারিয়াছি" বলিয়া তাঁহার কেশগ্রহণ করিত। নির্দ্দয় রতিশ্রম হেতু অবশাঙ্গ অঙ্গনাগণ কণ্ঠসূত্রনামক আলিঙ্গন ছল করিয়া পীনস্তনাঘাতে বিলুপ্তচন্দন তদীয় বক্ষঃস্থলে শয়ন করিত। অপর নারীর সঙ্গমকামনায় যামিনীতে গূঢ়ভাবে বিচরণ করিতেছেন, ইহা গূঢ়চারিণী দূতীর মুখে শুনিয়া তদীয় অঙ্গনারা তাঁহার সম্মুখে আগমনপূর্ব্বক "হে কামুক! এই ঘোর অন্ধকারনিশিতে কোথায় গিয়া রাত্রিযাপন করিবে" বলিয়া আকর্ষণ করিয়া আনিত। অগ্নিবর্ণ চন্দ্রমার কিরণসদৃশ সুখকর অঙ্গনার স্পর্শ অনুভব করিয়া

যামিনীতে জাগরণ করিতেন এবং দিবাভাগে নিদ্রা যাইতেন, সুতরাং কুমুদাকরের প্রকৃতির অনুকরণ করিতেন। গায়িকাদিগের অধর তদীয় দশনে [illegible], এবং উরুযুগল নখপদে অঙ্কিত, সুতরাং তাহারা বেণুবাদন বা বীণাসংস্থাপন উভয় ব্যাপারেই পীড়িত হইয়া তাঁহার প্রতি কুটিল দৃষ্টিপাত করিত, তাহাই তাঁহার প্রলোভনস্বরূপ হইত। নির্জ্জনে নর্ত্তকীদিগের নিকট স্বয়ং আঙ্গিক সাত্ত্বিক ও বাচিক ত্রিবিধ নৃত্য প্রদর্শন করিয়া বান্ধবগণসমক্ষে প্রয়োগনিপুণ নাট্যাচার্য্যদিগের সহিত স্পর্দ্ধা করিতেন।

অগ্নিবর্ণ বর্ষাগমে কুটজ ও অর্জ্জুন পুষ্পের মালায় অঙ্গদেশ ভূষিত এবং কদম্বপরাগে অঙ্গরাগ সম্পাদিত করিয়া প্রমত্ত ময়ূরগণে পরিপূর্ণ কৃত্রিম শৈলে বিহার করিতেন। তিনি প্রণয়কলহ প্রযুক্ত শয্যাতলে পরাঙ্মুখী হইয়া শয়ানা অবলাদিগকে অনুনয় করিতে সত্বর হইতেন না, কিন্তু তাহারা [illegible] আলিঙ্গন করিবে এই আশাই করিতেন। ভূপতি শারদীয় যামিনীতে বিতানমণ্ডিত [illegible] বাস করিয়া সুন্দরী কামিনী সমভিব্যাহারে লীলা করিতেন, এবং মেঘনির্ম্মুক্ত চন্দ্রিকা সেবন করিয়া সুরতশ্রম অপনোদন করিতেন। তিনি সৌধবাতায়নের মধ্য দিয়া হংসমেখলাশোভিত নিতম্বসদৃশ-সৈকতবতী নিজপ্রিয়ার বিলাসানুকারিণী সরয়ু সন্দর্শন করিতেন। সুমধ্যমা প্রণয়িনীরা অগুরুধূপগন্ধি হেম-রসনাচ্ছাদি শব্দায়মান হেমন্ত-বসন দ্বারা নীবিমোক্ষে লোলুপ অগ্নিবর্ণকে আকর্ষণ করিত। সর্ব্ববিধ সুরতব্যাপারের উপযোগী শিশিরকালীন রাত্রি-গণ নির্ব্বাত অন্তর্গৃহে দীপরূপ স্তিমিত দৃষ্টি অর্পণ করিয়া তদীয় রতিক্রিয়ার সাক্ষিস্বরূপ হইত। অঙ্গনাগণ মলয়ানিলজনিত চূতকিসলয় ও চূতকুসুম দর্শন করিয়া বিরোধ পরিহার পূর্ব্বক বিয়োগকাতর অগ্নিবর্ণকে আপনারাই অনুনয় করিত। তিনি অঙ্গনাদিগকে নিজ অঙ্কে বসাইয়া তাহাদিগকে দোলারজ্জু পরিত্যাগ করিতে আদেশপূর্ব্বক পরিজন দ্বারা দোলা সঞ্চালিত করিলে, তাহারা ভয়ব্যপদেশে বাহুলতা দ্বারা তদীয় কণ্ঠ দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিত। বিলাসিনীগণ পয়োধরে চন্দনলেপন, মুক্তাপ্রায় ভূষণ পরিধান, [illegible] মণিময় মেখলাপিধান প্রভৃতি নিদাঘবেশে ভূষিত হইয়া তাঁহার [illegible]ত। রক্তপাটল কুসুমে সুশোভিত সহকারযুক্ত মদ্য পান করাতে, [illegible]পগমে হীনবীর্য্য মনোভব পুনর্ব্বার নবীভূত হইত।

অগ্নিবর্ণ এইরূপে অন্যান্য কার্য্যে পরাঙ্মুখ ও মদনপ্রবর্ত্তনায় ইন্দ্রিয়-ভোগে আসক্ত হইয়া নিজ অঙ্গে পরিধৃত চিহ্নে নিবেদিত ঋতুসকল

অতিবাহিত করিতেন। বিপক্ষগণ তাঁহাকে ব্যসনাসক্ত দেখিয়াও তদীয় প্রভাবাদি প্রযুক্ত আক্রমণ করিতে সাহসিক হয় নাই; কিন্তু দক্ষরাজার অভিসম্পাত যেরূপ ইন্দুকে আক্রমণ করিয়াছে, তদ্রূপ রতিরাগজনিত ক্ষয়-রোগ তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তিনি বৈদ্যগণের অবাধ্য হইয়া উঠিলেন, এবং স্ত্রীসুবাসেবাদি ব্যসনের দোষ দেখিয়াও তাহা পরিত্যাগ করিলেন না। ইন্দ্রিয়গণ মধুর ভোগ্যবিষয় দ্বারা একবার আকৃষ্ট হইলে তাহা হইতে নিবৃত্ত করা বড় দুষ্কর। তাঁহার বদন পাণ্ডুবর্ণ হইল, আভরণপরিধান অল্প হইয়া আসিল, কণ্ঠস্বর মৃদু হইতে লাগিল, এবং বিনাবলম্বনে গমন করিতে অশক্ত হইয়া পড়িলেন; সুতরাং ক্ষয়রোগজনিত ক্ষীণতায় তাঁহার অবস্থা কামুকের সদৃশ হইয়া উঠিল। রাজা ক্ষয়াতুর হইলে রঘুবংশ চন্দ্রকলান্বিত-চন্দ্র-বিশিষ্ট নভোমণ্ডলের, পঙ্কাবশেষ নিদাঘপল্বলের, এবং অল্পশিখাশালি দীপভাজনের সাদৃশ্য লাভ করিল। অমাত্যগণ রাজার রোগবৃত্তান্ত গোপন করিয়া বিপৎশঙ্কিনী প্রজাদিগকে, "রাজা এক্ষণে দিবাভাগে পুত্রোৎপাদনার্থ জপাদি করিতেছেন" নিরন্তর এই কথাই বলিতেন। রাজা অগ্নিবর্ণ শত শত বনিতা থাকিতেও বংশপাবনসন্তানের মুখ দর্শন না করিয়া; প্রদীপ যেরূপ বায়ুবেগ সহ্য করিতে পারে না সেইরূপ বৈদ্যযত্নাতীত রোগের প্রতাপ অতিক্রম করিতে পারিলেন না। মন্ত্রিবর্গ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াবিৎ পুরোহিতের সহিত পরামর্শ করিয়া রোগশান্তি-ব্যপদেশে তাঁহাকে গৃহোপবনে আনয়ন-পূর্ব্বক সেই স্থানেই প্রজ্বলিত অগ্নিতে গূঢ়ভাবে স্থাপিত করিলেন। পরে অবিলম্বেই প্রধান প্রধান পুরবাসীদিগকে আহ্বান করিয়া স্পষ্টদৃষ্ট গর্ভলক্ষণা তদীয় প্রধান মহিষীকেই রাজলক্ষ্মী সমর্পণ করিলেন। রাজমহিষীরগর্ভ তথাবিধ নরপতিবিয়োগ জনিত শোকে উষ্ণ নয়নসলিলে প্রথমতঃ অভিতপ্ত হইল, পরে হেমকুম্ভমুখনিঃসৃত শীতল অভিষেকবারি দ্বারা নির্ব্বাপিত হইল। বসুন্ধরা যেরূপ শ্রাবণ মাসে উপ্ত বীজমুষ্টি গর্ভে ধারণ করে, সেইরূপ রাজ-মহিষী প্রসবসময়াকাঙ্ক্ষী প্রজাবর্গে মঙ্গলার্থ গর্ভধারণ করিয়া, হেমসিংহাসনে আরোহণপূর্ব্বক কুলক্রমাগত প্রাচীন মন্ত্রিবর্গের সহিত অব্যাহতশাসনে যথাবিধি ভর্ত্তৃরাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

"অগ্নিবর্ণ-শৃঙ্গার" নামক ঊনবিংশ সর্গ।

সম্পূর্ণ।

PRINTED BY B. P. Majumdar AT THE B. P. M's PRESS,
No. 22 Jhamapooker Lane, Calcutta.